অলস ভ্রমণ

বিমল কর

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রকাশক .
ব্রজকিশোব মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭১/১বি মহাত্মা গান্ধী বোড
কলকাতা ৯

মুদ্রাকব :
গোপালচন্দ্র বায়
লক্ষ্মীনাবায়ণ প্রেস
৬ শিবু বিশ্বাস লেন
কলকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
গৌতম রায়

ন' টাকা

শ্রীতুলসী সেনগুপ্ত
কল্যাণীয়েষু

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

নির্ভর

মুখোমুখি

"এই তোর সমুদ্দুর!" লালি অবজ্ঞার সঙ্গে বলল; বলে মুখটা বিকৃত করে রাখল। "বাগবাজারের গঙ্গায় কী দোষ করল রে?"

নিশিকান্ত চুল সামলাচ্ছিল। ঘাড় পর্যন্ত চুল তার। ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল বাতাসে এলোমেলো হয়ে মুখে এসে পড়ছিল। জুলফিটা থুতনি পর্যন্ত মোটা হয়ে নেমে এসেছে।

দুলাল বাঁদিকে রতনের গায়ের ওপর হেলে গলা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে সমুদ্র-দর্শন করছিল। বলল, "ঢেউ-ফেউয়ের এই বাহার! দূর···, জোযাবের সময় আউটরাম এর চেয়ে প্লেজেণ্ট হয়।"

রতন দুলালের বুকের তলায় কনুই দিয়ে ঠেলা মারল। "সোজা হয়ে দাঁড়া দুলি, আমার নাভিশ্বাস উঠছে।"

সেটা কী বস্তু বোঝবার আগেই রতন বমি তোলার মতন শব্দ করল। দুলাল লাফ মেরে সরে গেল।

"কী হল রে?" লালি ঘুরে রতনের দিকে তাকাল।

"সেই গন্ধটা মাইরি!"

"সেই গন্ধ এখানে কোথায়—?" লালি অবাক হয়ে বলল, "খড়্গপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে গন্ধটা এখানে ভেসে আসছে নাকি?"

"নাকে লেগে রয়েছে," রতন নাক কুঁচকে অস্বস্তির সঙ্গে বলল।

"তোর নাকের ইয়ে করেছে শালা," লালি খেঁকিয়ে উঠল, "একটা সিগারেট খা, সমুদ্দুরের হাওয়া খা—পিওর অক্সিজেন।"

দুলাল অন্যদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "গচ্চাটা করছে কি ?"

"প্রকৃতি-ক্রিয়া," নিশি বলল।

খানিকটা দূরে একটা টর্চ মাঝে মাঝে জ্বলছিল নিবছিল।

লালি বলল, "আমি হাজার বার করে বলেছিলাম সুমুদ্দুর ফুমুদ্দুর ছাড়, দীঘায় কোনো ভদ্দরলোক যায় না। ওই শালা গচ্চা তোদের ডোবাল। বাঞ্চোত যেন হরিয়ানার লটারি পেয়েছে। নাচতে নাচতে এসে বলল, আমি একটা বাড়ি যোগাড় করেছি রে দীঘায়—" লালি শেষের কথাটা গচ্চার গলা করে ভেঙিয়ে ভেঙিয়ে বলল।

দুলাল খুব বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করল, "শালাকে আজ মারব ?"

"আজ নয়—" নিশি বলল, "আজ ও খুব টায়ার্ড।"

চার বন্ধুতে সমস্বরে হেসে উঠল। সমুদ্রের বাতাসে হাসিটা যেন সঙ্গে সঙ্গে কোথায় উড়ে গেল।

রতন হঠাৎ বলল, "এই, দেখলি ?"

বন্ধুরা তার দিকে তাকাল।

"কি ?" দুলাল জিজ্ঞেস করল।

"কলকাতায় আমরা যখন একসঙ্গে হাসি, রাস্তার লোক চমকে যায়—এখানে মাইরি সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল; নো ট্রেস....।"

লালি প্রথমে কোনো কথা বলল না, তারপর ধমকের গলায় বলল, "পদ্য করবি না, এখানে পদ্য করবি না শালা; করলে পাছায় অ্যায়সা লাথি মারব।"

লালির কথা কেউ কানে নিল না।

নিশি গম্ভীর হয়ে বলল, "সী-বীচে সাপ থাকে নাকি ?"

"সাপ সব জায়গায় থাকে," নিশি বলল, "টালার ট্যাঙ্কেও থাকে।"

"আমার মধ্যেও একটা আছে ভাই," রতন বলল নিরীহ গলায়, "আমারটা তালব্য 'শ' দিয়ে। নয়ত এমনি কপাল, খড়্গাপুর প্ল্যাটফর্মে আমাকেই ওই গ্যাংগ্রিন হওয়া লোকটার গন্ধ শুঁকতে হল।"

খড়্গাপুর স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে শোয়ানো একটা লোকের উৎকট গন্ধ শুঁকেছে রতন। লোকটাকে স্ট্রেচারে করে হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছিল। সেই গন্ধটা নাকে যাবার পর থেকে রতনের মেজাজ বিগড়ে আছে।

লালি তার দু'হাত মুখের সামনে চোঙার মতন সাজিয়ে গচ্চাকে ডাকতে লাগল : "গ....চ....চা! ওরে শালা গ....চ....চা।"

নিশি বলল, "সমুদ্রের কী ফের মাইরি, ভারতমাতা-কী গোড় আর গচ্চার ইয়ে দুই-ই ধুয়ে দিচ্ছে।"

চারজনে অট্টহাস্য হেসে উঠল।

গচ্চা আসছিল। গচ্চার হাতে টর্চ। দূরে অন্ধকারে বসে গচ্চা মাঝে মাঝে ফোকাস মারছিল। এখন লম্বালম্বি আলোর ফোকাস দুলিয়ে দুলিয়ে আসতে লাগল।

দুলাল বলল, "অংশু শালাই চালাক। গচ্চার কারবার বুঝে কেটে পড়েছে।"

মাথা নাড়ল নিশি, "কাটে নি ; কাল আসবে।"

"হ্যাত্, আসবে! আসার মাল অংশু নয়।"

"তুই বড়ো বাজে বকিস, অংশু আসবে। গচ্চাকে বলেছে।"

রতন বলল, "আজ ওয়েদারটা ভাল নয়, আকাশটা একেবারে মেঘলা। কাল বৃষ্টি হতে পারে।"

নিশি বলল, "বলিস না বাবা, অলক্ষুণে কথা বলিস না, কাল কোজাগরী পূর্ণিমা। পূর্ণিমায় সমুদ্র দেখতে আসা, বৃষ্টি-ফৃষ্টি হলে সব ল্যাভেণ্ডাস হয়ে যাবে।"

দুলাল বলল, "দীঘা আমাদের সঙ্গে বড় ট্রেচারী করছে। খড়্গপুরের আগে থেকে মেঘলা। বাসে উঠে ভাবলাম দীঘায় গিয়ে একটু রোদ-ফোদ দেখতে পাব। এখানে শালা আরও কালচে মেরে আছে।"

লালি বলল, "দীঘার দোষ নেই রে, আমাদের দেখেই কালচে মেরে গেছে। কী মাল এসেছি সব!"

গচ্চা অনেকটা কাছাকছি এসে গিয়েছিল। টর্চ মেরে চেঁচিয়ে বলল, "তোরা সব দাঁড়িয়ে আছিস কেন?"

"তোকে নিয়ে নাচব বলে—" লালি বলল, বলে একটা গালাগাল দিল।

গচ্চা বন্ধুদের কাছে এসে দাঁড়াল। গচ্চার একটা পোশাকি নাম আছে, গজেন গাঙ্গুলি। বন্ধুরা তার নাম দিয়েছে, গচ্চা। কেন দিয়েছে তার কোনো ইতিহাস নেই, তবে গজেনের নানা ধরনের কীর্তি যে তার বন্ধুদের কোনো না কোনো রকম ক্ষতির কারণ হয়েছে নানা সময়ে, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। সম্ভবত তাই গজেন হয়ে গেছে গচ্চা। বন্ধুদের মধ্যে এই নামটা চালু থাকলে গজেন আপত্তি করত না, কিন্তু নামটা ক্রমশই পাড়ার সব মহলে ছড়িয়ে পড়েছে। চায়ের দোকানের দাশরথিও বলে 'গচ্চাবাবু', প্রভাংশুর ছোট বোন একদিন ডেকে ডেকে বলেছিল —'গচ্চাদা, তোমাদের বাড়ির নীচের তলায় কে এসেছে গো? অত মোটা মানুষ হয় নাকি?' গজেন এই ধরনের ডাকাডাকি পছন্দ করে না। বন্ধুদের সে অনেকবার বলেছে, 'তোরা খুব খারাপ করছিস, আমার মা-বাপের দেওয়া একটা নাম আছে, হোয়াই গচ্চা?' জবাবে নিশি বলেছে, 'তোর মা-বাপ তো তোকে ধরাধামে এনেছিল মাত্তর, আমরাই তোকে প্রচার করছি, তোর নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করছি শালা। একদিন তুই গুরুদেব হয়ে যাবি।' গজেন ভীষণ চটে উঠেছিল নিশির কথায়। চটাচটি সত্ত্বেও নামটা থেকেই গেছে।

গজেন পাশে এসে দাঁড়ালে লালি বলল, "তুই লাইফে, কি কি শিখেছিস ?"

"কেন ?"

"জিজ্ঞেস করছি।"

গজেন কেমন থতমত খেয়ে বলল, "কোন্ টাইপের শেখার কথা বলছিস ? তোরা যা শিখেছিস আমিও মোটামুটি তাই শিখেছি।"

"তুই আর একটা আইটেম বেশী শিখেছিস, ঘুষ নিতে শিখেছিস।"

"ঘুষ !"

"আলবত ঘুষ। দীঘা কোম্পানী তোকে ঘুষ দিয়েছে।"

"কি ফালতু কথা বলিস ?"

"তুই এখানে কেন নিয়ে এলি আমাদের ! এর চেয়ে আমরা দক্ষিণেশ্বর কিংবা পানিহাটির গঙ্গায় গিয়ে গাঁজা খেতুম।"

গজেন লালির কথায় কান না দিয়ে বলল, "সমুদ্রটা একবার দেখ কী রকম টেরিফিক দেখাচ্ছে। আকাশ আর জল···। দূরে জেলে ডিঙি দেখছিস, এক একটা লণ্ঠন যেন অন্ধকারে কতদূর থেকে তাকিয়ে আছে।"

লালি গজেনের পেছনে হালকা করে লাথি মারল। "ওই ডিঙি করে তোকে ভাসিয়ে দিতে পারলে বেঁচে যেতাম। তোর জন্য আর বেঁচে থাকা যাবে না।"

গজেন অন্য বন্ধুদের মুখের দিকে তাকাল। "নে, কথা শোন, বাংলাদেশের এরকম একটা বিউটি, দিস লং বীচ····"

"রাখ তোর বীচ। আর একটা কথা বললে তোকে আমি খুন করে ফেলব। এটা সমুদ্র ? নদী রে শালা নদী। পদ্মা দেখেছিস ?"

"বাঙাল হলেই ওই দোষ, প-দ্মা—" গজেন টর্চের আলো সমুদ্রের দিকে ফেলল। "তাও তুই বেটা না পদ্মাপারে জন্মেছিস, না জীবনে পদ্মা দেখেছিস ····"

লালি বলল, "দেখার দরকার করে না। দেখা সব সময় হাফ ট্রুথ; ইমাজিনেশান ইজ ফুল ট্রুথ।"

"যা বলেছিস," গজেন ঠাট্টা করে বলল, "অন্ধরাই লাকি।"

রতন বলল, "যাই বল গচ্চা, আজকের সন্ধ্যেটা মাঠে মারা গেল। কাল হয়ত ওয়েদার আরও খারাপ হবে।"

গজেন সামান্য বিরক্ত হয়ে বলল, "তা আমি কি করব! ওয়েদার আমার হাত-ধরা নয়। এখানে এসে পৌঁছতেই সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। তারপর বাড়ি খুঁজে গিয়ে জিনিসপত্র রেখে বেরুতে বেরুতে সন্ধ্যে। তোরা আবার কাফেটারিয়ায় ঢুকলি। সমুদ্র কি তোদের জন্যে হাঁ করে বসে থাকবে—! য-ত্ত সব বাজে কথা! চোখ থাকলেই ভাল জিনিস দেখা যায়। বল্ না শালা—বল্—এর বিউটি নেই, আমরা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছি—বীচে একটাও লোক নেই—; কী হাওয়া, উড়িয়ে দিচ্ছে; সামনে কোথায় আকাশ, কোথায় জল, কোথায় সীমানা, তুই কিছু বুঝতে পারবি না—এরকম একটা ভাস্ট—ভাস্ট—মানে তোর অসীম-টসীম....ইন্—ইনফিনাইট সামনে থাকলে গা কেঁপে যায়।" বলে গজেন হাত কাঁপিয়ে গায়ে শিউরে ওঠার ভাব দেখিয়ে কম্পনের আবেগটা বোঝাবার চেষ্টা করল। তারপর হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে বলল, "দেখ, জেলে ডিঙিগুলো কোথায় কোন্ দূরে চলে গেছে।"

দুলাল গজেনের পিঠের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরল। ধরে টপ টপ করে দু'গালে চুমু খেয়ে বলল, "আরে শালা, কত জ্ঞান তোর! জ্ঞানচন্দ্র—! ভাস্ট, ইনফিনাইট কত কি বলে ফেললি। আর বলিস না, রেখে দে; ব্যাঙ্কে জমা করে দিস, ফিক্সড্ ডিপোজিট।" বলে দুলাল গজেনকে পেছন থেকে ঠেলতে লাগল।

নিশি গলা ছেড়ে হেসে উঠল; অন্যরাও হাসতে লাগল।

লালি বলল, "চল্, এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।"

ওরা হাঁটতে লাগল।

রতন বলল, "বেশ মেঘ হয়েছে, একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না।"

গজেন বলল, "মেঘ না হলে আজ দেখতিস। কাল পূর্ণিমা ছিল। আজ জ্যোৎস্নায় বীচ ভেসে যেত, সমুদ্র রুপো হয়ে নাচত।....কী করব, আমাদের ব্যাড লাক।"

নিশি খোঁচা মেরে বলল, "তোকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে কবে আমাদের গুড লাক হয়েছে রে? পথে নারী বিবর্জিতা না কি বলে গেন, তুই গচ্চা তার চেয়েও ঝামেলার, তোকে সঙ্গে নিয়ে আমি আর কোথাও যাচ্ছি না।"

দুলাল সিগারেট ধরাবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্যাকেটটা বের করতেই নিশি হাত বাড়াল। নিশির পর লালি। পাঁচটা সিগারেট পাঁচ হাতে বিলি হয়ে গেল। দুলাল দেশলাই বের করার আগেই লালি ফস্ করে কাঠি জ্বালিয়ে নিল। সমুদ্রের বাতাসে কাঠিটা সঙ্গে সঙ্গে নিবে গেল। লালি আবার জ্বালাল, আবার নিবল। দুলাল ততক্ষণে তার দেশলাই বের করে কাঠি জ্বালবার চেষ্টা করল, পারল না। লালি তৃতীয়বার চেষ্টা করার আগে গজেনকে বলল, 'গচ্চা বাতাসটা আড়াল কর।' গজেন লালির গা ঘেঁষে দাঁড়াল। পিঠ কুঁজো করে গজেনকে পাশে রেখে লালি তৃতীয়বার চেষ্টা করল দেশলাই ধরাতে, এবারও পারল না। বিরক্ত হয়ে লালি বলল, 'হ্যাত শালা!'

দুলালের দু'বার হল। সেও পারল না।

নিশি বলল, "লালি, ভাও ধরে ফেল। তোর তিনবার হল, দুলালের দু'বার।"

লালি বলল "ধর। ক'পয়সা?"

"দশ।"

"দশ কি হবে! বিশ ধর।"

দুলাল বলল, "লালি, আমার বাপ কাকা মাসে দু পাঁচ হাজার কামায় না। দশ ম্যাক্সিমাম।"

"ঠিক আছে, দশ···। আগেরটা ধরবে না শালা, প্রথম থেকে····। তোমার ফার্স্ট চান্স।"

রতন বলল, "গচ্চা তা হলে সরে যাক। ফেসিং দি সী হয়ে ধরাতে হবে।"

গজেন লালির পাশ থেকে সরে দাঁড়াল।

দুলাল সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে অনেক সাবধানে আবার চেষ্টা করল। পারল না। লালির পালা। লালিও পারল না। আবার দুলাল। দেশলাইটা জ্বলে উঠেও দপ্ করে নিবে গেল। লালি বলল, 'জয় মা তারা'। লালিও পারল না। পারা বোধহয় সম্ভব নয়। প্রচণ্ড বাতাস, ঝড়ের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ছে, সামান্য বালি উড়ছিল। বার পাঁচেক দু'পক্ষই সমান চেষ্টা করেও যখন পারল না তখন গজেন বলল, "ছাড়, আমায় দে। যত শালা ছেলেমানুষী!"

লালির হঠাৎ রোখ চেপে গেল, বলল, "তুমি শালা তোমার নিজের পকেট থেকে দেশলাই বের করে দাঁড়াও। পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশো পয়সা তোমার ওপর অ্যাড্ হবে। তুমি নিউ কামার।"

গজেন প্রথমটায় বাজি নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় নি। পরে কি মনে করে পকেট হাতড়ে দেশলাই বের করতে লাগল। "হারলে তুই কত দিবি?"

"পঞ্চাশ। দুলালও পঞ্চাশ দেবে।"

গজেন প্রথমবার কাঠিই জ্বালাতে পারল না; বারুদ নষ্ট হয়ে গেল।

লালি খুশী হয়ে বলল, "বেটার কত কেরামতি। তোর ঘাড়ে একশো দশ চাপল।"

নিশিও হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল দেশলাই হাতে।

খেলাটা দেখতে দেখতে জমে উঠল। অন্ধকার সমুদ্রতীরে ছাড়া ছাড়া ভাবে দাঁড়িয়ে চার বন্ধু দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে মুখের সিগারেটটা ধরাবার চেষ্টা করছে, পারছে না—বাতাসের দমকায় নিবে যাচ্ছে, কিংবা যেটুকু জ্বলছে তাতে সিগারেট ধরছে না। রতনের নিজের দেশলাই নেই, সে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। কখনো বন্ধুদের দেখছে, কখনো কালো আকাশ, কখনো নিবিড় আঁধারে লণ্ঠনের এক বিন্দু আলো দেখছে জেলে ডিঙির। আলোটা এই আছে এই নেই।

লালি খেপে গেছে। "আমি শালা সিগারেট না ধরিয়ে এখান থেকে যাব না।"

দুলাল ক্রমশই হতাশ হয়ে পড়ছিল। অসম্ভব। গজেন দেখছে, তার দেশলাইয়ের বাক্স বড় হালকা। আর যে ক'টা অবশিষ্ট কাঠি আছে আঙুলের ডগা দিয়েও অনুমান করা যাচ্ছে না, চার কি পাঁচ, বড় জোর ছয়। ভাঙা কাঠিও থাকতে পারে। নিশি তার চুল নিয়ে বিপদে পড়েছে; কাঠির আগুন সামলাবে, না হাওয়ায় ওড়া চুল।

রতন হঠাৎ বলল, "তোমরা ভাই সমুদ্রকে বেইজ্জতি করছিলে, এবার বোঝো ঠেলা।"

লালি হঠাৎ গালগাল দিল রতনকে; তারপর বলল, "আমি শালা বাঙাল বাচ্চা, বরিশালের বাঙাল। সিগারেট আমি ধরাবই।"

গজেন মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠছিল। হরে দরে প্রায় ছ'টাকার বাজি চলছে এখন। তার দেশলাইয়ের কাঠি ফুরিয়ে এল। এরপর আউট হয়ে যেতে হবে।

দুলাল এত জোরে কাঠি ঘষতে গেল যে তার দেশলাইটা হাত থেকে ফসকে মাটিতে পড়ল। অস্ফুট ভাবে 'যাঃ' বলে দুলাল দেশলাই খুঁজতে নীচু হচ্ছিল, নিশি বলল, "তোকে আর অ্যালাও করা হবে না।"

"কেন ?"

"হাত থেকে দেশলাই পড়ে গেছে।"

"মামার বাড়ি শালা।"

কেমন করে যেন অসম্ভব কাণ্ডটা সম্ভব হয়ে গেল। লালিই ধরিয়ে ফেলল সিগারেট। ফেলেই লাফ মেরে চিৎকার। "উইন্‌....। বাপস্‌—নার্ভাস করে দিয়েছিল।" লালি ঘন ঘন টান মেরে সিগারেটের আগুন জিইয়ে রাখল।

লালির সিগারেটের আগুনে চার বন্ধু মুখের সিগারেট জ্বালিয়ে নিল। নিশি হিসেব করে দেখল, লালি প্রায় পনের টাকা জিতেছে। লালি বলল, 'মালের জন্যে রেখে দে।' টাকাটা তাদের পরশু-টরশু লাগবে ; দু'দিনের স্টক আপাতত কাছেই রয়েছে, কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছে তারা।

বালি ধরে হাঁটতে হাঁটতে খানিকটা এগিয়ে এসে লালি হঠাৎ বলল, "ঝড়-ফড় হবে মাইরি, বাতাসটা একেবারে সাইক্লোন টাইপের।"

রতন বলল, "ঢেউয়ের মাথায় চিকচিক করছে দেখছিস। ফসফরাস।"

নিস্পৃহ ভাবে তারা ঢেউয়ের মাথার ওপরকার চিকচিক ভাবটা দেখল।

দুলাল মাথা তুলে বলল, "নিশি একটা গান গা।"

"এখানে গান গেয়ে কি হবে। এত হাওয়ায় ! সমুদ্র ডাকছে।"

"ন্যাকামি করিস না। তোর গান রেডিয়োতে ব্রডকাস্ট হচ্ছে না।"

রতন আচমকা অদ্ভুত ভাবে বলল, "এই, আমার কেমন মনে হচ্ছে আমরা নেই।....লস্ট।"

মুহূর্তের জন্যে যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সকলে। ল-স্ট ? ব্যাপারটা যেন বুঝতে পারে নি। পরে বুঝল। বুঝে আবার স্বাভাবিক ভাবে হাঁটতে লাগল।

লালি বলল, "আমার মনে হচ্ছে, আমরা আছি।" বলার সময় গলায় জোর দিল লালি।

গজেন বলল, "নিশি, তুই সেই গানটা গা না—!"

"কোনটা?"

"আকাশ ভরা সূর্য তারা...."

"গচ্চাঃ তুই থাম," লালি বলল, "এখন কোথাও সূর্য তারা নেই। গানের তুই কিছু বুঝিস না।"

গজেন বলল, "তুই বুঝিস! তোর তো যত বোম্বাই-গান।...."

নিশি হঠাৎ গুনগুন করে উঠল। গলা পরিষ্কার করার মতন কাশল, তারপর গান শুরু করল: 'এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না, মন উড়েছে উড়ুক না রে মেলে দিয়ে গানের পাখনা।'

অন্ধকারে বালির ওপর দিয়ে পাঁচ বন্ধু ধীরে ধীরে হাঁটছিল। নিশি ক্রমশই গলা চড়িয়ে দিল, সমুদ্রের শব্দ, বাতাসের দমকা তার গলার সুর মুছে দিয়ে গানটাকে এলোমেলো করে তুলছিল। ডানদিকে দূরে আলো জ্বলছে অন্ধকারে, সামনে অনেকটা তফাতে বাজার; জেটিতে দাঁড়ানো ছোট জাহাজের মতন দেখাচ্ছে। আকাশ আরও কালো হয়ে আসছে। বাতাস যেন বাদলার মতন। সমুদ্র তার ঢেউ কি আস্তে আস্তে এগিয়ে দিচ্ছে! নিশি আরও গলা চড়িয়ে দিয়েছিল 'কঠিন মাটি, মনকে আজি দেয় না বাধা....'

রতন হঠাৎ বিশ্রী ভাবে বমি তোলার শব্দ করল।

"কী হল রে?" লালি বলল।

"সেই গন্ধ মাইরি, গ্যাংগ্রিন!"

"তুই মারবি। সেই গন্ধ এখানে কোথায়? এখানে আঁশটে গন্ধ-টন্ধ আছে।"

রতন নাক মুখ কুঁচকে বলল, "না রে সেই গন্ধ। আমার গা কেমন করছে।"

"তোর মাথা খারাপ," লালি বলল, "খড়্গাপুরের কথা ভুলে যা···· ফরগেট্‌....!"

কয়েক পা চুপচাপ হেঁটে এল রতন। "আমার বাবা গ্যাংগ্রিনে মারা গিয়েছিল," সে অন্যমনস্ক ভাবে বলল।

"তোর বাবা !····তুই তো তোর বাবাকে দেখিসই নি।"

রতন বলল, "দেখি নি, তবু—"

"তবু টবু নয়। এ তোর একটা ফিক্‌সেসান···" লালি বলল, "তুই ওসব ভাবিস না।"

রতন চুপ করে গেল। তার ভাল লাগছিল না। খড়্গাপুরের প্ল্যাটফর্মে কেন যে লোকটাকে শুইয়ে রেখেছিল কে জানে! আগেই সরিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। কপালটা সত্যিই খারাপ তার।

নিশি প্রথম গানটা শেষ করল। গজেন আর দুলাল পাশাপাশি হাঁটছে, দুলাল হাঁটতে হাঁটতে গজেনকে বিরক্ত করবার চেষ্টা করছিল। বালি তেমন শক্ত নয়, মাঝে মাঝে পা বসে যাচ্ছে। অন্ধকার আরও গাঢ়, জমাট হয়ে এসেছিল। বাতাস হু হু করছে। নিশি গুনগুন করে আবার কোনো গান ধরতে গেল, পারল না। গজেন টর্চের আলো দোলাতে লাগল।

রতন বলল, "দেখ আমার মাঝে মাঝে একটা ফিলিং হয়। অদ্ভুত ফিলিং। মনে হয় আমার বাবাকে আমি দেখেছি।"

নিশি বলল, "সেটা নতুন কথা কি! তুই তোর বাবার ছবি দেখেছিস—মার কাছে বাবার কথা শুনেছিস। শুনে শুনে একটা চেহারা গড়ে ফেলেছিস।"

"না," রতন মাথা নাড়ল, "আমার একটা জিনিস প্রায়ই হয়। আমার মনে হয়, ছেলেবেলায় আমি বাবার সঙ্গে কোথায় যেন ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলাম। দুর্গা ঠাকুর। প্রচণ্ড ভিড়। কেমন করে কে জানে, আমি বাবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেলুম। তারপর দেখছি আমি একেবারে একা। আমার চারপাশে চেনা জানা কেউ

নেই। একটা মুখও আমি চিনি না। ওই ভিড়ের মধ্যে আমার নিজের কেউ নেই। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। ওই ভয়টা অ্যাক্‌চুয়াল। আমি এখনও এক একদিন ফিল করি। সেই ভয় আমার দম বন্ধ করে ফেলে।....মনে হয় আমি হেলপ্‌লেস, লস্ট... লস্ট।"

রতনের কথা বন্ধুদের কেমন অন্যমনস্ক করে দিল। হয়ত অকারণে বিরক্তও হচ্ছিল তারা। লালি অস্ফুট ভাবে বিরক্তির শব্দ করল।

গজেন বলল, "রতনা, তুই এখনও ছেলেমানুষ থেকে গেলি।.... ওসব রাখ, বাবা মা সকলের থাকে না। আমারও বাবা নেই।"

রতন আর কোনো কথা বলল না। আকাশের দিকে মুখ তুলে হাঁটতে লাগল।

লালি চারদিকের অবস্থাটা দেখতে দেখতে বলল, "আমার খুব ডাউট হচ্ছে রে, কাল আর সূর্য-ফুর্য উঠবে না। এ শালা বৃষ্টি বাদলাই হবে।"

দুলাল বলল, "তবে আর দীঘায় থেকে লাভ কি?"

"কোনো লাভ নেই। এ হল গচ্চার গ্যাঁড়াকল।"

"কলকাতাতেও বৃষ্টি হতে পারত।" গজেন বলল, "কোথায় কী হয় কেউ বলতে পারে?"

"তবু কলকাতায় ফূর্তি আছে—এখানে কী আছে?" লালি বলল।

"চল, কাফেটারিয়ার দিকে যাই। গাদা গাদা এসেছে। কলকাতার মাল। মালা ফালা কিনছে।" দুলাল বলল।

নিশি এসে লালির গলা জড়িয়ে ধরল, "লালি, আমায় একটা মালা কিনে দিবি?"

"তোকে মালা দেব! কেন? তুই বেটা একটা দামড়া..."

"দে না মাইরি, গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াব।"

"মালা পরার মতন গলা কর আগে।"

রতন চুপ করে ছিল। আচমকা হেসে উঠল।

গজেন রতনের দিকে তাকাল। "হাসছিস যে!"

"মানুষ কেন মালা পরে বলতো?"

"কেন?"

"বল।"

"মালা আবার কেন পরবে, দেখতে ভাল লাগে!"

"নিমতলা গিয়েছিস কখনো? দেখবি, মালার কি শোভা!"

দুলাল যেন হতাশ হয়ে বলল, "রতন, তোর একটা ট্রিটমেণ্ট দরকার, তুই সব সময় মরা-ফরা করিস কেন! একে মেলাংকলি বলে।"

"বলুক," রতন অবজ্ঞার গলায় বলল, "বলে তো কি?"

"আমরা এখানে কাঁদতে আসিনি বেটা, ফুর্তি করতে এসেছি।"

"তুই কবে কাঁদলি?"

"কেন কাঁদব? আমি কি মেয়েছেলে?"

গজেন বিরক্ত হয়ে বলল, "আঃ, তোরা থাম তো! কী বাজে বকছিস!"

লালির যে কী হল, হঠাৎ হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বলল, "আয় শালা আমরা পাঁচজনে মিলে গলা জড়াজড়ি করে একটু কাঁদি। সমুদ্দুরের তীরে বসে কাঁদলে মাইরি ফাইন হবে।"

নিশি বলল, "তোরা কাঁদ; আমি শুনি।....পরে আমায় অনেক কাঁদতে হবে।"

"কেন?"

"মাল খেলেই আমার কান্না আসে, গুরু!···মালের এফেক্ট এক-একজনের ওপর এক-এক রকম। আমার হয় কি জানিস, ছোট সাইজের দু'টো খাবার পরই ঝট্ করে একটা বিবেক বেরিয়ে আসে। একেবারে অরিজিন্যাল বিবেক। উইংসের পাশে যেন দাঁড়িয়ে ছিল—ওয়েটিং - বুঝলি; স্টেজ ডার্ক হতেই ঝপ্ করে এসে যায়। আরে সাব্বাস, তখন কি ফোর্স বিবেকের।"

"অনেকক্ষণ চেপে রাখলে সব জিনিসেরই ফোর্স বেড়ে যায়, বুঝলি নিশি—"দুলাল বলল, "তারপর ছাড়লেই ফোর্স। আমারও হয়।"

নিশি কিছু বলার আগেই গজেনরা হোহো করে হাসতে লাগল।

ওদের হাসি থামলে লালি হালকা গলায় বলল, "আমার এক মামা আছে, মার জ্যাঠামশাইয়ের ছেলে, আমরা বড়মামা বলি। বউবাজারে চশমার দোকান। বুড়ো এক সময়ে টেররিস্ট ছিল, জেল ফেলে থেকেছে অনেকদিন। বড়মামা আমায় দেখলেই বলে, তোদের কিছু হবে না, তোরা অলস, অকর্মণ্য, একটা ক্যারেকটার তৈরী করতে পারলি না। তোদের কিছু করার মন নেই, চেষ্টা নেই। তোদের বিবেক বলে কিছু নেই।....বড়মামা মাইরি লেকচার শুরু করলে ছাড়তে চায় না। মা আবার লেকচারটা খুব রেলিশ করে। একদিন বুড়ো যেই লেকচার ওপেন করেছে সঙ্গে সঙ্গে বললুম, তুমি আমায় বিবেকের পজিসনটা বুঝিয়ে দাও, আমি একটা ডায়লগ সেরে ফেলি।....আমার কথা শুনে বুড়ো একেবারে খেপে লাল, মেরেই বসে আর কি!....আমি কেটে পড়লুম।" লালি যেন তার বড়মামার সেই ক্ষিপ্ত মুখটা মজার সঙ্গে দেখছে, এমন ভাবে হাসছিল। হাসতে হাসতেই বলল, "আগেকার দু'চারটে বুড়ো এখনও বেশ আছে মাইরি, ফানি। বেড়ে লাগে....।"

নিশি সমঝদারের মতন বলল, "বুড়োদের একটা আলাদা ওআর্লড্ আছে। আমার ঠাকুমা রোজ সকালে আমাদের রেশনের লাইনের মতন দাঁড় করিয়ে দিয়ে থুতনিতে হাত দিয়ে চুমু খায়। বুড়ির দাঁত নেই, চোখে দেখতে পায় কিনা জানি না। তবু চুমু খাওয়াটা চালিয়ে যাচ্ছে।" নিশি কথা বলতে বলতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তারপর উদাস গলায় বলল, "একটা আটাত্তর বছরের বুড়ি দোতলার ছোট একটা ঘরে বসে দিন রাত কাটিয়ে যাচ্ছে—ভাবতেই আমার কেমন লাগে। কী করে এরা বেঁচে থাকে কে জানে....!"

দুলাল অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছিল। বাড়ির কথাবার্তা তার ভাল লাগে না। দুলাল বলল, "তোর প্যানপেনে কথাবার্তা রাখ।....যা শুরু করলি, এবার বাবার ব্লাডপ্রেসার, মার হাঁপানির গল্প চালাবি। ....অন্য কথা বল।"

গজেন হঠাৎ অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর আলোর ফোকাস সরিয়ে নিয়ে নিবিয়ে দিল। "এই!"

গজেনের গলার স্বর এমন সতর্ক, বিস্ময়পূর্ণ যে বন্ধুরা তার দিকে তাকাল।

"কি রে?" দুলাল জিজ্ঞেস করল।

"একটা মেয়ে মাইরি!"

বন্ধুরা দাঁড়িয়ে পড়ে অন্ধকারে আশেপাশে তাকাল, যেদিকে গজেন টর্চ ফেলেছিল সেদিকেও। সামান্য দূরে একটা নৌকো পড়ে আছে বালির ওপর। বোধহয় নৌকোটা ভাঙাচোরা, বা আজ সমুদ্রে নামে নি। অন্ধকারে নৌকোটাকে খুবই অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল, যেন কোন সামুদ্রিক জীব সন্তর্পণে ডাঙায় উঠে আসার চেষ্টা করছে।

"কোথায় রে মেয়ে?" লালি জিজ্ঞেস করল।

"ওই নৌকোটার ওপর—।"

"নৌকার ওপর মেয়ে! এই অন্ধকারে! গচ্চা, তুই ভূত দেখছিস না তো?"

"না না," গজেন মাথা নেড়ে জোরে বলল, "আমি স্পষ্ট দেখেছি।"

"টর্চ মার।"

গজেন সামান্য ইতস্তত করে নৌকোর দিকে টর্চের আলো ফেলল। এমন ভাবে ফেলল যেন সরাসরি নৌকোর গায়ে না পড়ে। নৌকোর ওপর মেয়ে ধরনের কেউ বসে আছে; শাড়ি পরা বলেই মনে হচ্ছে। আলোটা নিবিয়ে দিল গজেন।

দুলাল বলল, "এ শালা কী কেস রে, একলা অন্ধকারে নৌকোয় বসে আছে ? ভয়-ক্ষয় নেই ?"

নিশি সন্দিগ্ধ হয়ে বলল, "একলা নেই, সঙ্গে কেউ আছে।"

"সঙ্গের মালটা কোথায় ?"

"আছে আশেপাশে ; নৌকোর মধ্যেই হয়ত শুয়ে আছে বেটা।"

"শালারা এখানে কী করছে ?" গজেন জিজ্ঞাসা করল।

"জিজ্ঞেস করে আয়—" লালি খিঁচিয়ে উঠল, গালাগাল দিল গজেনকে। "মেয়েছেলে নিয়ে কি করে রে শালা ?"

গজেন বলল, "তার জন্যে তো ঘর বাড়ি রয়েছে। হোয়াই হিয়ার—"

নিশি বলল, "ঘর বাড়ি ডাল-ভাত হয়ে গিয়েছে, একঘেয়ে ; এখানে একটু পোলাও টোলাও হচ্ছে।" বলে নিশি গজেনের গলা জড়িয়ে ধরল, "রোজ রোজ এক রকম কি ভাল লাগে রে গচ্চা, তুই বল।"

গজেন নিশির হাত সরিয়ে দিতে দিতে বলল, "লোকটা কই ?"

"তুই খুঁজে আয়—" দুলাল বলল।

"যদি কেউ না থাকে—!"

"আলবত থাকবে," নিশি বলল, "কোনো মেয়ের সাহস হবে না একলা অন্ধকারে সী-বীচে এসে এসময় বসে থাকবে। ওর সঙ্গে সিওর লোক আছে।"

"কেমন লোক ?" লালি মজা করে বলল, "হাজব্যাণ্ড ? না, আদার দ্যান হাজব্যাণ্ড ?"

দুলাল বলল, "দীঘায় অনেক টেম্পোরারি হাজব্যাণ্ড-ওআইফ, জামাইবাবু শালী, খুড়তুতো মাসতুতো আসে শুনেছি। ভাগলু পার্টি হতে পারে।"

রতন এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি, এবার বলল, "ওসব কিছু

না বোধ হয়। কোনো কেরানী ফেরানী বউ নিয়ে বেড়াতে এসেছে দীঘায়। নতুন বউ। সমুদ্রের হাওয়া খাওয়াচ্ছে।"

লালি বলল, "তোর কোন সেন্স হল না রতনা, কেরানীরা হাওয়া ফাওয়া বোঝে না, তাদের প্রাণে এত শখ নেই।" বলে লালি গজেনের দিকে হাত বাড়াল, "টর্চটা দে তো গচ্চা! একবার দেখি।"

"কী দেখবি?"

"দে না শালা—কেসটার খোঁজ নিয়ে আসি।"

"তুই যাবি!"

"কেন যাব না! সমুদ্র কারও বাপের জমিদারি? এই বীচ সকলের—তুমিও ঘুরতে পার আমিও ঘুরতে পারি। আমি একটু ঘুরে আসব···!"

গজেনের ইচ্ছে ছিল না টর্চটা দেয়, লালি হাত থেকে কেড়ে নিল।

টর্চ নিয়ে লালি প্রথমে কাছে পরে দূরে নৌকোর দিকে আলো ফেলতেই যুগল মূর্তি দেখতে পেল। তাদের মধ্যে কে যেন সরাসরি লালিদের দিকে আলো ফেলল এবার। দাঁড়িয়ে পড়ল লালি।

নিশিরা লালির কাছে এগিয়ে গেল। বলল, "দেখলি তো? বলেছিলাম সঙ্গে লোক আছে।"

দুলাল বলল, "এদিকে আসবে নাকি রে?"

লালি কিছু বলল না; দেখতে লাগল। গজেন আর রতন সামান্য পেছনে।

নৌকোর দিক থেকে আলো ফেলে দু'জনে এগিয়ে আসছিল। আকৃতি দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছিল, একজন পুরুষ-সঙ্গী নিয়ে মেয়েটি আসছে।

লালিরা অপেক্ষা করতে লাগল।

আধাআধি এসে ওরা আর লালিদের দিকে এল না, হঠাৎ বাঁ

দিকে ঘুরে গিয়ে সোজা এগুর্তে লাগল। তাঁর মানে সমুদ্রতীর ছেড়ে ফিরে চলল।

লালি বলল, "কেস মাইরি চলে যাচ্ছে।"

তুলাল বলল, "যাবে না তো কি করবে! তোমরা শালা ডিস্টার্ব করবে—আর ওরা বসে থাকবে!....তোমাদের জন্য কোথাও শান্তি নেই।"

লালি তুলালের পেছ'ন লাথি মারল, বলল, "তুমি শালা এতক্ষণ খুব শান্তি দিচ্ছিলে ওদের।"

. তুলাল হঠাৎ হাত তু'টো মুখের সামনে নিয়ে শেয়াল ডাকের মতন অদ্ভুত আওয়াজ বের করে চেঁচিয়ে উঠল।

নিশিও হাত তুলল মুখের ওপর। শেষে লালিও। বিচিত্র সেই শব্দ যেন সেই যুগল মূর্তিকে তাড়া করতে লাগল। ওরা একবার টর্চের আলো ফেলল লালিদের দিকে, তারপর আরও দ্রুত চলে যেতে লাগল। পালিয়ে যাচ্ছিল।

লালিরা হোহো করে হাসতে লাগল। আর শেয়াল ডাক ডাকছিল না।

হাসি থামল। বাতাসের ঝাপটা আরও বেড়েছে, প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছিল। বালিয়াড়ির দিক থেকে রাশিকৃত ধু । উড়ে আসছে। সমুদ্রের ঢেউ ফুলে যাচ্ছিল বোধ হয়, ফসফরাস চিকচিক করে উঠছিল জলে। আকাশ গাঢ় কালো। নক্ষত্রহীন। জেলে নৌকো কোন অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে।

নিশি বলল, "কাল বৃষ্টি হবেই। অলরেডি আমার বাদলা বাদলা লাগছে।"

তুলাল বলল, "আজ রাত থেকেই অবস্থাটা কি হয় দেখ না!"

গজেন একবার আকাশের দিকে তাকাল, তারপর হতাশ গলায় বলল, "বৃষ্টি হলে কাল আর সান্‌রাইজ দেখা যাবে না।"

লালি বলল, "দেখা-টেখা রাখ। কাল সারাদিন বাড়িতে শালা বন্ধ হয়ে বসে থাকতে হবে। কী গচ্চায় ফেললি তুই?"

রেগে গিয়ে গজেন বলল, "আমি কি শালা জ্যোতিষী যে আগে থেকেই বুঝতে পারব কাল কি হবে!"

রতন ঘিনঘিনে গলায় বলল, "এত দুর্গন্ধ কেন এদিকে?"

দুলাল বলল, "নাকে তুই রোমাল বেঁধে রাখ। তোকে নিয়েও এক জ্বালা হয়েছে।"

রতন বালির ওপর থুতু ফেলতে লাগল।

ওরা গাড়ি নামার বাঁধানো রাস্তাটার কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। লালি আলো ফেলে ফেলে ওঠার রাস্তা খুঁজছিল। গাড়ি নামার রাস্তাটা ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে রয়েছে। ডানদিক দিয়ে বালি ভেঙে ওঠাই নিরাপদ। ওপরে দোকান-পশার। আলো। যেন ছোটখাট একটা মেলা বসে আছে এখনও। মানুষ জন হাওয়া খাচ্ছে, বেড়াচ্ছে। একটা ছোট ট্রাক বালির ওপর দাঁড়িয়ে। আলো আসছিল ডান দিক থেকে।

লালি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল "হ্যাঁরে গচ্চা, অংশুর ব্যাপারটা কি? আসব বলে বেটা কেটে পড়ল কেন?"

"কাল আসবে, স্টেট বাসে বুকিং করেছে।"

"আজ আসতে কি হয়েছিল?"

"আজই আসত; কিন্তু তাদের পাড়ার এক দিদি আটকে দিল। অংশু ওদের সঙ্গে করে নিয়ে আসছে।"

"দিদি? এখানে?"

"এখানে নয়—তারা অন্য জায়গায় থাকবে।"

লালি বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল, স্বস্তির না হতাশার বোঝা গেল না। তারপর হেসে বলল, "অংশু বেটা খুব চালু। দেখ, দীঘায় না এসে অন্য কোথাও কেটে পড়ে কি না।"

দুলাল জিজ্ঞেস করল, "আমরা এখন কি করব?"

নিশি বলল, "ঘুরে বেড়াব। রাস্তায়।"

"তারপর?"

"তারপর হোটেলে খেয়ে ব্যাক্ টু গচ্চাস হাউস।"

দুলাল বলল, "গচ্চা, একটা পানের দোকান দেখ না। ক' বোতল সোডা নিয়ে যাব ফেরার সময়, জল দিয়ে খেতে ভাল লাগে না।"

রতন বলল, "আমি একটা পান খাব। শরীরটা বিশ্রী লাগছে। গা ঘিন-ঘিন করছে আমার।"

নিশি বলল, "তুই বেটা একদিন মরবি। অ্যাবনরম্যাল হয়ে যাচ্ছিস। বী কেয়ারফুল।"

"কি জানি, মরেই যাব হয়ত।" রতন বলল, বলে চুপ করে গেল।

দুই

বৃষ্টির মুখে ছুটতে ছুটতে ওরা বাড়ি পৌঁছে গেল। দু' চার ফোঁটা জল মুখে মাথায় গায়ে পড়লেও ভিজে যায় নি, ঝড়ো হাওয়ায় বালি উড়ছে অজস্র; চোখ মুখ চুল হাত পা কিচকিচ করছিল।

নিশি বলল, "নে, আজ রাত থেকেই লাগিয়ে দিল। টেরিফিক বৃষ্টি হবে।"

অবস্থাটা সেই রকমই। আকাশ এমন করে সেজেছে যে ভয়ঙ্কর কিছু একটা হবার তোড়জোড় চলছিল। ঘন কালো আকাশ, চারদিক জুড়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ঝড় উঠেছে প্রবল করে, সমুদ্রের গর্জন ক্রমশই বাড়ছে। হোটেলে খাবার সময় লালিরা শুনেছে কে যেন বলল, রেডিওতে বলেছে সাইক্লোন আসছে। রাত্রের মধ্যেই এসে পড়বে।

সাইক্লোন আসছে কিনা কে জানে! তবে দুর্যোগ শুরু হয়ে গেছে। হোটেল-টোটেল খুব তাড়াতাড়ি খালি হয়ে গেল আজ; বাস স্ট্যাণ্ড আর বাজারের দিকের লোকজন ফাঁকা হতে হতে একেবারে শূন্য হয়ে পড়েছিল। লালিরা যখন খাওয়া দাওয়া শেষ করে রাস্তায় নেমেছে তখন পানের দোকানও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, দু' একজন রিকশায় উঠছিল। রাস্তার আলো যাই যাই করছে। ওরা আর দাঁড়ায়নি, প্রায় ছুটতে শুরু করেছিল। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে বৃষ্টির ফোঁটা পেল।

গজেন ঘরের তালা খুলতে খুলতে বলল, "এ সময়ে এরকম একটা হয়, পুজোর পর ঝড় বৃষ্টি।"

লালি গজেনের পেছনে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারল। "হয় তো এলে কেন শালা?"

গজেন বিরক্ত হয়ে বলল, "কলকাতাতেও ঝড় বৃষ্টি হতে পারত।"

লালি বলল, "কলকাতা আমাদের বেড়াবার জায়গা নয়। তুমি চন্দর, এখানে বেড়াতে এসেছ, সমুদ্দুর দেখতে এসেছ...."

গজেন ঘর খুলে বাতিটা জ্বালিয়ে দিল। তার হাতে টর্চ ছিল, সুইচবোর্ড খুঁজতে অসুবিধে হল না।

বাড়িটা গজেন ভালই যোগাড় করেছে। কোনো শৌখিন ভদ্রলোকের বাড়ি, টিলার মতন উঁচু জায়গায় ছোটখাট বাংলো ধরনের বাড়ি। বাহুল্য না থাকলেও ব্যবস্থা সব রকমেরই, মায় আসবাবপত্র পর্যন্ত আছে মোটামুটি। মালি গোছের একটা লোক থাকে বারোমাস ঘরদোর দেখাশোনার জন্যে। গজেনরা পাশাপাশি দুটো ঘর নিয়ে নিয়েছে, সমুদ্রের দিকে মুখ ঘর দু'টোর।

দুলাল গায়ের জামাটা খুলতে খুলতে বলল, "বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে রে!"

বাইরে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছিল। জোর ঝাপটা এসেছে। জানলা

বন্ধ, বৃষ্টি দেখা যাচ্ছিল না; কাচের আড়াল দিয়ে বিদ্যুতের ঝলকানি চোখে পড়ছিল।

রতন বিছানার একপাশে বসে পড়ে তখনও দম নিচ্ছে। ছোটাছুটি সে পারে না; তার একবার প্লুরেসি হয়েছিল, তখন থেকেই বুকের জোর যেন কমে গেছে। অন্তত রতন তাই মনে করে। আজ সারাদিন ধকলের পর অত হাঁটাহাঁটি, তারপর এই দৌড়—রতন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

লালিও জামা-প্যাণ্ট পালটাতে লাগল। লালির গায়ের রঙ খুব ফরসা, শক্ত সমর্থ চেহারা, মাথায় মাঝারি—না লম্বা না বেঁটে। চৌকোনো মুখ লালির। ঝকঝকে চোখ। চুল এক মাথা, লম্বা জুলফি।

নিশি বলল, "গচ্চা, তোর পাজামাটা বরবাদ হয়ে গেছে।"

গজেন আগেই তার পাজামার অবস্থা দেখেছে। পায়ের দিকটা বালিতে লাল, কোথায় খোঁচা খেয়ে ছিঁড়েও গেছে খানিকটা। নতুন পাজামা, গজেনের বেশ আফশোসই হচ্ছিল।

নিশি তার 'হরে কৃষ্ণ' ছাপঅলা জামাটা খুলে ফেলল। পরদার মোটা কাপড়ের সরু টাইট প্যাণ্ট, গোটা পাঁচ-সাত পকেট। পায়ে ক্যানভাস বুট।

দুলাল বাথরুমে চলে গেল।

লালি জামা-প্যাণ্ট ছেড়ে একটা জাঙ্গিয়া পরে দাঁড়িয়ে থাকল। দুলাল ফিরে এলে বাথরুমে যাবে।

রতন বলল, "নিশি, আমায় একটু জল খাওয়াবি? দম বেরিয়ে যাচ্ছে।"

নিশি এদিক ওদিক তাকাল। জল কোথাও নেই। গজেনের দিকে তাকিয়ে নিশি বলল, "গচ্চা, জল!" এমন ভাবে বলল নিশি যেন গজেনকে হুকুম করল।

গজেন বলল, "বাইরে যা—; বাইরে কল রয়েছে।"

"তুই যা ; কলফল আমি জানি না।"

খেপে গিয়ে গজেন বলল, "আমি যাব না। তুমি শালা কোন লাট ?"

নিশির চেহারা ছিপছিপে, লম্বা গোছের মুখ, লম্বা নাক, চোখ হু'টো টানা টানা। নিশির মুখের মধ্যে মেয়েলী ভাব আছে সামান্য। আধ-ফরসা রঙ গায়ের। নিশি তার কিট্‌স ব্যাগ খুলে ছাপানো শাড়ির টুকরোর মতন একটা লুঙ্গি বের করল। বলল, "তুমি গুরু দীঘা ট্যুরের ম্যানেজার। জলফল তোমার রেসপনসিবিলিটি, আমার নয়।"

লালি টেবিলের উপর পড়ে থাকা তার ট্রানজিস্টারটা চালিয়ে দিল।

গজেন গায়ের পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলল। গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি। সামান্য জল লেগেছে। দেয়ালের ব্রাকেট আলনায় পাঞ্জাবি ঝুলিয়ে দিতে দিতে গজেন বলল, "সবই আমার রেসপনসিবিলিটি! আমার বাপের শ্রাদ্ধ নাকি শালা।"

নিশি উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে লুঙ্গি জড়াচ্ছিল, বলল, "রতনা— ফ্লাস্কে জল আছে খানিকটা ; খেয়ে নে। বাপের শ্রাদ্ধতে লোকে কোল্ড ড্রিংকস্ খাওয়ায়। তুই জল খা।"

রতন উঠল। ঘরের একপাশে তাদের মালপত্রের সঙ্গে জলের ফ্লাস্ক পড়ে আছে। ফ্লাস্ক নেবার জন্যে হু'পা এগিয়েই রতন হঠাৎ বলল, "ও জল আমি খাব না।"

নিশি লুঙ্গি পরছিল, তাকাল। "কেন ?"

"খড়্গপুর স্টেশনে তুই জল ভরে ছিলি।"

নিশি রতনকে দেখল, তারপর হতাশ হয়ে বলল, "তুই শালা একদিন পাগলা হয়ে যাবি।"

গজেন পাজামাটাও খুলে ফেলল। থলথলে শরীর গজেনের, গেঞ্জির তলায় ভুঁড়িও নজরে পড়ে। সাদামাটা চেহারা। চোখে মুখে

কেমন একটা মায়া-মমতার ভাব মেশানো। গজেন বলল, "দাঁড়া, আমি জল আনছি।"

লালি রেডিয়োর স্টেশন পালটে দিল। পছন্দ হল না, আবার পালটালো। বার কয়েক এখান ওখান করার পর হঠাৎ একটা পছন্দ মতন বাজনা পেয়ে গেল। সামান্য জোর করে দিল রেডিয়োটা।

গজেন টর্চ হাতে করে জল আনতে বাইরে চলে গেল।

লালি বলল, "নিশি, তুই গচ্চাকে ফর নাথিং খেপিয়ে দিচ্ছিস। বী কেয়ারফুল।"

"কেন ?"

"গচ্চার কাছে আমাদের স্টক রয়েছে।"

নিশি লুঙ্গিটা কোমরে জড়িয়ে নিল। "গচ্চা খেপে না। গচ্চার হার্টখানা দেখেছিস····" বলে নিশি ত্'হাত ত্'পাশে ছড়িয়ে গজেনের হৃদয়ের বিশালতা দেখাল।

রতন পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে বলল, "তোরা এত দেরী করলি! আরও আগে ফিরে আসা যেত।"

লালি কখন যেন কোমর দোলাতে শুরু করেছিল আস্তে আস্তে। রেডিয়োর বাজনার সঙ্গে তার কোমর দোলানো কতটুকু মিলছে তার দিকে কোনো খেয়াল না রেখেই লালি কোমর দোলাতে দোলাতে হাত উঠিয়ে তুড়ি বাজাল।

গজেন ততক্ষণে ফিরে এসেছে।

"নিশি, আয় আমরা একটু নাচি," বলে লালি হাত বাড়িয়ে দিল। জল খেল রতন। লালি গা ত্বলিয়ে কোমর ত্বলিয়ে ডান হাত তুলে তুড়ি মেরে নাচতে শুরু করেছে, নিশি তার লুঙ্গির কোমরের কাছে হাত দিয়ে খানিকটা কাপড় তুলে বিচিত্র ভাবে নাচছিল।

লালি বলল, "আরে শা-ল্-লা! তুই রিয়েল স্প্যানিশ নাচছিস।"

নিশি বলল, "দিস ইজ ক্যারেবিয়ান।"

লালি বলল, "আমারটা হনলুলু। আয় শালা তোর কোমর ধরি···।"

রতন হাসতে লাগল। গজেন বলল, "লালি বেশী নাচানাচি করিস না ; জলাতঙ্ক হয়ে যাবে।"

নাচতে নাচতে লালি বলল, "জলাতঙ্ক কী ?"

"জল জমে যাবার আতঙ্ক। দাশুদার টাইপ হয়ে যাবি।"

লালি তাড়াতাড়ি বাঁ হাতটা পেটের তলায় নামাল।

চারজনেই হাসতে লাগল হোহো করে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরে এল দুলাল। লালি বলল, "দাঁড়া আমি ঘুরে আসি।"

রতন জামা-টামা পালটে নিচ্ছিল। গজেন চেক কাটা লুঙ্গি পরেছে। পরে হুইস্কির বোতল, গ্লাস বের করে সাজিয়ে রাখছিল। ফ্লাস্কে জল।

দুলাল বার কয়েক হাঁচল। নাক টানল। বলল, "বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে ভাই। বাইরে দারুণ বৃষ্টি হচ্ছে।"

নিশি বলল, "জানলার কাঠের খড়খড়িটা বন্ধ করা যায় না ? আরও একটু আরাম পাওয়া যেত।" বলে নিশি জানলার কাছে গেল। এত বিদ্যুৎ চমক তার ভাল লাগছিল না।

রতন বলল, "হ্যাঁরে, এখন যারা সমুদ্রে আছে সেই জেলেরা কি করবে ?"

"ফিরে আসবে," দুলাল বলল, "না হয় মরবে।"

গজেন বলল, "ওরা ভীষণ টাফ্, কলকাতার ভদ্দরলোক নয়। জন্ম থেকেই এই করছে। সমুদ্র ওদের জীবন। ফিরবে না সহজে।"

নিশি বলল, "না ফিরলে মরবে। সাইক্লোনের সময় কেউ সমুদ্রে থাকে না।"

রতন জানলার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল। যেন জানলার কাচের ভেতর দিয়ে সে সমুদ্রে ভাসা জেলে নৌকোর বাতিগুলো দেখার চেষ্টা করল, ওরা ফিরছে নাকি ফিরছে না। এ বাড়ি থেকে সমুদ্র দেখা যায় হয়ত, কিন্তু ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। রতন হঠাৎ বলল, "মানুষ কত রকম ভাবে বেঁচে থাকে! ভাবাই যায় না।"

নিশি বলল, বেঁচে থাকে না রে, বেঁচে আছে তাই থেকে যায়।"

দুলাল হুইস্কির বোতল খুলতে লাগল। "তাড়াতাড়ি নে। আমি ওয়েট্ করতে পারব না।"

জোড়া বিছানায় শুয়ে বসে গা ছড়িয়ে লালিদের মদ্যপান চলছিল। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর ভারী হয়ে উঠেছে। একটা তাসের প্যাকেট একপাশে পড়েছিল। সামান্যক্ষণ খেলার পর কারও আর গরজ ছিল না।

নিশির নেশা হয়ে এসেছে। রতন লালির ঘাড়ে মাথা রেখে চোখ বুজে ঝিমোতে শুরু করেছিল।

লালি দুলালের দিকে কাচের গ্লাসটা বাড়িয়ে দিল। "দুলি. তুই একেবারে গোয়ালার কারবার শুরু করেছিস। এন্তার জল ঢালছিস। ফ্লাস্কটা আমায় দে।"

দুলাল মাপ করে হুইস্কি ঢালছিল। তার হাতের মাপ ভাল। ঠোঁটের একপাশে সিগারেটের টুকরো, ধোঁয়া উঠে চোখে লাগছে, চোখ কুঁচকে সামান্য নেশার ঝোঁকে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে দুলাল বলল, "ভাল জিনিস খাচ্ছিস বেটা, খাঁটি জিনিস ; কম করে খা।"

লালি গজেনের দিকে তাকাল। গজেন অনেকটা পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসে আছে ; চোখ লালচে হয়ে আসছিল। পাতলা ধরনের

চুরুট তার মুখে। গজেন দুলালের দিকে হাত বাড়াল, "আমায় আর বেশী দিস না।"

লালি বলল, "গচ্চা, তোর সেলস্ ট্যাক্সে খাঁটি জিনিস আর কি কি আছে রে?"

"কি তোর চাই বল্?"

"কি আছে না জানলে কেমন করে বলব—"

গজেন সেলস্ ট্যাক্সে চাকরি করে। কোনো মক্কেলকে ধরে দু' বোতল বিলিতী হুইস্কি বাগিয়েছে। জাহাজী মাল। বাজারে বিস্তর দাম পড়ে যেত। গজেন একেবারে খালি হাতে নেয় নি, কিছু দিয়েছে।

নিশি গজেনের পিঠে পিঠ হেলান দিয়ে বসেছিল। নেশা ধরে গেলেই তার নাক চোখে জল চলে আসে। সর্দি সর্দি গলা করে নিশি বলল, "খাঁটি কিছু পাওয়া যায় না।"

রতন লালির কাঁধের পাশে থুতনি রেখে ঝিমোতে ঝিমোতে বলল, "দারুণ বৃষ্টি হচ্ছে।"

হঠাৎ সকলেই কেমন চুপচাপ। লালি ফ্লাস্ক থেকে জল ঢেলে নিয়েছে নিজের গ্লাসে। দুলাল সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে আবার খেতে শুরু করেছে। দুলালের চেহারাটা তামাটে, কাটা কাটা চোখ মুখ, মাথায় সামান্য খাটো ছোট ছোট কোঁকড়ানো চুল। তার ডান হাতে বাহুর কাছে রুপোর চেন, একটা তাবিজ বাঁধা আছে চেনে।

লালি, গজেন, দুলাল আস্তে আস্তে খেতে লাগল। বাইরে সত্যি সত্যিই যেন সাইক্লোন চলছে। ঘরের মধ্যেও আচমকা বাতাস ঢুকে পড়ছিল কোনো ফাঁক ফোকর দিয়ে। কবেকার পুরোনো একটা ক্যালেণ্ডার দেওয়ালের গায়ে ঘষা খেয়ে খস খস শব্দ করছিল।

নিশি হঠাৎ যেন সাঁতার কাটার ভঙ্গি করে বিছানার ওপর হাত

পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। বলল, "কই, আমারটা কই?" বলে সে দুলালের দিকে হাত বাড়াল।

দুলাল বলল, "তুই আর খাস না।"

"কেন?"

"আউট হয়ে যাবি।"

"হু ওয়ান্টস টু বি ইন্‌....? খচড়ামি করিস না।"

দুলাল লালির দিকে তাকাল, লালি চোখের ইশারা করল। দুলাল বলল, "গ্লাসটা দে।"

নিশি বিছানার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়েই বলল, "নিয়ে নে।"

রতনও আর একটু চাইল।

গজেন বলল, "এখন একবার সমুদ্র দেখতে ইচ্ছে করছে। টৌরিফিক দেখাবে। ঝাউবনের শব্দ শুনছিস?"

লালি চোখ টিপে বলল, "দুলি, গচ্চার সমুদ্র দেখতে ইচ্ছে করছে....।"

দুলাল বলল, "কাল যদি ঝড়-ফড় থেমে যায় বেটাকে আমি সমুদ্রে চোবাব।"

গজেন বলল, "আমায় চোবাতে হবে না শালা, আমি বর্ষার গঙ্গায় সাঁতার কেটেছি। তুই নিজেকে সামলা।"

দুলাল গা দুলিয়ে বলল, "সাঁতার কে-টে-ছি! শালা হেদুয়ার জলে পা ছুঁড়ে রোয়াবি মারছিস!"

নিশি আবার উঠে পড়েছে। গ্লাসে চুমুক দিল। বলল, "অ্যাই—সাঁতারের কথা বলবি না। আমার কাছে সাঁতারের কথা বলবি না! আমি তোদের মধ্যে বেস্ট সুইমার।"

রতন বলল, "আমি সাঁতার জানি না।"

লালি হেসে বলল, "নিশি তুই ব্যাক্-স্ট্রোক চ্যাম্পিয়ান।"

দুলাল হেসে উঠল জোরে। গজেনও হাসল।

নিশি গ্লাস নামিয়ে হাত জোড় করে লালিকে বলল, "গুরু, তুমি

আমায় অপমান করো না।····সেদিনও তুমি আমায় দেখেছ! আমি ব্যাক্ প্লে করি না। আই অলওয়েজ প্লে এ ভেরী স্ট্রেট গেম ···”

লালি বলল, “কোন খেলা রে, প্রতিমা····?”

“ঠিক ধরেছ, প্রতিমা।····বাংলার প্রতিমা। বাংলাদেশের নয়, বঙ্গভাষার। সেকেণ্ড ক্লাস পেয়ে তমলুকের দিকে চলে গেছে। বেচারী স্কুলে পড়াচ্ছে।” নিশি গ্লাস তুলে নিল।

দুলাল বলল, “মেয়েটাকে তুই খুব ঝোলালি।”

নিশি বলল, “রিয়াল লাভ্ মানেই ঝোলা। না ঝুলে কোনো —কোনো খাঁটি ভালবাসা হয় না।” নিশি সিগারেটের জন্যে লালির দিকে হাত বাড়াল। “এসব গভীর কথা তুই বুঝবি না।”

লালি সিগারেট দিল। নিশি সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে বলল, “আমার একটা কিছু হয়ে গেলেই বিয়ে করে ফেলব।”

গজেন বলল, “তোর কিছু হবে না।”

“কেন?”

“হবার হলে হয়ে যেত।”

নিশি গজেনের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, “আমি কি শালা আইবুড়ো মেয়ে যে আমার বয়েস পেরিয়ে যাচ্ছে। আলবাত হবে।”

রতন বলল, “আমারও একটা কিছু হওয়া দরকার। আর পারা যাচ্ছে না।”

দুলাল বলল, “তোকে বললাম অনিলবাবুদের ফার্মে চাকরিটা নিয়ে নে।”

“ওই চাকরির কি মানে—?”

“কোনো চাকরিরই মানে হয় না—” গজেন বলল, “সব সমান।”

“কেন, তোর চাকরিটা ভাল—” নিশি বলল, “ইনকাম্ আছে।”

“একবার আয় না—দেখ কত আছে।”

ঘরের বাতিটা হঠাৎ দপ্ দপ্ করতে লাগল। পাঁচজনেই

আলোর দিকে তাকাল। একেবারে নিষ্প্রভ ঘোলাটে হয়ে এল আলোটা ; আবার আস্তে আস্তে বাড়ল। তেমন স্বাভাবিক আর হচ্ছিল না।

লালি বলল, "যাঃ শালা! বাতি নিবে যাবে নাকি ?"

দুলাল আলো দেখছিল। বলল, "যেতে পারে। অবস্থা খারাপ।"

গজেন বলল, "যে-রকম ঝড়বৃষ্টি, তার-ফার ছিঁড়ে গেলেই হল।"

"অন্ধকারে থাকতে হবে ?" নিশি বলল। "মরে যাব শালা।"

বাতিটা আর জোর হচ্ছিল না।

লালি বলল, "গচ্চা, মোমবাতি-টাতি আছে ?"

"না।"

"কিনে আনলে পারতিস। টর্চ ক'টা আছে রে ?"

"দু'টো।"

"আমার কাছে এক সেলের একটা আছে—" রতন বলল।

বাতিটা আবার কমে আসতে লাগল। কমতে কমতে এমন হল যে—বাল্বের মধ্যে ফিলামেণ্ট শুধু জ্বলছিল। অতি মৃদু আলো।

লালি জড়ানো চোখে বাল্বের দিকে তাকিয়ে থাকল। "বাঃ, ফার্স্ট ক্লাস দেখাচ্ছে তো রে! বিউটি!"

রতন বলল, "কী ?"

"ব্যাতিটার দিকে দেখ। ফিলামেণ্টগুলো ফাইন্ জ্বলছে।"

রতন আলো দেখবার জন্যে আবার তাকাল।

ততক্ষণে আলো আবার বেড়ে উঠতে শুরু করেছিল, আস্তে আস্তে বেড়ে হঠাৎ ভীষণ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

নিশি বলল, "কি ব্যাপার রে। আলোর খেলা চলছে ? এটা শালা স্টেজ ?"

গজেন বলল, "তোরা তিনজন এ ঘরে শুবি। আমি আর রতন ও ঘরে। এ ঘরের বিছানাটা বড়।"

দুলাল হুইস্কির বোতলটা তুলে নিয়ে দেখছিল। অর্ধেকেরও তলায় নেমে গেছে। গলার কাছে বাতাস আটকে যাচ্ছিল দুলালের, হাত আর শক্ত নেই। "লালি ? আর এক রাউণ্ড ?"

"দে।"

রতন জড়ানো গলায় বলল, "বাতি নিবে যাবে। এত জোর জ্বলছে...."

নিশি আচমকা গজেনের উরুর ওপর চাপড় মারল। "এই শালা, আমি কী বলছি শুনতে পাচ্ছিস না ? ইজ্ দিস্ এ স্টেজ ? আলোক সম্পাত হচ্ছে ?"

গজেন নিশিকে বাঁ-হাতে ঠেলে দিল। "হ্যাঁ স্টেজ।....শালা, মাতলামি শুরু করেছে।"

দুলাল আর ঠিক মতন মাপ করতে পারছিল না, কম বেশী হয়ে যাচ্ছিল। লালি জল মিশিয়ে দিল।

নিশি গজেনের গায়ের ওপর টলে পড়ে বলল, "গচ্চা, স্টেজে আমরা কে কে আছি—?" নিশির জিব জড়িয়ে মোটা হয়ে গেছে, গলা ভারী শোনাচ্ছিল।

গজেন বিকৃত মুখে শেষ চুমুকটা দিয়ে নিল। "তুই একলা আছিস।"

দুলাল হাসল, বলল, "উইংসের পাশে তোর বিবেক।"

"আমি একলা !....অ্যালোন !...তোরা কোথায় !"

ঘরের আলো বার কয়েক দপ দপ করে এবার একেবারে নিবে গেল। গাঢ় অন্ধকার যেন লাফ মেরে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। লালিরা চুপ। কেউ কোনো কথা বলল না। সকলেই যেন নিঃশব্দে আলোর আশায় অপেক্ষা করতে লাগল।

দুলালই কথা বলল প্রথমে। "যাঃ শালা, হয়ে গেল !"

"আর জ্বলবে না ?"

"নো চান্স।....যা ঝড় বৃষ্টি !"

নিশি হা হা করে হাসল। "লালি, আমার ফাস্ট ক্লাস লাগছে। অন্ধকারটা একেবারে সলিড্।....তোদের আমি দেখতে পাচ্ছি না, মাইরি।....স্টেজ একেবারে ডার্ক। আয় আমরা ডার্ক ড্রামা করি।"

রতন ঘুম জড়ানো নেশার গলায় বলল, "ডার্ক ড্রামাটা কিরে। কোথাকার? ফরাসী।"

"জার্মানী," লালি টিপ্পনী কাটল, "অ্যাবসার্ড ড্রামার বাচ্চা!"

"ফরাসী জার্মানীতে কি আসে যায়!" নিশি বলল, "ড্রামা ইজ্ ড্রামা! আমেরিকান হতে পারে, সুইডিশ হতে পারে...."

"তুই জানিস না—এই তো?" গজেন মোটা গলায় বলল।

"আমি জানি না?" নিশি হেঁচকি তোলার মতন শব্দ করল; "শালা, তুই সেলস্ ট্যাক্সে চাকরি করে ড্রামা জানবি আর আমি ড্রামা নিয়ে রবীন্দ্র ভারতীতে পড়লাম—আমি জানব না! ড্রামা আমার সাবজেক্ট রে শালা!....আমার থিয়োরি হল, লাইটেড্ স্টেজের কোনো রিয়ালিটি নেই, সে তুমি যতই প্যাঁচ পয়জার কর, এভরি লাইটেড্ স্টেজ ইজ ইলিউসান—অ্যাণ্ড সো ইট ইজ আর্টিফিসিয়াল....," বলতে বলতে নিশি ডুগি তবলা বাজাবার মতন মুখে শব্দ করল, "কী রকম ইংলিশ দিচ্ছি আজ, আয় মা সরস্বতী জিবে এসে বোস, রেখো মা দাসেরে মনে...."

দুলাল ধরা গলায় বলল, "তুই থাম নিশি। ভাল লাগছে না।"

গজেন বলল, "বেটার পেটে দু ফোঁটা পড়লেই মাতলামি!"

লালি বলল, "ফোঁটা বলিস না, নিশি আজ ফর্মে আছে, সাড়ে তিন মেরে দিয়েছে...."

নিশি কোনো কথা বলল না। হঠাৎ কেমন চুপচাপ সব। অন্ধকারে লালি একটা সিগারেট ধরাল; দেশলাইয়ের আলোয় তার মুখ থমথমে দেখাল; দুলাল একপাশে হেলে বসে আছে।

রতন হঠাৎ বলল, "নিশি, আমায় পার্ট দিবি? না ঘুমোবো?"

নিশি আচমকা অন্ধকারে দু হাতে তালি বাজিয়ে মোটা গলায়

করে বলল, "বী রেডি ; আমি ড্রামা স্টার্ট করে দিচ্ছি। রতন তুই প্রথমে ঢুকবি... ঘাবড়াস না, ফ্রি অ্যাক্টিং করবি।....কার্টেন তুলছি তা হলে, রেডি ওয়ান টু থ্রি...." বলে নিশি পরদা তোলার বিচিত্র শব্দ করল মুখে।

রতন প্রথমটায় চুপ। তার পর ফিসফিস করে ভাঙা গলায় বলল, "নিশি, আমি এসেছি।"

নিশি আরও নীচু গলায় বলল, "এসেছি কি শালা, পার্ট বল তোর....।"

"আমার পার্ট কী?"

"লাথি মারব বাঞ্চোতকে, পার্ট জানিস না নিজের?"

গজেন গলা নামিয়ে বলল, "প্ল্যানচেটে ভূত নেমেছে রে!"

রতন বলল, "নিশি, তুই আমায় প্রম্প্ট কর....।"

নিশি প্রম্পটারের গলা করে বলল, "নে ধর....বল....বলে যা। ....এই যে আমি রতন। রতন সান্যাল। সতেরোর বি দাশরথি মিত্তির লেনে থাকি। কলকাতা বাহান্ন, না বাহান্ন নয়, তিপ্পান্ন.... যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন....।"

রতন অন্ধকারে কোনোরকমে মাথা তুলে লালিকে আঁকড়ে ধরে জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগল, "যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন... যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন....।"

নিশি বিরক্ত হয়ে বলল, "কি করিস! তোর পার্ট বল....!"

"বলছি।....আমি মশাই রতন সান্যাল। এজেড টুয়েনটি ফোর। পঁচিশও হব হয়ত। বাবা নেই, মা নেই; বয়সটা হিসেব করা মুশকিল। বয়স কোনো ফ্যাকটার নয়। ইট ইজ এ মেজার অফ সাফারিং।....মামার বাড়িতে থাকি। মামার বাড়িতেই মানুষ। আমার বড় মামা কর্পোরেশানের অ্যাসেসারের কাজ করে; ছোট মামার বিজনেস—, কলের মুখ তৈরী হয় কারখানায়। কলের মুখ তৈরী করতে করতে ছোটমামার মুখটাও কলের মতন হয়ে গেছে।

লম্বা, সরু····সরু, লম্বা····আমার এক মাসি এল্. আই. সি-র এজেন্ট····”

দুলাল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল “এই শালা থাম। কী মাতলামি হচ্ছে !”

নিশি ধমকের গলায় বলল, “দুলি ; ডোণ্ট ডিস্টার্ব। ওপেনিং সিনে ডিস্টার্বেন্স হলে নাটক মার খেয়ে যাবে।”

“থামা তোর নাটক। যত শালা মাতাল !”

“নিশি, বড় অ্যাক্টররা মাতাল হয়। মাতাল না হলে পারা যায় না—” বলে নিশি তার লম্বা লম্বা হাত অন্ধকারে কাঁপাতে লাগল।

দুলাল বলল, “আর একটাও কথা বলবি না। বললে মেরে ফেলব। এই চেচামেচি আমার ভাল লাগছে না। এই অন্ধকার আমার ভাল লাগছে না।”

গজেন বলল, “সমুদ্রটা মাইরি হঠাৎ যদি ছুটে আসে····”

“সমুদ্রের হাত পা নেই····”

“তা হলেও আসতে পারে। এদিকে একবার সমুদ্র ঢুকে পড়েছিল। আমি শুনেছি। কাঁথিটাথি ডুবে গিয়েছিল····”

নিশি বলল, “সমুদ্র ঢুকে পড়ার আগে নাটকটা শেষ হতে দে।”

“রতন····রতন··· স্টার্ট কর। তোর মাসি দিয়ে শুরু কর····”

রতন ঝিমোনো গলায় বলল, “আমার মাসি ক্লায়েণ্ট ধরে আর গান গায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত····। গানের একটা স্কুল খুলেছে বনডেল রোডে। মেসোর ফুড ডিপার্টমেণ্ট। বনডেল রোডে থাকে।········আমি মশাই এম. এ পড়তে ঢোকার পর বড়মামা আমায় দুম করে কর্পোরেশানে ঢুকিয়ে দিল। কর্পোরেশান ইজ্ বেটার দ্যান ইউনিভারসিটি—মামা বলেছিল। কর্পোরেশান মানে চেয়ার, চেয়ার টেবিল। দেখতে দেখতে ফেড্ আপ। প্লুরিসি হয়ে গেল। তার আগে হয়েছিল টাইফয়েড। একজন আমার পেছনে লাগল,

শালাকে একদিন রাস্তায় ধরে জুতো পেটা করলাম....। চাকরি চলে গেল। ছেড়ে দিলাম....। এখন মন্মথনাথ স্কুলে টেমপোরারি কাজ করছি। একশো টাকা পাই।"

দুলাল খেপে গিয়ে বলল, "নিশি, এই ডালভাত শাক চচ্চড়ি আমার ভাল লাগে না। বন্ধ কর।"

নিশি বলল, "আমি বন্ধ করার কে? ভগবান? ডার্ক ড্রামা বন্ধ হয় না—ওটা দু ঘণ্টার রেডিমেড্ শো নয়। ডার্ক ড্রামা চলে—ইট নেভার স্টপ্স্...."

"তোর ড্রামার ইয়ে করি শালা।....তুই চলে যা....ও ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়।"

গজেন বলল, "টর্চটা কই?"

নিশি বলল, "গচ্চা, আলো জ্বালাবি না। বার বার বাগড়া দিস না। স্টেজের কতকগুলো নিয়ম আছে...."

লালি বলল, "নিশি, তোর ড্রামায় মেয়ে কই?"

"না, মেয়ে নেই।"

"মেয়ে না থাকলে আমি নেই।"

"তুই মেয়েদের রেসপেক্ট রাখতে পারিস না। হোয়াই ডু ইউ আস্ক ফর মেয়ে?"

"মেয়েদের আমি রেসপেক্ট রাখতে পারি না, শালা? কী বলছিস?"

"তুমি আমার প্রতিমাকে ইনসাল্ট করেছিলে।"

"না, নেভার। প্রমিস।... আমি প্রতিমাকে ইনসাল্ট করব কেন? তোর ইয়ে-কে আমি অপমান করব!"

"তুমি করেছ। প্রতিমা আমায় বলেছে।....একদিন তুমি আমি প্রতিমা—গ্লোবে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। এভরিবডিজ্ লাভ্। ডু ইউ রিমেমবার? ডু ইউ রিমেমবার অ্যান্ ইন্ মিরাণ্ডা? মনে কি পড়ে লালিবাবু। আমি ইণ্টারভেলে বাইরে এসে ফিরতে দেরী

করেছিলুম। আর তুমি অন্ধকারে প্রতিমার বুকে কনুই মেরেছিলে....”

লালি হো হো করে হেসে উঠল। নেশার গলায় হাসিটা ভাঙা ভাঙা মোটা শোনাল। একটা হাত লালি মাথার ওপর তুলে ধরল, যেন সে অন্যদের চুপ করতে বলছে। অন্ধকারে অবশ্য কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। লালি বলল, “নিশি, তোর নাটকে আমি ইন্ করছি। অ্যাই, কেউ কোন কথা বলবে না। নো প্রম্পটিং....” বলে লালি একটু চুপ করে থাকল, সত্যি সত্যি মঞ্চে প্রবেশ করার মতন বিরতি দিল। তারপর জড়ানো বসা বসা গলায় বলল, “ধর্মাবতার, আমার বন্ধু নিশি বলছে আমি একদিন গ্লোব সিনেমায় তার অ্যাবসেন্সে—মানে অনুপস্থিতিতে—তার লাভার প্রতিমার বুকে অন্ধকারে কনুই মেরেছি।....ব্যাপারটা কিন্তু এ-রকম নয়। ধর্মাবতার, আপনি জানেন আমি একজন রেসপেক্টেব্ল্ ফ্যামিলির ছেলে। আমাদের ফ্যামিলিতে বাঘা বাঘা লোক আছে—বিগ বিগ পজিসন হোল্ড্ করছে। আমার বাবা প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট। কাকা ডেপুটি ডিরেকটার। বড়দা আমেরিকায় ফিজিওলজি নিয়ে রিসার্চ করছে। আমার আদুরে নাম লালি হলেও আসল নাম ললিত্যপ্রসাদ রায়। নিশি একটা ছোটলোক, লো মিডল ক্লাস সেন্টিমেন্ট নিয়ে বেঁচে আছে। ধর্মাবতার, আমি কোনো মেয়ে-টেয়ের পরোয়া করি না। চার গণ্ডা মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব-সাব আছে। টুসিকে আমি কফি হাউসে গাল টিপে দিয়েছিলুম, ধীরাজের বোন অনিতাকে আমি তার জন্মদিনে জর্জ সাঁদের একটা বই প্রেজেন্ট করেছিলাম। মুনিয়া—মানে আমার ক্লোজেস্ট গার্ল—আমার সঙ্গে দিন দুপুর রাত্রে ঘুরে বেড়িয়েছে, আমি কোনোদিন তার কোথাও কনুই মারি নি। সিগারেট ফুরিয়ে গেলে মুনিয়ার গালে দু চারটে ফ্রেণ্ডলি চুমু খেয়েছি, স্যার। নাথিং মোর। নিশি তার প্রতিমাকে যতই বিশ্বাস করুক, সেদিনের কেসটা একেবারে আলাদা ছিল। প্রতিমা আমার পাশে বসেও

ফার্স্ট হাফে আমায় ইগ্নোর করছিল। মানে প্রতিমাকে মাঝখানে রেখে আমি আর নিশি দুপাশে বসেছিলুম দুজনে। প্রতিমা আর নিশি ইন্টারভেল পর্যন্ত সারাক্ষণ হাতে হাত ধরে বসেছিল, কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করছিল। আমি কিছু বলি নি। ইন্টারভেলে নিশি বাইরে চলে যাবার পর প্রতিমা আমার দিকে হেলে বসল। তার ভাবটা এমন—নিশিকে ফার্স্ট হাফ দিয়েছে সেকেণ্ড হাফটা আমায় দেবে। কাঁধ দিয়ে আমায় ঠেলাঠেলি করে আলতু-ফালতু কথা বলছিল, তার চটি দিয়ে আমার পায়ের আঙুল মাড়িয়ে দিল। আমি তাকে একটা পুশ করে সরিয়ে দিয়েছিলাম। সেটা তার পাঁজরায় লাগবার কথা, বুকে নয়। তবে কেউ যদি বুক পেতে পাঁজরা সরায়, আমি কি করতে পারি!... ধর্মাবতার, এই হল আমার কনফেসান। বুকে কনুই মারা আমার ইনটেসান ছিল না....নিশি আমার বন্ধু, তার প্রতিমাকে আমি বেইজ্জতি করতে পারি না। নেভার...।"

গজেন অন্ধকারে খাট থেকে নেমে পড়েছিল। রীতিমত দুলছে। কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। কানামাছি খেলার মতন দু হাত বাড়িয়ে হাতড়াচ্ছিল। দুলালের মাথায় হাত লাগল।

দুলাল বলল, "এই—, কে রে?"

গজেন জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, "টেবিলটা কোথায়?"

"জানলার দিকে।"

"জানলাটা কোথায়?"

"দরজার দিকে।"

নিশি আবার হাততালি দিল, শব্দ করল মুখে, সিটি মারার চেষ্টা করল বোধহয়। নিশি বলল, "লালি তুই গুরু লোক, সেলাম শালা। প্রতিমা থাকলে তোর মুখে জুতো মারত।"

"জুতো মারত? কেন?"

"ভাল অ্যাকটিং মানেই জুতো। সেই যে বিদ্যাসাগরের চটি মারার গল্প—"

রতন বমি তোলার শব্দ করল। দুলাল চেঁচিয়ে উঠে বলল, "অ্যা-ই শালা।"

গজেন অন্ধকারে কানামাছি খেলছে, বিড় বিড় করে বলছিল, "যত শালা মাতালের কাণ্ড। জানলাটা কোথায়? দরজার কাছে। দরজাটা কোথায়? টেবিলের কাছে।"

লালি রতনকে সাবধান করে দিল। "রতনা বমি করিস না—বাইরে চলে যা—বিছানায় বমি করলে শুতে পারব না।"

রতন বলল, "সেই গন্ধটা মাইরি। ভক ভক করে আসছে। গ্যাংগ্রীনের গন্ধ—।"

নিশি বলল, "লালি, এবার আমার স্টেজে ঢোকার পালা। সিচ্যয়েশন ঠিক আছে। রতনা গ্যাংগ্রীনের গন্ধ শুঁকে বমি করছে, তুই আরেক পাশে দাঁড়িয়ে আছিস। দিস ইজ দি পাফেক্ট টাইম হোয়েন আই শুড্ অ্যাপিয়ার—। ও. কে. গুরু। আমি আসছি।—হ্যাঁ—আমি এসেছি। হে দর্শকবৃন্দ, আপনারা এই যে খেলাটা দেখছেন—এই খেলায় আমরা পাঁচজন নেমেছি। আপাতত তিনজন স্টেজে। লালি, আমার বন্ধু লালি বলল, সে আমার বান্ধবী প্রতিমাকে বেইজ্জত করে নি। ও মিথ্যে কথা বলছে, হি ইজ এ ড্যাম লায়ার। আই সে হি ইজ এ সোয়াইন। গ্লোব সিনেমায় এভরিবডিজ্ লাভ দেখার প্রোপোজালটা ওর। ও শালাই টিকিট কেটেছিল। বেটা বড়লোকের বাচ্চা, ড্রেস সার্কেলের টিকিট কেটে আমাদের নিয়ে গিয়েছিল। বাই দি বাই, আমার বাবাও ছোটলোক নয়, বউবাজারে ফার্নিচারের দোকান। কাঁচা কাঠ পালিশ করলেই সেগুন টিক হয়ে যায়—আপনারাই ভেবে দেখুন—কীরকম কারবার আমাদের। আমি বাবার ফার্নিচার গুডস্ না হয়ে আর্টের গুডস্ হয়ে গিয়েছিলুম। বাবা খেপে গিয়ে বলেছিল, তুমি শিশির ভাদুড়ী হবে?—হ্যাত্ শিশির ভাদুড়ী কেন হব? আই কেয়ার এ লিট্ল ফর ভাদুড়ী!—শিশির ভাদুড়ী স্টেজে নাচানাচি করেছিল।

রঙ্গমঞ্চ জিনিসটাই হল রঙ্গ। বিলকুল ফাঁকি। পয়সা কামাবার ফিকির। ডার্ক স্টেজ ইজ ওন্‌লি রিয়্যাল। আমরা সবাই অন্ধকারে খেলা করি। লালি অন্ধকারে খেলা করেছিল। গ্লোব সিনেমায় অন্ধকারে বসে লালি লালির মতনই খেলেছিল। সে ভেবেছিল, প্রতিমা একটা মেয়েছেলে, মেয়েছেলে হলেই তার এ নয় ও—হয় না; দে আর 'এভরিবডিজ্‌ লাভ'। লালি প্রতিমাকে প্রস্টিটিউট ভেবেছিল, মানে ওই ধরনের। বুকে কনুই মেরে দেখছিল রেসপন্সটা কি রকম হয়।"

লালি চেঁচিয়ে উঠল। "নো, নেভার। নিশি তুই আমায় অপমান করছিস।"

"আমি শুধু ফ্যাক্‌ট্‌ বলছি।····প্রতিমা তোকে ঘেন্না করে।"

"প্রতিমা আমায় ঘেন্না করলে আমার কিছু যায় আসে না। আই ডোণ্ট কেয়ার।"

"কিন্তু তুমি কেয়ার করেছিলে গুরু। ইউ কেয়ারড্‌ টু মাচ্‌····। তুমি ভুলে যাচ্ছ—কফি হাউস থেকে রাস্তায় নেমে তুমি যখন বোমা ছুঁড়তে তখন একদিন তুমি প্রতিমার কাঁধে তোমার ব্যাগটা ঝুলিয়ে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে। সেদিন পুলিস ঢুকে বেদম পিটিয়েছিল আমাদের। প্রতিমার শাড়ি ধরে টানাটানি করেছিল। কফি হাউসের একটা বেয়ারা থলিটাকে না সরালে সেদিন প্রতিমার সর্বনাশ হত।"

"নিশি, ইউ আর গোয়িং টু ফার।····বোমা আমার কাছে ছিল না—ওগুলো জাস্ট পট্‌কা। আমি একটু মজা মারতাম তখন। তখন কে না মজা মেরেছে!"

গজেন অন্ধকারে চেয়ার-টেয়ার নিয়ে উলটে পড়ল। জোর শব্দ হল। আর্তনাদ করে উঠল গজেন।

দুলাল বলল, "শালা মরেছে····! কি হোল রে গচ্চা? মরলি?"

রতন হঠাৎ হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

নিশি বলল, "লালি, কফি হাউসের সেই ব্যাপারটার পর—দিন

পনেরো পর তুমি শালা আমাদের গ্লোবে নিয়ে গিয়েছিলে। প্রতিমা যাতে যায় তার জন্যে তুমি আমার হাতে পায়ে ধরেছিলে। আমি প্রতিমাকে রাজী করিয়েছিলাম। তুমি আমায় বলেছিলে—প্রতিমার কাছে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু তুমি শালা বিগ ফ্যামিলির বাচ্চা তো, ক্ষমা চাওয়ার চেয়ে বুকে কনুই মারাটা ডিগনিফায়েড মনে করো।"

দুলাল কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই রতনের ফোঁপানো কান্না, বমির শব্দ মিলে কেমন যেন বিশ্রী এক অবস্থা হল।

দুলাল চিৎকার করে বলল, "এই বাঞ্চোত রতন, তুই শুরু করলি কি! মাল খেলে শালাদের কারও কোনো সেন্স থাকে না। এক শালা কাঁদছে, আর এক শালা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে; তু বেটা নাটক করছে...। তোরা ভেবেছিস কী! আমরা এখানে কাঁদতে এসেছি, না কামড়া-কামড়ি করতে এসেছি? কাঁদবার জন্যে কলকাতা আছে, বাড়ি আছে...."

নিশি বিছানার ওপর গড়িয়ে পড়ল। তার গলা আর উঠছিল না। কোনো রকমে বলল, "দুলি, তুই আমাদের হাসা। তোর শালা একটা কমিক রোল।"

দুলাল নেশার ঘোরে বলল, "হ্যাঁ—আমার কমিক রোল। তাতে কী হয়েছে রে? আমার ফ্যামিলিটাই কমিক। বাবা অফিস যাবার সময় বাবার ঘরে তালা দিয়ে যায়; মা অফিস যাবার সময় চার বার শাড়ি বদলায়। দিদি তার ঘরে বেঁকা পা নিয়ে শুয়ে শুয়ে নিম গাছ দেখে। আলিপুর জেলে সুলাল পড়ে আছে। আর আমি এই দুলাল—দিস্ দুলাল দত্ত, সারাদিন বাড়ির বাইরে ফেরিঅলার মতন ঘুরে বেড়াই। আমার বাবা অফিসে লাথি খায়, বাড়ি এসে কেঁউ কেঁউ করে কাঁদে, আমার মা চড়চড় করে উঠে যাচ্ছে....আজ কাল কিংবা পরশু প্রমোসান পেয়ে যাবে। দিদি সারাটা জীবন খোঁড়াবে, বেঁকা হাত বেঁকা পা; বড় বড় চোখ—যেন

জগৎটাকে গিলে খাবার মতন করে তাকিয়ে থাকবে। দুলাল একদিন ফিরবে। ফিরে আসবে। কিন্তু আমি জানি, সে আর বাড়িতে পা দেবে না।....আর আমি, তোদের এই ভাটিখানায় মাছির মতন লেপটে থাকব।...."

রতন বিকট শব্দ করে বমি করে ফেলল।

লালি অন্ধকারে লাফ মেরে সরে যেতে গিয়ে দুলালের গায়ে পড়ল। দুলাল খেপার মতন লাথি ছুঁড়ল নিশির দিকে।

রতন কাঁদছিল। "লালি সেই গন্ধ....লালি আমায জল দে, বুক আটকে যাচ্ছে।"

নিশি বিছানায় পড়ে আছে, দুলালের লাথি তার মুখে লেগেছে। তবু হুঁশ নেই যেন।

গজেন মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে দিতে বলল, "কাল অংশু আসবে।"

লালি বলল, "রতনা বমি করে সব ভাসিয়ে দিয়েছে। কী দুর্গন্ধ!"

দুলাল বলল, "আমি এ ঘরে থাকব না। এখানে থাকা অসম্ভব।"

গজেন যেন ঘুমের ঘোরে বলে যাচ্ছিল: "অংশু কাল আসবে। ঝড়জল বৃষ্টি হলেও আসবে। তার সিট বুক করা আছে।"

লালি বলল, "অংশু আসবে না।"

"আসবে।"

"আসবে না।"

নিশিও যেন রতনের কান্না শুনতে শুনতে কাঁদতে লাগল

তিন

সকালে ঘুম ভেঙে যাবার পর গজেন ক' মুহূর্ত চোখের সামনে কিছু দেখতে পেল না: ঝাপসা হয়ে আছে সব, ঘসা কাচের মতন সাদা একটা আড়াল যেন তার চোখের সামনে স্থির হয়ে আছে। গজেন চোখের পাতা রগড়ে নিয়ে ভালো করে তাকাল। সকাল হয়েছে বলে মনেই হয় না, রোদ নেই, আলোর রঙ কালচে, বাদলা বাতাস। তার শীত করছিল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে গজেন ঘরের চারদিকে তাকিয়ে নিল। ছোট বিছানায় তারা তিনজন। মেঝেতে দুলাল উপুড় হয়ে শুয়ে আছে; রতন জানলার কাছে দাঁড়িয়ে। গজেনের পাশে লালি শুয়ে, পাশ ফিরে একটা হাত মাথার উপর তুলে ঘুমোচ্ছে, নিশি লালির পায়ের কাছে কুঁকড়ে শুয়ে রয়েছে।

হাই তুলল গজেন। বড় বড় হাই তুলে উঠে বসল।

রতন খোলা জানলার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। সকালে উঠে সে জানলার শার্সি খুলে দিয়েছে।

ঘুম জড়ানো অলস গলায় গজেন বলল, "কি রে, বৃষ্টি পড়ছে?"

রতন তাকাল। "না।"

"বাইরে খুব মেঘলা?"

"ওয়েদার খুব খারাপ। এখনও ঝড় চলছে। কাল সারারাত বৃষ্টি হয়েছে বোধ হয়।"

গজেন আবার শব্দ করে হাই তুলল। হাই তুলে বিছানা থেকে নামতে গিয়ে সে অস্ফুট ভাবে যন্ত্রণার শব্দ করল। বাঁ পায়ের পাতা ভালো করে মাটিতে পাততে পারছিল না।

কোলের ওপর পা তুলে অবস্থাটা দেখতে গিয়ে গজেন বুঝতে পারল, কাল রাত্তিরে চেয়ার-টেয়ার উলটে পড়ে যাবার সময় তার বাঁ পায়ে চোট লেগেছে। ডান হাতের কনুই এবং কপালের একপাশেও খানিকটা ব্যথা সে এবার অনুভব করতে পারল।

কোনো রকমে দাঁড়াল গজেন। "রত্না, পা-টা গেছে মাইরি।"

নিশি যে জেগে উঠে চুপ করে শুয়েছিল গজেন জানত না; নিশি বলল, "ভেঙেছে?" এমন করে বলল যেন গজেনের পা ভাঙলে তার কিছু আহ্লাদ হয়।

নিশি জেগে রয়েছে দেখে গজেন নিশির দিকে তাকাল। "আমার পা ভাঙলে তোমার শালা সুখ হয়?"

নিশি তার গোটানো শরীরটা সোজা করে নিল, মাথার দিকে উঠে এল খানিকটা। "সক্কাল বেলায় মুখটা শুদ্ধ রাখ গচ্চা; যা যা —চোখ মুখে জল দিয়ে আয়। যাবার আগে সিগারেট দেশলাই দিয়ে যা।"

গজেন গ্রাহ্যও করল না, আস্তে আস্তে পা টেনে বাইরে চলে গেল।

খানিকটা মোটা, জড়ানো গলায় নিশি জিজ্ঞেস করল, "দুলি কোথায় রে? উঠেছে?"

"না, ঘুমোচ্ছে," রতন বলল।

ঘুমের জড়তা কাটাতে কাটাতে নিশি বলল, "তুই রতনা কাল যা করলি...., ডুবিয়ে দিলি।"

রতন কিছু বলল না। আজ সকালে তার ঘুম ভেঙেছে প্রথম; ঘুম ভাঙার পর দেখল, ঘরের মেঝেতে একটা মোটা চাদরের ওপর কোনো রকমে সে শুয়ে আছে, তার পাশে দুলাল। রতনের মনে পড়ল, কাল রাত্রে সে বমি করেছিল। তার বমিতে বিছানাপত্র নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, পাশের ঘরে লালিরা কেউ শুতে পারে নি, সকলে এই ঘরে চলে এসেছিল। লালিরা গুঁতোগুঁতি করে বিছানায় শুয়ে পড়ল,

দুলাল আর রতন মেঝেতে। রতনকে আর বিছানার দিকে ঘেঁষতে দিল না কেউ, আবার বমি করে বিছানা নষ্ট করতে পারে। নিজেরও ভয় ছিল রতনের। মেঝেতেই সে শুয়ে পড়ল, দুলাল খানিকটা তফাতে থাকল। নেশার ঘোরে তখন কে কোথায় কেমন করে শুয়ে পড়ল কারও হুঁশ হবার উপায় ছিল না, শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

আজ সকালে ঘুম ভাঙার পর রতন কালকের রাত্রের কথা মনে করে লজ্জা পাচ্ছিল। প্রথমেই সে পাশের ঘরের দরজা খুলে অবস্থাটা দেখে নিয়েছে। দরজাটা বন্ধ ছিল, বমির দুর্গন্ধ ভেসে আসবে এই ভয়ে কে যেন দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। সকালে দরজা খোলার পর গন্ধটা রতনের নাকে লাগল। সারা রাত বন্ধ ঘরে বমি পড়ে থাকায় দুর্গন্ধ উঠছিল। বিছানার পায়ের দিক এবং মেঝেতে বমি শুকিয়ে আছে। অনেকটা বমি করেছিল রতন, রাত্রের খাওয়া দাওয়া একটুও হজম হয় নি, তার সঙ্গে হুইস্কি; বিছানার একটা পাশ এবং মেঝে জুড়ে বিশ্রী দাগ ধরেছে, দুর্গন্ধ উঠছে, কয়েকটা মাছিও জুটে গেছে।

রতন পাশের ঘরের জানলাগুলো খুলে দিল, যেন এই দুর্গন্ধটা তাড়াতাড়ি বাতাসে ফিকে হয়ে আসে। তারপর এ ঘরে ফিরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল; তার বমির গন্ধ লালিদের নাকে লাগুক রতন তা চাইছিল না। তার অস্বস্তি ক্রমশই উৎকণ্ঠার মতন হয়ে আসছিল। এই দুর্ভোগ তারই জন্যে। কেমন যেন অপরাধীর ভাব নিয়ে রতন অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছে, বন্ধুরা ঘুম থেকে ওঠার পর কি বলবে, ঘর দোর বিছানা কেমন করে পরিষ্কার হবে সে জানে না!

নিশি আলস্যের সঙ্গে হাই তুলল। "একটা সিগারেট দে না, গা তুলতে পারছি না মাইরি।"

রতনের কাছে সিগারেট ছিল না, গজেন টজেনের জামাটা হাতড়ে সিগারেট দেশলাই দিল।

নিশি সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, "এভাবে শোয়া যায়! গচ্চা আর লালি লাটের মতন ঘুমোলো, আমি পায়ের কাছে পড়ে শুধু লাথি খেলাম মাইরি।"

রতন বলল, "উঠে পড়।"

"লালিটা ঘুমোচ্ছে দেখ, কী পোজ্....!"

রতন কোনো জবাব দিল না। বাসি মুখে সিগারেট তার ভাল লাগে না, তবু একটা সিগারেট সে ধরিয়ে নিয়েছে। মাঝে মাঝে টানছিল।

"ক'টা বাজল রে?" নিশি শুধলো।

"সাড়ে সাত-টাত হবে।"

"বলিস কি।....চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সকালই হয় নি ভাল করে।....কি রকম দেখছিস? রোদটোদ উঠবে?"

"মনে হচ্ছে না। খুব মেঘ।"

"দীঘা একেবারে হেল্ করে দিল, মাইরি," নিশি হতাশ গলায় বলল। বলে লালিকে ওঠাতে লাগল।

লালি এ-পাশ ও-পাশ করে চোখ চাইল।

নিশি বলল, "উঠে পড়ো রাজা, আর কেন! চোখ খুলে একবার দেখো, দীঘা তোমায় সাদর অভ্যর্থনা করছে....কী সকাল—আহা!"

লালির মাথা ভার লাগছিল, চোখও যেন জড়িয়ে থাকছে। কাল শেষ পর্যন্ত কতটা খাওয়া হয়ে গেছে কে জানে! রীতিমত রেজুত লাগছিল শরীরটা।

লালি আলস্যের গলায় বলল, "আমার আর উঠতে ইচ্ছে করছে না।"

"উঠে পড়," নিশি মজা করে বলল, "সকালে সমুদ্র দর্শনে পুণ্য হয়।"

"তোর সমুদ্দুরের ইয়ে করেছে... "

গজেন ফিরে এল। দুলাল তখনও ঘুমোচ্ছে।

নিশি বলল, "গচ্চা, আমাদের বেড্-টি দিবি না ?"

"বাজারে গিয়ে খেতে হবে," গজেন গম্ভীর ভাবে বলল।

"তুই কেমন ম্যানেজার! বেড্-টি খেতে বাজারে ছুটতে হবে ?"

"তা হলে শুয়ে থাক্, চা খেতে হবে না।"

"তুই ঘুম থেকে উঠে চা আনতে বাজারে যেতে পারলি না ? একটা কেটলি করে নিয়ে আসতিস, আমরা শুয়ে শুয়ে খেতাম···"

গজেন কোনো রকম বাক্য ব্যয় না করে পোশাক পালটাতে লাগল।

লালি বিছানায় উঠে বসল। উঠে বসে দু হাত মাথার ওপর তুলে দু পাশে ছড়িয়ে বিকট শব্দ করে তার জড়তা ভাঙল। তারপর ছেলেমানুষের মতন লাফ মেরে মাটিতে নেমে পড়ল। তার পায়ের কাছে দুলাল। "দুলি, এই দুলি····ওঠ্। বেটা একেবারে চিরনিদ্রা দিচ্ছে। ওঠ্····।"

দুলালও উঠল। উঠেই আশেপাশে দেখল, যেন সে দেখে নিল, কাছাকাছি কোথাও বমিটমি পড়ে আছে কি না। তারপর মুখ ফিরিয়ে রতনের দিকে তাকাল। কিছু বলল না।

বিছানার কাছ থেকে লালি জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। বাইরের চেহারা তাকে বিন্দুমাত্র খুশী করল না। বিস্বাদ, বিরক্ত মুখে তাকিয়ে থাকল।

দুলাল মেঝেতে বসে বসেই বলল, "কলকাতায় ফেরার বাস কখন ?"

তার কথার জবাব দেবার প্রয়োজন আছে বলে কেউ মনে করল না। গজেন গায়ে পাঞ্জাবি চাপিয়ে চুলটা ঠিক করে নিতে লাগল। নিশি উঠে বসল।

লালি প্রায় হতাশ হয়ে একটা গালাগাল দিল, এই আবহাওয়া তার একেবারেই ভাল লাগছে না।

নিশি বলল, "নে, আর পারা যাচ্ছে না, চা না খেলে মরে যাব, মুখফুখ ধুয়ে রেডি হয়ে নে।"

লালি জানলা থেকে সরে এসে পাশের ঘরের দিকে পা বাড়াল, টুথ ব্রাশ নেবে। ভেজানো দরজাটা ঠেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল দু মুহূর্ত, তারপর দু পা এগিয়েই আবার ফিরে এল, নাক মুখ কুঁচকে, বিকৃত মুখ করে বলল, "কি করেছিস রতনা? ঘর ফরে ঢোকাই যায় না।"

দুলাল মেঝে থেকে উঠে পড়ল। চাদরটা তুলে নিয়ে বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "কুকুরের পেটে ঘি সয় না বলে একটা কথা আছে না, রতনের সেই অবস্থা। বেটার স্টমাকে লেবুর জল, গুকো সহ্য হয়, তুই বেটা মাল খেতে যাস কেন?"

রতন আরও সঙ্কুচিত, অপরাধী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

লালি বলল, "ও ঘরে ঢোকা যাবে না। দুর্গন্ধ। সারা ঘর শালা বমি করে ভাসিয়েছে।"

দুলাল দরজার কাছে গিয়ে ভেতরটা দেখল। গন্ধটা নাকে লাগছে, বিছানায় ঘরের মেঝেতে বিক্ষিপ্ত ভাবে বমি ছড়িয়ে রয়েছে। মেজাজ খারাপ হয়ে যাবার মতনই অবস্থা। কিন্তু উপায় কি। ঘরের মধ্যে সুটকেস কিটস ব্যাগ জামা প্যাণ্ট পড়ে আছে, বের করে আনতে হবে।

দুলাল বলল, "গচ্চা, ঘরটা ধুইয়ে নেবার কি ব্যবস্থা করেছিস?"

গজেন কোনো জবাব দিল না।

রতন লালির পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, "তোর কি কি আনতে হবে বল, আমি বের করে এনে দিচ্ছি।"

লালি বলল, "সবই শালা আনতে হবে। এই ভাবে বাইরে বেরুবো নাকি?"

দুলালই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

নিশি বলল, "গচ্চা, একটা মেথর টেথর পাওয়া যাবে না? ঘরটা

"ধুয়ে দেবে?" গজেন নিস্পৃহ গলায় বলল, কি করে বলব, দেখতে হবে।"

লালি বলল, "শুধু ঘর ধুয়ে কি করবি, বিছানার ব্যাপারটা ভাবিয়ে রেখেছে। সব কাচতে হবে। এক ফোঁটা রোদ নেই, এই ওয়েদার, রতনা বেটা সব ডোবাল।"

দুলালের সঙ্গে রতনও ঘরে ঢুকে পড়েছিল। নিজের ওপরই তার রাগ হচ্ছে, এই কাণ্ডটা সে কেন করল? বমিটমি করার ধাত তার নয়, কখনো এক আধবার অসুখে-বিসুখে হয়ত করে ফেলেছে কিন্তু একটু-আধটু মদ খেয়ে বমি করার মতন আনাড়ি সে নয়। আসলে মদ নয়, ঝোঁকের মাথায় কিছুটা বেশী খাওয়া হয়ে গেলেও মদের জন্য বমি হয় নি, হয়েছে সেই গন্ধের জন্যে। রতন কাল কিছুতেই গন্ধটা নাকের সামনে থেকে তাড়াতে পারছিল না। গ্যাংগ্রিনের গন্ধ তার শরীরের মধ্যে সারা বিকেল, সন্ধ্যে, রাত যেন পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছিল; রতন প্রাণপণে তার ঘিনঘিনে গা বিড়োনো ভাবটা চাপবার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত পারে নি। কেন পারল না? নিজের এই অক্ষমতা তাকে বিরক্ত করে তুলেছিল।

দুলাল দু একটা জিনিস সরিয়ে কোণের টেবিলটার ওপর রাখল, কিটস্ ব্যাগ নিল। রতন বন্ধুদের জামা প্যান্টগুলো এখান ওখান থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আবার একবার বমির দিকে তাকাল। বিছানাটা আজ সকালে উঠেই তার পরিষ্কার করা উচিত ছিল, সকালে উঠে কেচে দিতে পারলে বাতাসে বাতাসে শুইয়ে যেত একসময়, এর পর কাচাকুচি করলে এই বাদলায় কখন শুকোবে কে জানে।

লালি টুথব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে মুখ ধুতে বাইরে চলে গেল। দুলালও বাইরে।

রতন গজেনের দিকে তাকাল। "তোর কাছে সাবান আছে? কাপড় কাচা সাবান?"

"না। কেন?"

"ও-ঘরের বিছানার চাদরটা কেচে দিতাম।"

গজেন বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল। নিশি বাইরের বারান্দায়। লালিদের সঙ্গে কথা বলছে।

গজেন বলল, "দাঁড়া, আগে চা-টা খেয়ে আসি।" বলে কি ভেবে রতনের মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন চালাকির মুখ করে হাসল।

"হাসছিস ?"

"তুই অত ঘাবড়ে যাচ্ছিস কেন ? সব হবে, ঘরদোর বিছানা এভরিথিং নীট্ অ্যাণ্ড ক্লীন হয়ে যাবে। ওই শালাদের একটু ভোগাই আগে।"

রতন বুঝতে পারল না, লালিদের ভোগান্তির সঙ্গে ঘর পরিষ্কারের সম্পর্ক কোথায় ?

গজেনই বলল, "ব্যবস্থা করে ফেলেছি।"

রতন অবাক। "করে ফেলেছিস ?"

গজেন ঘাড় হেলিয়ে বলল, "বাড়ির মালির সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। তার লোক আছে, কোন একটা মেয়েছেলে, বলেছে খানিকটা বেলায় পরিষ্কার করিয়ে দেবে।"

রতন যেন ভয়ঙ্কর কোনো দুর্ভাবনার হাত থেকে হঠাৎ মুক্তি পেয়ে গেল। গজনের দিকে এমন করে তাকাল মনে হল, সে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। তারপর আচমকা বলল, "সেই খড়্গপুর স্টেশনের লোকটা, বুঝলি, ওই গন্ধই আমায় মারল।"

গজেন কিছু বলল না। নরম চোখে হাসল।

একটু পরে রতন নিজেই আবার বলল, "আজ এখন পর্যন্ত গন্ধটা আর পায় নি বুঝলি।" বলবার পর রতনের মুখ কেমন সংশয়পূর্ণ হয়ে থাকল, যেন সে বুঝতে পারছে না গন্ধটা আবার তার নাকে এসে লাগবে কিনা !

লালি মুখ ধুয়ে ফিরে এল।

"গচ্চা, আকাশটা দেখেছিস ?" লালি ব্রাশ রেখে মুখ মুছতে মুছতে বলল।

"মেঘ....!"

"ভীষণ ক্লাউডি। ইয়া ইয়া মেঘ ভেসে যাচ্ছেই। এ শালা মেঘের শেষ হবে বলে মনে হচ্ছে না।"

গজেন কোনো জবাব দিল না। আকাশ-টাকাশ সে দেখেছে, কাল রাত্রে যদি সাইক্লোন এসে থাকে এখনও তার জের চলছে যে তাতে সন্দেহ নেই; যদি না এসে থাকে তবে এই আবহাওয়া হয়ত বড় কোনো সাইক্লোন আসার আগে সামান্য নরম ভাব নিয়ে রয়েছে।

লালি প্যাণ্ট পরতে লাগল। তার ডান হাতের কনুইয়ের কাছটায় অল্প লাল হয়ে আছে। কোথাও লেগেটেগে গিয়েছে। ঘাড়ের কাছে চুল ফেঁপে রয়েছে। পিঠ এবং কাঁধ চমৎকার চওড়া লালির; বেশ শক্ত সমর্থ দেখায় তাকে।

দুলাল আর নিশি ঘরে এল। দুলাল কি যেন বলতে বলতে ঘরে ঢুকল। পেছনে নিশি। সে হাসছিল।

লালি চিরুনি খুঁজে নিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল, বলল, "কি হয়েছে রে?"

নিশি তার হাসির দমক থামাতে পারল না, বলল, "দুলি একটা মারাত্মক কথা বলেছে।"

"কথাটা কী?"

নিশি আর এক দমক হেসে নিল। বলল, "দুলি বলছিল, অংশু যদি তার পাড়ার সেই দিদিটিদি নিয়ে সত্যিই আজ এসে পড়ে তা হলে এই বাড়িতে একটা ফ্যামিলি করে ফেলবে।"

"মানে?"

"মানে আবার কি, ফ্যামিলি জানিস না?"

"জানি, দুলির ফ্যামিলি বুঝতে পারছি না।"

দুলাল গজেনের গায়ে গা লাগিয়ে বলল, "আমার ফ্যামিলি নয়, গচ্চার ফ্যামিলি। গচ্চাকে আমরা জামাইবাবু সাজিয়ে এ বাড়িতে থেকে যাব।"

গজেন আড় চোখে দুলালের দিকে তাকাল। "আমাকে কেন?"

"তোমাকে কেন? তুমিই তো আমাদের হেড্ অফ্ দি ফ্যামিলি শালা! দিদি এলে বাই ভারচু অফ ইওর পজিসন তোমাকেই জামাইবাবু হতে হবে। এই শালার দলকে মেন্‌টেইন্ করতে হবে।....তুমি চাঁদ, এই ঝড়বৃষ্টি বাদলার মধ্যে আমাদের ছাগলের মতন তাড়িয়ে তাড়িয়ে চার বেলা বাজারে খাওয়াতে নিয়ে যাবে সেটি হচ্ছে না। যদি জলঝড় চলতে থাকে আমরা বাড়ির বাইরে এক পাও যাচ্ছি না; দিদিকে নিয়ে তুমি ফ্যামিলি করবে, আমরা বাড়িতে বসে বসে ভগ্নীপতির অন্ন খাব, বুঝলে?" বলে দুলাল গজেনের থুতনি ধরে নেড়ে দিল।

লালিরা হেসে উঠল।

গজেন গম্ভীর মুখে বলল, "আমি ফ্যামিলি করলে তোদের মতন দামড়ার সঙ্গে থাকব নাকি, সৈকতাবাসে চলে যাব।"

নিশি অট্টহাস্য হেসে উঠল। রতনও হেসে ফেলল।

লালি সরে এসে গজেনের কোমর জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বলল, "গাছে না উঠতেই এক কাঁদি যে রে শাল্লা! দাঁড়া, দিদিকে আসতে দে তারপর তো গাছে উঠবি....।"

বন্ধুরা সমস্বরে হাসতে লাগল।

গজেনরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। বাজার খুব একটা কাছে নয়, মিনিট পনেরোর পথ। এই জায়গাটা টিলার মতন, উঁচু থেকে যেন ধাপ ভেঙে ভেঙে সমতলে এসে ঠেকেছে, ওই এবড়ো-খেবড়ো উঁচু নীচু রুক্ষ মাটিতে কয়েকটা মাত্র বাড়ি, তফাতে তফাতে, পেছনের দিকটা গাছপালায় ভরতি, বাঁ দিকে ঝাউ বন, সামনে বালিয়াড়ি। অজস্র জংলা আগাছা আশে পাশে।

পায়ে চলার মতন রাস্তা ধরে গজেনরা বালিয়াড়ির পাশ দিয়ে খানিকটা চলে এল। আকাশের চেহারাটা একবারেই ভাল দেখাচ্ছিল না। স্রোতের মতন মেঘ ভেসে চলেছে, বৃষ্টি নেই,

বাতাস ভিজে, বাদলার আবহাওয়া ঘন হয়ে আছে। ঝড়ের শব্দ হচ্ছিল। কাল সারা রাত বৃষ্টি হয়েছিল, মাটি ভেজা, বালিয়াড়িও শুকনো নয়, তবু বাতাসের দমকায় কখনো কখনো বালি উড়ছিল অদৃশ্যভাবে।

রতন ঝাউবনের দিকটা দেখছিল। বিশাল মেঘ হুহু করে ভেসে আসছে, কালচে একটা রেখা গাঢ় হয়ে আছে ঝাউবনের মাথায়, যেন আকাশ আর মাটির পার্থক্যটা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল।

আর একটু এগিয়েই লালিরা সমুদ্র দেখতে পেল। এই বাদলা, ঝোড়ো আবহাওয়াতেও সমুদ্রতীর ফাঁকা নয়, বিক্ষিপ্তভাবে কিছু মানুষজন চোখে পড়ছিল। দুটো নৌকা তীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে।

দুলাল বলল, "লোকের কি শখ মাইরি, এই ওয়েদারেও ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

নিশি বলল, "পয়সা খরচ করে বেড়াতে এসেছে বাবা, এরা জলঝড় মানবার লোক নয়।"

লালি বলল, "আসলে ওসব কিছু না—জলঝড় ট্রেনের টিকিট হোটেলের কোনো কিছুই এদের ড্যাম্প করতে পারে না, বাইরে বেরুলেই এরা খেপে যায়। সেবারে দার্জিলিংয়ে গিয়ে দেখলি না!"

গজেন বলল, "তা কি হবে, দিনের পর দিন হয় হাঁড়ি ঠেলছে সংসারে, না হয় লেজার লিখছে—বাইরে এসে একটু এন্‌জয় করবে না।"

নিশি তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, "দূর, একে এনজয়মেণ্ট বলে না। বাঙালীর স্বভাব হল নাচা। চান্স পেলেই নেচে নেয়।" বলে নিশি এতটা দূর থেকেও দুটি মেয়ে এবং এক ভদ্রলোককে বালির ওপর দিয়ে ছুটতে দেখে আঙুল দিয়ে তাদের দেখাল। বলল, "ওই দেখ না, এক বেটা দামড়া দুটো মেয়েকে নিয়ে হান্‌ড্রেড্ ইয়ার্ডস দিচ্ছে। নির্ঘাত বউ আর শালী। দুটোই বট্‌ল সাইজ। আহ্লাদে মরে যাচ্ছে। ন্যাকামি শালা।"

বন্ধুরা দৃশ্যটা দেখতে লাগল। পাজামা পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক দুটি বেঁটে বেঁটে মেয়ে নিয়ে বালির ওপর দিয়ে খেলাচ্ছলে দৌড়চ্ছিল। মেয়েদের গায়ে পাতলা পাতলা রঙীন চাদর, দৌড়বার সময় তারা যেন হেসে গড়িয়ে পড়ছিল। একজন অনেকটা পেছনে পড়ে গেছে, অন্যজন হাত তুলে সামনের ভদ্রলোককে কি যেন বলার চেষ্টা করছে।

দৃশ্যটা কাউকেই বিন্দুমাত্র উৎসাহী করল না। স্বাভাবিকভাবে তারা হাঁটতে লাগল।

সৈকতাবাসের কাছাকাছি এসে পড়েছিল ওরা। বাড়িটার সামনে দিয়েই যেতে হবে।

লালি বলল, "গচ্চা, তুই তা হলে বিকেলে এখানে এসে যাচ্ছিস?"

প্রথমটায় কেউ খেয়াল করে নি, পরে করল। সঙ্গে সঙ্গে হাসি।

নিশি গজেনের পেছনের দিকে সরে এল। "কাল সকালে তাহলে তুই জামাইবাবু, কিরে? দিদিকে নিয়ে দৌড়বি। শালী-ফালী সঙ্গে থাকবে তো রে?"

সজোরে হেসে উঠল লালিরা। রতনও হাসল।

গজেন আড়চোখে নিশিকে দেখে নিয়ে বলল, "থাকতে পারে।"

"তবে তো তোর পোয়া বারো। ফিজিকাল এক্সারসাইজটা ভালো হবে।"

"শালীটাকে নিয়ে তুই আর কত দৌড়ঝাঁপ করবি, গচ্চা"—দুলাল হাসতে হাসতে বলল, "ওটা বরং আমায় হ্যাণ্ড ওভার করে দিস। আমি ভাল রানার।"

লালি দাঁড়িয়ে পড়ে সামনে ঝুঁকে হোহো করে হেসে উঠল। লালির ভারী গলা, উদ্দাম হাসি যেন সমস্ত জায়গাটাকে হঠাৎ কেমন সজীব করে তুলল।

গজেন অপেক্ষা করল। লালির হাসি থেমে যাবার পর গম্ভীর মুখে বলল, "আমার শালী বা শালীর দিদি কাউকেই আমি তোমার

সঙ্গে দৌড়তে দিচ্ছি না, শালা। একবার দৌড়বার চান্স পেলে তুমি কি আর পেছন ফিরে তাকাবে? দীঘা ছেড়েই পালাবে।"

কাফেটারিয়ার দোতলায় বসে লালিরা চা খাওয়া শেষ করল। দোতলা একেবারে ফাঁকা। লালিরা যখন এসেছিল, এক কোণে বসে এক জোড়া ছেলেমেয়ে চা খাচ্ছিল। তারা বেশীক্ষণ থাকে নি, বার কয়েক লালিদের দিকে চোরা চোখে তাকিয়ে কেমন যেন বিরক্ত হয়েই নেমে গেছে।

কাফেটারিয়ার ছেলেটা টেবিলের ওপর থেকে চায়ের কাপ, প্লেট, চামচ-টামচ তুলে নেবার সময় নিশি বলল, "দীঘার জলটা ভালই, খিদে রয়ে গেল।"

লালি সিগারেট ধরাচ্ছিল। রতন মোটামুটি ধাতে এসে গেছে, লালির প্যাকেট টেনে নিয়ে সিগারেট বের করতে করতে বলল, "আগুনটা দে।"

গজেন হিসেব করছিল: ওমলেট, টোস্ট, চায়ের হিসেব। নিশি আর দুলাল জোড়া জোড়া ওমলেট আর টোস্ট খেয়েছে, লালি ডিমের পোচ, রতন ডিম খায় নি, চা সকলেই দু কাপ করে খেয়েছে। মোটামুটি হিসেব করে নিয়ে গজেন পকেটে হাত দিল।

দুলাল গজেনকে বলল, "নিচে বেঞ্চি পেতে লোকে সিঙাড়া, জিলিপি খাচ্ছে, তুই এখানে এলি কেন?"

লালি বলল, "তোর যত ওআর্থলেস খাবারের দিকে চোখ, দুলি। ভদ্রলোকে সিঙাড়া জিলিপি পলতা পাতা ভাজা খায় না। এই যে ব্রেকফাস্ট করলি এটার ফুড্ ভ্যালু কত!"

গজেন বলল, "রাখ্ তোর ফুড্ ভ্যালু, মানি ভ্যালু কত হল জানিস?"

নিশি বলল, "তুই জান। আমাদের কি!" বলেই দুলালের দিকে তাকাল, "দুলি, নিচে ওই বেঞ্চিতে বসে ক'টা গরম জিলিপি হবে না কি রে?"

দুলাল বলল, "চ' আগে নিচে নামি।"

রতন আপন মনে সিগারেট খাচ্ছিল। চা টোস্টের পর তার শরীর ঝরঝরে হয়ে উঠেছে। কাল রাত্রে, রতনের মনে হচ্ছিল, পেটের মধ্যে কিছু ছিল না, বমি করে সব উগরে ফেলেছিল, খালি পেটে সারা রাত পড়ে থাকার দরুনই বোধ হয় সকালে কেমন নির্জীব লাগছিল শরীরটা। এখন ভাল লাগছে। রতন বলল, "গরম জিলিপি এখন পাবি না।"

নিশি তাকাল। "কে বলল ?"

"কত বেলা হয়ে গেল জানিস! এখন আর তোদের জন্যে কে গরম জিলিপি রাখবে ?"

"তুই এটা কলকাতার পাড়ার দোকান পেয়েছিস ? দিস্ ইজ্ দীঘা। কত লোক এখন সকালের চা জলখাবার খেতে আসবে জানিস ?"

রতন বলল, "চল্, এখানে আর বসে থেকে কি হবে! একটু বেড়ানো যাক।"

নিশিরা উঠে পড়ল।

কাফেটারিয়ার বাইরে এসে নিশি বলল, "গচ্চা, দুটো টাকা দে জিলিপি খেয়ে আসি।"

গজেন কথাটা শুনেছে এমন কোনো লক্ষণ দেখাল না। বাড়িটার পেছন দিকে, পাশ ঘেঁষে কয়েকটা বেঞ্চি পাতা রয়েছে, গোটা দুয়েক বিশাল চেহারার কুকুর বেঞ্চির কাছে ঘোরাঘুরি করছিল। খদ্দেরের সংখ্যা কম। এক বয়স্কা মহিলা দুটি বাচ্চা নিয়ে বসে বসে কিছু খাচ্ছিলেন; পাজামা পরা রোগা চেহারার এক ভদ্রলোক ফ্যাকাশে নির্জীব একটি মেয়েকে নিয়ে একপাশে বসে আছেন। বোধ হয় খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম নিচ্ছেন।

নিশি আবার বলল, "কিরে, দে, টাকা দে।"

গজেন মাথা নাড়ল। "জিলিপি খাবার খরচা তোমাদের আমি দেব না।"

নিশি দুলালের দিকে তাকাল। "দেখছিস দুলি—?"

দুলাল নিশিকে ডাকল। "আয়....।"

লালি চারপাশে তাকাল। ভিড় যে একেবারে নেই তা বলা যায় না। হাওয়া-খাওয়া দলের অবশিষ্ট এখনও এদিকে ছড়িয়ে রয়েছে; পেছন দিকটা বাজার, থলি হাতে গিন্নী পাশে নিয়ে কেউ কেউ বাজার সেরে ফিরছে, দু এক জনের হাতে মাছ— জেলেদের কাছ থেকে কিনেছে। বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে সামান্য ভিড়, কোনো বাস ছাড়বে বোধ হয়। আকাশটা সেই রকম মেঘলা, বাদলা বাতাসেরও শেষ নেই।

আচমকা রতনের যেন কিছু চোখে পড়ল। চেনা কোনো মুখ। রতন অবাক হয়ে বলল, "আরে, সুশীল মিত্তির না?"

গজেনরা তাকাল।

লালি বলল, "কে সুশীল মিত্তির?"

"ওই যে গাড়ি থেকে নামছে। ধুতি পাঞ্জাবি।"

ধুতি পাঞ্জাবি পরা মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নামার পর এক মহিলাও নেমে এলেন। ড্রাইভার গাড়িটাকে সামান্য এগিয়ে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল।

গজেন বলল, "তোর পাড়ার লোক?"

"পাশের পাড়া। কাউন্সিলার।"

লালি অবজ্ঞার গলায় বলল, "কাউন্সিলার! রাবিশ! ভেরাণ্ডা....! মিনিস্টার হলে না হয় বলতিস!"

গজেন সন্দেহের গলায় বলল, "সঙ্গে বউ নাকি?"

রতন ঠিক বুঝতে পারল না। মানুষের অনুমান বলে একটা স্বাভাবিক বোধ আছে, সুশীল মিত্তির আর তার সঙ্গের মহিলাকে দেখলে স্বামীস্ত্রী বলে মনে হয় না। মহিলা কিছুটা বয়স্কা, তবু সুশীল মিত্তিরের বয়েসের কাছাকাছি নয়। হালকা রঙের শাড়ি, মাথার চুল পিঠময় ছড়ানো, বাসী প্রসাধন এখনও মুখে লেগে আছে। ডাগর চোখ। মহিলার হাতে রঙচঙে একটা প্লাসটিকের ব্যাগ।

সুশীল মিত্তির দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল, চারদিক তাকিয়ে দেখল, তারপর কি যেন বলল মহিলাকে। মহিলা লতা-পাতা আঁকা ব্যাগটা সুশীল মিত্তিরের হাতে দিল। তারপর দু জনেই সমুদ্রের দিকে পা বাড়াল।

লালি বলল, "ব্যেটা কিসের কারবার করে রে? লোহা না সিমেন্ট?"

রতন বলল, "উকিল।"

"সাব্বাস! ইনকাম ট্যাক্সের বোধ হয়।"

"ক্রিমিন্যাল প্রাকটিশ।"

"ও শালাকে দেখলেই তো পাক্কা ক্রিমিন্যাল মনে হয়।"

"লোকটা খুব ঘুঘু। শালার নামে কান্ট্রি লিকার শপ চালায় দুটো।"

"কটা বউ?" লালি আবার একটা সিগারেট ধরাল।

"আগে একটা ছিল; পুড়ে মারা গেছে। এখন লিগ্যালি একটা...."

গজেন হঠাৎ বলল, "লালি, মিনিস্টার, এম এল এ, কাউন্সিলারদের একটা স্ল্যাব ঠিক করে দেওয়া উচিত, তার বেশী বিয়ে চলবে না।"

লালি বলল, "বিয়ে না চলুক ইয়ে তো চলবে...."

তিনজনে হেসে উঠল।

নিশিরা ফিরে এল। জিলিপি নেই। ল্যাংচা ছিল। মাত্র চারটে করে খেয়েছে।

দুলাল বলল, "চ' একটু সমুদ্র দর্শন করে আসি।"

নিশি বলল, "দর্শন, প্রত্যাবর্তন, আবার স্নানের জন্যে গমন—অত পারব না। হয় ওদিকে কোথাও চল, একটা চক্কর মেরে বাড়ি যাব, তারপর সমুদ্রে গা চুবিয়ে একেবারে খেয়ে-দেয়ে বাড়ি ফিরব। বার বার এই আসা যাওয়া ভাল লাগে না।"

লালি বলল, "সবাই শালা। বার বার করছে তোর মত একবার।" বলে লালি চোখ টিপল।

গজেন বলল, "তোরা যা, আমি আর রতন একবার বাড়ির দিকে যাব।"

"কেন?"

"কাজ আছে। মালি একটা লোক দেবে, ঘরদোর পরিষ্কার করাব।"

দুলাল কি যেন ভাবল, বলল, "তা হলে তোরা এক কাজ করিস, আমাদের কাপড় চোপড়, গামছা তোয়ালে নিয়ে আসিস। আমরা এদিক ওদিক ঘুরে সি-বীচে থাকব।"

গজেন মাথা নাড়ল, "কোথায় তোদের খুঁজে পাব তার ঠিক নেই—।"

"পাবি; এ দিকেই থাকব।"

গজেন রতনকে ডেকে রাস্তার দিকে পা বাড়াল।

নিশিরা খুপরি দোকানগুলোর পাশ কাটিয়ে অন্য দিকে চলে গেল।

আকাশের একটা দিক আবার কালো হয়ে আসছিল। বৃষ্টি আসবে নাকি মেঘটা ভেঙে গিয়ে বাতাসের টানে চারপাশে ছড়িয়ে পড়বে বোঝা যাচ্ছিল না। নিশিরা বাঁধানো উঁচু জায়গাটায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। ডানদিকে চালার তলায় চায়ের দোকান, মোটা মতন এক ভদ্রলোক কাঠের চেয়ারে বসে, টেবিলের ওপর ক্যামেরা, কাছাকাছি একটা বাচ্চা দাঁড়িয়ে, ছটফট করছিল। অন্য চেয়ারে শীর্ণ চেহারার এক প্রৌঢ়, গলার কাছে ছাই রঙের মাফলার, নির্বিকার চোখে স্থূলাঙ্গী একটি মেয়েকে দেখছিলেন। মেয়েটি সদ্য স্নান সেরে এসেছে, গায়ে মোটা তোয়ালে জড়ানো, পায়ের দিকের শাড়ি লেপটে আছে, কারও জন্যে অপেক্ষা করছিল।

লালিরা আর দাঁড়াল না, পেছন দিকের ঢালু জমি দিয়ে বালির মধ্যে নেমে পড়ল।

নিশি বলল, "তুলি, দীঘায় একটা হোটেল খুলবি ?"

দুলাল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল। একটা ছোটখাট দল দূরে স্নান করতে নেমে খুব হুল্লোড় করছে। হোটেল খোলার কথায় দুলালের বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য এল না। বলল, "কেন ?"

"হোটেল বিজনেস্‌টা এখানে ভালই চলে।"

"তুই খোল।"

লালি মজা করে বলল, "খুলিস না, মার খেয়ে যাবি।"

"কেন ?"

"এখানে হেভি কম্পিটিশান, তুই বেটা কম্পিটিশানে পারবি না। তোর নিশি-হোটেল দু'দিনেই উঠে যাবে।

নিশি যেন ঠাট্টার ব্যাপারটা অন্যভাবে নিল, বেশ গম্ভীর গলায় বলল, "কি ধরনের কম্পিটিশানের কথা বলছিস্? ফেয়ার আর আনফেয়ার ?"

লালি কিছু বলার আগেই দুলাল একটা দিকে হাত তুলে দেখাল। "দেখ, শালা কারবার দেখ।"

নিশিরা তাকাল। সমুদ্রের ধারে, বালিতে এক জোড়া ছেলে-মেয়ে। দুজনেই সাঁতারের পোশাক পরছে, সামান্য তফাতে বালির ওপর একটা কিটস্ ব্যাগ, বড় বড় তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে পোশাক পালটে তারা স্নান করতে নামবে, বাতাসে তোয়ালে উড়ে যাচ্ছিল, মেয়েটা সামান্য অসুবিধে বোধ করলেও খাটো পোশাক পরে নিয়েছে, তফাত থেকে কেউ কেউ তাদের দেখছে।

নিশি বলল, "নন বেঙ্গলী।"

"কি করে বুঝলি ?"

"ফিগার।"

দুলাল তখনও সাঁতারুদের দিকে তাকিয়ে। তার মনে হল, সাঁতারের পোশাকটা ওরা ভেতরে পরেই এসেছিল, এখানে ওপরকার জামাটা কিটস্ ব্যাগে রেখে দিল। দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না ওরা বাঙালী না অবাঙালী। নিশি কেমন করে ফিগার

দেখল কে জানে। দুলাল বলল, "তুই শালা ফিগার এক্সপার্ট হয়ে গিয়েছিস।"

নিশি দুলালের অজ্ঞতায় যেন মর্মাহত হয়েছে এমন গলা করে বলল, "বাঙালী মেয়ের ওরকম টল্, স্লিম ফিগার হয়! বলিস কি! বাঙালী মেয়ে মানেই উদর আর ভূদর, বিশ পেরোলেই নধর।"

লালি ভীষণ জোরে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, "ভূদর কোনটা রে নিশি?"

নিশি গম্ভীরভাবে বলল, "পশ্চাৎ....।"

সাঁতারুরা ততক্ষণে জলের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে, তাদের কিটস্ ব্যাগ এমন জায়গায় রাখা যেখানে ঢেউ এসে পৌঁছবে না।

দুলাল ওদের দেখছিল। মেয়েটা মাথায় লম্বা, ছিপছিপে গড়ন বলেই মনে হয়; ছেলেটার গালে চাপ দাড়ি, লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান চেহারা। দুলাল বলল, "আজকাল বাঙালী অবাঙালী বোঝা যায় না। বাঙালীরা অবাঙালী হয়ে যাচ্ছে।"

লালি বলল, "নিশি, তুই চলে যা সাঁতার কেটে আয়।"

সাঁতারুদের ওপর আর কোনো কৌতূহল ওদের আছে এমন মনে হল না; আবার তারা হাঁটতে লাগল। বালি ভিজে, নরম; কোথাও কোথাও নোংরা পড়ে রয়েছে; বিশ্রী চেহারার পচা টেপা মাছ, আঁশটে গন্ধ উঠছিল।

দুলাল কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে গেল। প্রায় চুপচাপ নিশির পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

লালি বলল, "যাই বলিস, বীচ্‌টা বড় ডার্টি; কলকাতার ফুটপাথ।"

নিশি বলল, "এ ভাই বাঙালীর স্বভাব। আমরা সব সময় ডার্টি।"

"তোকে বেটা হঠাৎ বাঙালীতে পেল কেন।"

"মাঝে মাঝে পায়, জাতীয় বোধ বলতে পারিস," নিশি বেশ

গম্ভীর হয়ে বলল, "স্বজাতির জন্যে দুঃখ হয় রে লালি! আহা, রামমোহন বিদ্যাসাগরের দেশ...."

দুলাল বিরক্ত হয়ে বলল, "থাম্, পেঁয়াজি মারিস না।"

নিশি হেসে ফেলল। "তুই চটে যাচ্ছিস কেন?"

দুলাল কিছু বলল না।

আরও খানিকটা হেঁটে এসে লালিরা দেখল, মাছ বিক্রির একটা ছোটখাটো ভিড় জমেছে। পাঁচ সাত জন গোল হয়ে দাঁড়িয়ে মাছ দেখছে, দর করছে। নিশি একবার গলা বাড়িয়ে ব্যাপারটা বুঝে নিল।

"লালি মাছ খাবি?"

"মাছ?"

"কাঁচা নয় শালা, ভাজা। কিনে নিয়ে গেলে বাজারে দোকান আছে, কেটেকুটে ভেজে দেবে।"

লালি ঠোক্কর মেরে বলল, "এও শালা বেঙ্গলী হ্যাবিট, মাছের আঁশ দেখলেই ছোটে।"

নিশি হাসতে হাসতে বলল, "ঠিক বলেছিস; কিন্তু বাঙালদের হ্যাবিট আরও খারাপ—আঁশও দেখে না মাথায় ঝুড়ি দেখলেই ছোটে।"

লালি বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল। "সো হোয়াট?"

"কাল তুই নিজেকে বাঙাল বলে ক্লেম করছিলি, তুই বাঙাল নোস্; রিয়েল বাঙাল মাছ ফেলে ফালতু সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে বেড়ায় না।"

লালি নিশির পেছনে আলগা করে লাথি মারল, "শালা ঘটি, খাওয়া ছাড়া কথা নেই।"

নিশি হাসতে লাগল। তারা অলসভাবে হাঁটতে লাগল আবার। আকাশের একপাশে জমে থাকা কালচে মেঘটা ধীরে ধীরে ভেঙে যাচ্ছে, ভেঙে দুপাশে এগিয়ে আসছিল। ধূসর এবং ম্লান আলো মাঝে মাঝে আরও নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছিল। সমুদ্রতীর গাঢ় মেঘলায় আচ্ছন্ন। কাছাকাছি একটা জেলেডিঙি তীরে তোলা হচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে লালি বলল, "দুলি ?"

"বল্ ।"

"তোর হল কি, চুপ মেরে গেলি ?"

"কিছু না।"

"না কিরে ? ফিগার দেখে আপসেট হয়ে গেলি ?"

দুলাল মাথা নাড়ল। না।

নিশি ঠাট্টা করে বলল, "দুলি, তুই না কোন্ আখড়ায় ঢুকে কিছুদিন খুব ফিগার করছিলি "

দুলাল কোনো জবাব দিল না। তার ভাল লাগছিল না কথা বলতে। কেন যে ভাল লাগছে না তা সে বুঝতে পারছিল। ওই যে লোকটা, সাঁতারের পোশাক পরে মেয়ে নিয়ে সাঁতার কাটতে নেমে গেল তার সঙ্গে দুলালের ছোট ভাই সুলালের কোনো মিল নেই। সুলাল লম্বা চওড়ায় লোকটার কাছাকাছি যায় না। মিল শুধু দাড়িতে। লোকটাকে কাছাকাছি থেকে দুলাল দেখে নি, তবু সে বুঝতে পারছিল, চাপ দাড়ি বেশ শখ করে গালে জমিয়ে রাখছে লোকটা। ভাল সেলুনে পয়সা খরচ করে ক্লিপ চালায়। দাড়িতে কিছু মাখে কিনা কে জানে। সুলালও এই ধরনের দাড়ি রাখতে শুরু করেছিল। তার দাড়ি অবশ্য বাহারী হয় নি। হবার কথাও নয়। সুলালের হাড় ওঠা সরু মুখে, হলদেটে চোখ, শক্ত শক্ত চেহারা দাড়ির জন্য সুশ্রী হয়ে ওঠে নি, ভাঙা গাল চাপা পড়ে গিয়েছিল এই মাত্র। মা দাড়িফাঁড়ি রাখা পছন্দ করত না। সুলালকে দেখলেই মার চোখ মুখ ঘেন্নায় কুঁচকে উঠত, ভাল করে তাকাত না সুলালের দিকে। অথচ মা কিছু বলত না। সুলাল যে বলার বাইরে চলে গেছে মার সেটা জানা ছিল। তা ছাড়া, বাড়িতে ছেলেমেয়েরা কে কি করছে, কেমন করে থাকছে এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার আছে বলে মা কোনো দিনই মনে করে নি। বাবাকেও মা তফাতে রেখেছে। মার ঘরে ঢোকার অধিকারই নেই। সুলাল যখন পুলিশের হাতে ধরা পড়ল, বাবা বাড়ির মধ্যে যাত্রার ঢঙে খানিকক্ষণ

চেঁচাল, কাঁদল, বার কয়েক ওপর নিচ করল, তারপর জামা গায়ে চাপিয়ে পাড়ার ডাক্তারকে ব্লাড প্রেশার দেখাতে বেরিয়ে গেল। মা একেবারে চুপচাপ, ছটফট করল না, কান্নাকাটি করল না, এমন কি জিজ্ঞেসও করল না, সুলালকে কোনো থানায় কিংবা লাল বাজারে ধরে নিয়ে গেছে কিনা ? সমস্ত ব্যাপারটা যেন এমন কিছু যার সঙ্গে মার কোনো সম্পর্ক নেই, সুলাল জেলে যাক অথবা বাড়িতে থাক— কিছুই যায় আসে না মার।

দুলালের সেদিন মাকে আরও অসহ্য মনে হয়েছিল। ভাল লাগার মতন মার কিছু আছে—দুলাল কোনো দিনই মনে করে না। নিজের মাকে সে চেনে। দুলাল জানে, মা এবং বাবার মধ্যে যে দাম্পত্য জীবন কোনো এক সময় শুরু হয়েছিল তার জের হিসেবে তারা তিন ভাই বোন প্রায় গায়ে গায়ে জন্মে গেছে ; এই সন্তান ধারণটুকু বাদ দিলে মা বাবার দাম্পত্য জীবনের মধ্যে এমন কিছু নেই যাতে মনে হতে পারে দুলালদের মা-বাবার সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর। মা আলাদা, বাবা আলাদা। ছেলেমেয়েরাও যে যার মতন। বাবাকে মা অনেক কাল আগেই নিজের ঘর থেকে তাড়িয়ে বারান্দার শেষ ঘরটায় পাঠিয়ে দিয়েছে। মার পাশের ছোট ঘর নিয়েছে দিদি। নিচের ঘরে দুলাল আর সুলাল। সুলাল এখন নেই, দুলাল একা— রান্নাঘর আর কলতলার পাশে স্যাঁতসেঁতে ঘরটায় পড়ে আছে।.... তা থাক, তাতে তার দুঃখ নেই। তবে, সেদিন, সুলালকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবার দিন দুলাল মার ব্যবহার দেখে থমকে গিয়েছিল। আঘাতটা তার খুব লেগেছিল। সুলালের সঙ্গে তার সম্পর্ক, ভাই হলেও, অনেক দিন ধরেই ছাড়া ছাড়া হয়ে গিয়েছিল। ভাইয়ের জন্যে যে দুলালের প্রচণ্ড টান বা ভালবাসা ছিল তাও নয়। এমন কি দুলাল যখন জানতে পেরেছিল সুলাল কাদের সঙ্গে মেলামেশা করে কোথায় কোথায় কি করে বেড়াচ্ছে তখনও সে সুলালকে কিছু বলে নি। বলার দরকার করত না। দুলালকে পুলিশে ধরবে এ একরকম জানা কথা ছিল। তবু সুলাল যখন ধরা পড়ল আর মা

কোনো রকম দুশ্চিন্তা বোধ করল না, ব্যস্ত হল না, কাঁদল না, রাগ দুঃখ প্রকাশ করল না—তখন দুলালের মনে হল, সুলাল মার কাছে হয়ত বরাবরই অযাচিত ছিল। অপ্রয়োজনীয়। সে নিজে এবং দিদিও যে অযাচিত নয় কে বলবে? দিদি তো বোকা। কেন কে জানে, সুলালের জন্যে সেদিন যথার্থ দুঃখ বোধ করছিল দুলাল। বোধহয় মার এই নির্মমতা, ঔদাসীন্য দুলালকে কোথাও ভীষণ আঘাত দিয়েছিল। নিজের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সুলালের প্রতি মার এমন নিস্পৃহ মনোভাব দেখে দুলালের মনে হয়েছিল, মা তার ছেলেমেয়েদের জন্যে কোথাও কোনো দুর্বলতা বোধ করে নি। কে বাঁচল, কে মরল তাতে কিছুই আসে যায় না মার। এসব কথা ভাবতে ভাবতে দুলালের হঠাৎ সুলালের ওপর কেমন এক মমতা জেগে উঠেছিল। তার কেমন ধারণা হয়ে গেল, সুলালের নিজের বলতে বাস্তবিক আর যখন কেউ নেই; তখন ভাইয়ের জন্যে দুলালের কিছু একটা থাকা উচিত। প্রথম দিকের এই আবেগ বেশীদিন থাকল না। কিন্তু তারপর থেকে মাঝে মাঝে, হঠাৎ হঠাৎ তার সুলালের কথা মনে পড়ে যায়। যেমন এখন পড়ল। মনে পড়লেই দুলাল প্রাণপণে ভাইয়ের সঙ্গে একটা আবেগের সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে, কখনও পারে, কখন পারে না। না পারলে দুঃখ পায়।

সমুদ্রের তীর দিয়ে লালিরা অনেকটা চলে এসেছিল। ঝাউবন সামনে। এদিকে লোকজন বিশেষ চোখে পড়ছে না। শঙ্খচিলের মতন ক'টা পাখি মাথার ওপর ঘুরপাক খেতে খেতে নেমে আসছিল। আকাশের রঙ হঠাৎ ঘন কালো হয়ে গিয়েছে আবার। বৃষ্টি আসার মতন দেখাচ্ছিল।

নিশি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "লালি, বৃষ্টি আসতে পারে।"

লালি সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে দিতে দিতে বলল, "ফিরে চল। ডাহা ভিজতে হবে।"

নিশি তুলালের দিকে তাকাল। "কিরে ?"

তুলাল এতোক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। বলল, "চল, ফিরি।"

তিন জনে ফিরতে লাগল।

ফিরতে ফিরতে লালি বলল, "শর্ট কাট কর। বালিয়াড়ি দিয়ে উঠে পড়ব।"

জোরে জোরে পা চালাবার সুযোগ বেশীক্ষণ হল না, আচমকা ঝাপটা দিয়ে বৃষ্টি এসে গেল। বড় বড় ফোঁটা, যেন মেঘের তলায় সাদা রঙের মোটা বিশাল একটা চাদর সমুদ্র আকাশ মাটি সব একাকার করে উড়ছে বাতাসে।

লালিরা দৌড়তে লাগল। দৌড়তে দৌড়তে দেখল দূরে সমুদ্র তীর দিয়ে সকলেই দৌড়ে যাচ্ছে। যারা স্নান করছিল তারাও লাফালাফি করতে করতে বালিতে উঠে এসে ভিজে চেহারায় ছুটছে। মেয়েদের ভিজে কাপড় গায়ে লেপটে আছে। ছুটতে পারছে না। একেবারে ধূসর হয়ে গেল সব বৃষ্টিতে। সমুদ্র আর যেন দেখাও যায় না।

নিশিরা ভিজে চুপসে গিয়েছিল।

ছুটতে ছুটতে লালি বলল, "দূর শালা, এভাবে ছোটা যায় নাকি! দম ফুরিয়ে যাচ্ছে। ফরনাথিং দম খরচ করে কি হবে!"

নিশি বলল, "তা হলে কি হেঁটে হেঁটে যাবি ?"

"তাই চল।"

তুলাল তখনও ছুটছিল। বৃষ্টির প্রবল ধারায় সে পুরোপুরি ভিজে গেছে, প্যাণ্ট জামা সপসপ করছে, জল গড়িয়ে পড়ছে সর্বাঙ্গ দিয়ে, মাথার চুল কপালে লেপটে আছে, জলের ঠাণ্ডা তার নাকমুখ চোখে যেন ধীরে ধীরে জমে বসছিল। আরাম লাগছিল তুলালের। বালির মধ্যে লাফাতে লাফাতে তুলাল ছুটছিল, ছুটতে ছুটতে মুখ হাঁ করে বৃষ্টির জল খাবার চেষ্টা করছিল।

চার

দুপুরের বাসে অংশু এল। বাস স্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করছিল গজেনরা। বাস থেকে নামার পর অংশুর সঙ্গীদের আঁচ করে নিতে পারল ওরা। বছর তিরিশ কি বত্রিশের একটি মেয়ে, নিশ্চয় অংশুর সেই পাড়ার দিদি, আর তার চেয়েও বেশ কিছু কম বয়েসের আরও একজন, চোখে চশমা, ঘন রঙের শাড়ি পরনে।

অংশু গজেনদের দেখতে পেয়ে ডান হাতটা মাথার ওপর তুলে তার আবির্ভাব ঘোষণা করল যেন। গজেনও হাত তুলল। অংশু তার সঙ্গিনীদের সুটকেশ-টুটকেশ নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

লালি নিশির কাঁধের কাছে খোঁচা মারল। "জোড়া নাকি রে?"

নিশি যেন নিজে তখনও তেমন নিশ্চিত নয় এমন গলা করে বলল, "বেজোড়ও হতে পারে, বুঝতে পারছি না।" বলে আঙুল দিয়ে তিন দেখাল, চশমা পরা মেয়েটির হাত খানেক তফাতে আরও একজন মেয়ে দাঁড়িয়ে।

সরকারী বাস থেকে সাত আট জন মেয়ে বউ নেমেছে, কে যে কার সঙ্গে এসেছে তখনও ভাল করে বোঝা যাচ্ছিল না। মালপত্র নামাচ্ছে পুরুষরা, মেয়েরাও সাহায্য করছে। একটা বাচ্চা ছেলে ওরই মধ্যে সরে গিয়ে প্যাণ্টের বোতাম খুলে ফেলেছে, তার মা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে, কাঁধে ফ্ল্যাস্ক, হাতে ব্যাগ। মহিলা স্বামীর সঙ্গে কথা বলছেন।

বেলার দিকের সেই বৃষ্টির পর আকাশ অনেকটা পরিষ্কার। রাস্তা ভিজে। কোথাও কোথাও গর্তের মধ্যে জল জমে আছে। গজেনরা হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে পান চিবোতে চিবোতে বাস স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়িয়েছিল সামান্য আগে। মিনিট পনেরো দেরি করেছে বাসটা।

অংশু এগিয়ে এল। "রাস্তায় কি বৃষ্টি মাইরি।"

"এখানেও হয়ে গেছে এক পশলা," গজেন বলল, "জোর বৃষ্টি।"

"কাল থেকেই এই চলছে বুঝলি," নিশি বলল, "এসে পর্যন্ত মেঘ বৃষ্টি ঝড় আর গচ্চায় পেঁয়াজি। লাইফ হেল্ হয়ে গেল।"

অংশু বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে হাসল। "যাক্, এখন কি করতে হবে বল? ইভাদিকে নিয়ে যেতে হবে সৈকতাবাসে। সেটা কোথায়?"

দুলাল হাত তুলে সৈকতাবাসের দিকটা দেখাল।

নিশি বলল, "তুই ক'জনকে এনেছিস রে? দুই না তিন?"

অংশু সামান্য থতমত খেয়ে গিয়েছিল, তারপর হেসে ফেলল। "দুজন।"

"এখানে রিসেপসান আছে—! যাবি?" রতন জিজ্ঞেস করল।

দুলাল মাথা নাড়ল। "রিসেপসানে গিয়ে কি হবে? সৈকতাবাসে চল। সিট্ বুক করা আছে তো?"

"হ্যাঁ; কলকাতা থেকেই করা আছে।"

"তবে আর কি!"

লালি আড়চোখে অংশুকে দেখতে দেখতে মজার গলা করে বলল, "তোরও বুকিং করা আছে নাকি রে, অংশু?"

অংশু হাসল। "না। এই এক ঝামেলায় পড়ে গেলাম মাইরি। ইভাদি ধরল—বলল এক সঙ্গে চলো, আমি দীঘায় যাই নি আগে...., কি করব...."

"কিছু করতে হবে না তোকে; যা—তোর ইভাদি ডাকছে....

ইভা ঠিক ডাকছিল না, অংশুর দিকে তাকিয়ে ছিল, তাকিয়ে তাকিয়ে গজেনদের দেখছিল, অপেক্ষা করছিল। এখন বোঝা যাচ্ছিল, অংশুর সঙ্গে দুটি মেয়ে এসেছে, তৃতীয় মেয়েটি অন্য দিকে চলে গেছে।

অংশু এগিয়ে গেল।

লালি বলল, "বড়টা ইভা, ছোটটা কি হবে রে?"

রতন চট করে বলল, "বিভা!"

নিশি মজা করে বলল, "তোর ব্রেন খুলে যাচ্ছে রতনা, টপটপ মিল দিয়ে ফেলছিস।"

দুলাল বলল, "অংশু ডাকছে....।"

গজেন এগিয়ে গেল।

ইভারা যে যার জিনিস তুলে নিতে যাচ্ছিল তার আগেই গজেন কাছাকাছি এসে গেল।

"একটা রিকশা করলেই তো হয়," ইভা বলল।

গজেন ততক্ষণে সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

অংশু গজেনকে বলল, "হ্যাঁরে, রিকশা করতে হবে নাকি ?"

"কোনো দরকার নেই। কাছেই তো।"

"তবে তুই ওটা ধর।....আর কাউকে ডাক না—দুলিকে ডাক...."

অংশু হাত নেড়ে দুলিকে ডাকতে লাগল।

ইভা আবার বলল, "কি দরকার, আহা এঁদের কষ্ট দেওয়া। একটা মুটেটুটে পাওয়া যাবে না ! রিকশাও রয়েছে।"

গজেন বলল, "ওই তো সৈকতাবাস, অকারণ রিকশা করে কি করবেন।"

দুলাল এসে গেল।

মালপত্র তেমন কিছু নয়। গোটা দুয়েক মাঝারী স্যুটকেস, একটা ছোট হোল্ডঅল, কাপড়ের ঝোলা, প্লাস্টিকের বালতি ব্যাগ। অংশুর নিজের স্যুটকেসটা আরও ছোট।

গজেন, দুলাল, অংশু সবই তুলে নিল—নিয়ে হাঁটতে লাগল। লালিরা পেছনে। সামান্য এগিয়ে অংশু দাঁড়িয়ে পড়ে লালিদের ডাকতে লাগল।

লালিরা কাছাকাছি এলে অংশু ইভাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল বন্ধুদের। ইভার পরিচয় পরে দিল। অন্য মেয়েটির নাম রুমা।

সৈকতাবাসের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ইভা বলল, "এখানেও ঝড় বৃষ্টি চলছে ?"

"কাল থেকেই," নিশি বলল, "আমরা এসে পর্যন্ত সমানে ঝড় বৃষ্টি চলছে।"

"কলকাতাতেও," ইভা বলল, "কাল সন্ধ্যেবেলায় খুব বৃষ্টি হয়েছে। আমাদের তো ভয়ই হয়েছিল, কি করে অত সকালে এসপ্লানেডে এসে বাস ধরব আজ!"

গজেন মুখ ফিরিয়ে নিশির দিকে তাকাল। তার চোখের ভাব দেখে মনে হল, সে যেন বলছে—কি রে আমায় তো খুব নিচ্ছিলি, কলকাতাতেও তো বৃষ্টি হচ্ছে।

নিশি বলল, "রেডিয়োয় নাকি বলেছে সাইক্লোন আসছে...."

"সাইক্লোন! কি জানি! রেডিয়ো শুনি নি। এখানে আসবার সময় রাস্তায় দেখলাম বেশ বৃষ্টি হচ্ছে।"

লালিরা কয়েক পা পিছিয়ে ছিল; লালি, তুলাল, রতন। লালি ইভাদের দেখছিল পেছন থেকে। ইভার হাঁটার ভঙ্গির মধ্যে কোথায় যেন লোভনীয় কিছু আছে। পা টেনে টেনে, কোমর বড় বেশী তুলিয়ে সে হাঁটে। শরীরের গড়ন মোটামুটি গোলগাল হলেও ইভার পেছনের দিকটা বেশ ভারী, মেরুদণ্ডের নিচের দিকটা গর্ত হয়ে আছে, কোমর মোটা, তুদিক থেকে খাঁজ পড়েছে মোটা হয়ে। হাঁটার সময় ইভার পেছন তুপাশে তুলে তুলে উঠছিল। তার কোমরের খাঁজ স্পষ্টই চোখে পড়ে। নাইলনের ছাপা শাড়ি, আঁট করে শরীরে জড়ানো, কোমর পুরোপুরি খোলা রেখে নাভির তলায় শাড়ি পরেছে। জামার হাত নেই। ঘি রঙের নাইলনের শাড়ির সঙ্গে কমলা রঙের ব্লাউজ ভালই দেখাচ্ছিল। শাড়ির গায়ে হালকা করে ফুলের ছাপ—কমলা আর নীল রঙের।

লালি যেন মজা পাচ্ছিল। ইভাকে দেখে তার ধারণা হয়ে যাচ্ছিল, অংশু যা বলছে তা নয়। এই মেয়ে একলাই সব চষে বেড়াতে পারে, দীঘা আসার জন্যে অংশুকে আঁকড়ে ধরার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

রুমাকেও লালি দেখেছে। ছিপছিপে চেহারা, ফরসা রঙ।

ইভার রঙ আধ-ফরসা। রুমার গায়ের রঙ ফরসা হলেও উজ্জ্বল নয়, ঘোলাটে মতন। লম্বাটে গড়ন, রোগা রোগা হাত, বাঁ হাতে ঘড়ি, ডান হাতে মোটা একটা বালা, সোনার নয়, পলার, অন্তত চোখে সেরকম দেখাচ্ছিল। রুমার মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত, বাড়তিটা ছেঁটে ফেলেছে। চোখের চশমাটাও কায়দার। একেবারে সাদাটে রঙের চশমা, চোখে গর্তের মাপে মাপে, ঠিক চোখটুকু ঢেকে আছে, কাচটা পুরু। রুমা ইভার পাশে পাশে হাঁটছিল, তার পায়ের দিকের শাড়ি মাটি লুটিয়ে যাচ্ছে। কাঁধে শৌখিন ব্যাগ, একটা ক্যামেরাও ঝুলছে।

লালি দুলালের গা টিপে বলল, "ছুটকিটাকে ডাঁটো মনে হচ্ছে রে!"

দুলাল অস্বীকার করল না।

রতন বলল, "কি করে বল তো?"

লালি মজা করে হেসে বলল. "কি আর করবে! মেয়েদের কিছু করতে হয় না।"

সৈকতাবাসের কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়েছিল ওরা। বেয়াড়া ধরনের দুটো কুকুর এক পাশে শুয়ে ছিল। দুপুর বলে সৈকতাবাস খানিকটা ঝিমিয়ে পড়েছে। মেঘলা দুপুরে আলস্য ধরার মতন মনে হচ্ছিল। দোতলার ব্যালকনিতে দুটি বউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুল শুকোচ্ছে, এক বয়স্ক ভদ্রলোক পাইপ মুখে দিয়ে কাগজ পড়ছেন, নিচে কোথাও রেডিয়ো বাজছিল, একটা লোক ডাব বিক্রি করতে এসেছে, এক মহিলা ডাব মুখে তুলে লাস্য করছেন। ছোটখাটো জিনিস ব্যালকনির গায়ে শুকোতে দিয়েছে কেউ কেউ।

অংশুদের মতন আরও কেউ কেউ কলকাতার বাসে এসে সৈকতাবাসে পৌঁছে গিয়েছিল।

গজেন ডাকল, "এদিকে।"

ডান দিকে এগিয়ে গেল ইভারা।

রিসেপসানে সামান্য ভিড়। দু একজনের ধারণা ছিল, দীঘায়

এলে ঘরটর পেয়ে যাবে। সৈকতাবাসে ঘর নেই। প্রচণ্ড ভিড় চলছে।

ইভা ব্যাগ খুলে তার বুকিংয়ের কাগজপত্র বের করতে লাগল। অংশু আর গজেন কাউন্টারে দাঁড়িয়ে।

লালিরা সোফায় বসে পড়েছিল। রুমা হালকা চোখে চার-পাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

ঘর পেয়ে গেল ইভা। নিচের তলার ঘর। আপত্তি করে বলল, "নিচের ঘর ?"

কাউন্টারের ওপাশ থেকে ছোকরা মতন লোকটি বলল, "এখন বড় রাশ ; বুকিং ছিল বলে পেয়ে গেলেন।....আপনাদের ঘরটা ভাল, একেবারে ইস্ট সাইডে ; কোনো অসুবিধে হবে না।"

সইসাবুদ শেষ হয়ে গিয়েছিল ইভার।

সৈকতাবাসের লোক চাবি নিয়ে ঘর খুলে দিতে চলল।

ইভাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে ফেরার সময় অংশু বলল, "চান করতে হবে মাইরি, সাত আধ ঘণ্টা বাসে....।"

গজেন বলল, "বাড়িতে চান করে নিবি !"

রতন বলল, "তুই খাবি কি ? দুটো বেজে গিয়েছে।"

অংশুর খিদে পেয়েছিল, "কিছু রাখিস নি ?"

"কি রাখব ! তুই শেষ পর্যন্ত আসবি কিনা তার ঠিক নেই...."

"বাঃ আসব না মানে ! তোরা ভেবেছিস কি !"

দুলাল হেসে বলল, "এ বেলা উপোস মেরে দে....।"

গজেন কি ভেবে বলল, "এখন হোটেলে যাবি ? ভাতফাত পাই কি না বলতে পারছি না।"

লালি রসিকতা করে বলল, "সারাটা রাস্তা তোর ইভাদি তোকে কিছু খাওয়াল না ? কী দিদি মাইরি।"

অংশু বলল, "রাস্তায় চা-ফা খেয়েছি।....পেট জ্বলে যাচ্ছে...."

গজেন বলল, "তা হলে চ, কিছু খেয়ে নিবি, তারপর বাড়ি ফিরব।"

রতন বলল, "আবার ওকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবি! আমরা বরং খাবার-টাবার যোগাড় করে নিয়ে আসি।"

অংশুর মুখ দেখে মনে হল, আপাতত তার হোটেলে যাবার ইচ্ছে নেই, রতনের প্রস্তাবটাই তার পছন্দ।

অংশু বলল, "কাছাকাছি একটা দোকান থেকে কিছু নিয়ে আয় ভাই; পেটে কিছু না পড়লে আলসার ফেটে যাবে।"

রতন গজেনকে ডাকল, "চল্।"

গজেন আপত্তি করল না।

লালিরা অংশুকে নিয়ে এগুতে লাগল।

হাঁটতে হাঁটতে অংশু বলল, "তোরা কেমন বাড়ি পেয়েছিস?"

"ফাইন," লালি বলল। "আমরা ভেবেছিলাম, তুই দিদিদের নিয়ে আমাদের গেস্ট হবি।" বলে লালি হাসল।

নিশি বলল, "অংশু, হু ইজ দিস ইভাদি?"

"আমার এক দিদির বন্ধু।"

"কোথায় থাকে? তোদের পাড়ায়?"

"কাছাকাছি। কেন?"

"কি করে রে?"

"চাকরি। নিউ সেক্রেটারিয়েটে।"

লালি জিজ্ঞেস করল, "আর ওই ছুটকিটা—রুমা?"

"আর্ট কলেজে পড়ে।"

"আরে ব্বাস! আর্ট কলেজ! তাই তো ভাবি শালা অমন টেলারিং কোথ্ থেকে হল?"

নিশি বলল, "কে হয় ও তোর ইভাদির?"

"কেউ না। রুমাদের বাড়িতে ইভাদিরা ভাড়াটে। ভাল রিলেসান রয়েছে।"

দুলাল বলল, "মেয়েটাকে আমি আগে দেখেছি।"

"দেখেছিস ? কোথায় ?"

"মনে করতে পারছি না। কোথায় যেন দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে...."

"স্বপ্নে দেখেছিস—স্বপ্নে," নিশি সান্ত্বনা দেবার ঢঙে বলল, "নট্ ইন্ রিয়ালিটি। এ সব আর্টের ব্যাপার ভাই, তোর এরিয়ায় পড়ে না।"

দুলাল কিছু বলল না। মেয়েটাকে কোথায় দেখেছে ভাবতে লাগল।

অংশু হাঁটতে হাঁটতে চারদিকে তাকাচ্ছিল। সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না, বালিয়াড়ির আড়ালে ঢাকা পড়েছে ; ঝাউবন দেখা যাচ্ছিল দূরে ; ধোঁয়াটে রঙের মেঘ ঝাউবনের মাথায় ; একরাশ বক উড়ে যাচ্ছে।

"এই জায়গাটার নাম কিরে ?" অংশু জিজ্ঞেস করল।

"ব্যারিস্টারস কলোনী," নিশি বলল।

"আচ্ছা! বিগ্ ব্যাপার। বাড়ি-ফাড়ি তো বেশী নেই।"

"কোথ্ থেকে থাকবে ?" লালি মজার গলায় বলল, "আজকাল কলকাতার ব্যারিস্টারদের পয়সা আছে নাকি! বাড়ি করতে খরচা লাগে স্যার।"

"তোরা কাল থেকে কি করছিস ?" অংশু জিজ্ঞেস করল।

"কিছু না ; ভেরাণ্ডা ভাজছি।"

"চান করলি সমুদ্রে ?"

"কোথায়! আজ করব ভেবেছিলাম। তা শালা অ্যায়সা বৃষ্টিতে ভিজলাম।"

"একেবারে বেকার বসে আছিস ?"

"একেঁবারে—" লালি মাথা হেলিয়ে হতাশার শব্দ করল। "কিলিং দি টাইম্ করছি। আর ওই একটু মালফাল টানছি। তাতেও মাইরি ঘেন্না ধরে গেছে। কাল শালা রতনা আর নিশি যা করল....বেটাদের পেটে কিছু থাকে না মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়।"

নিশি আড় চোখে লালিকে দেখল, দেখে শান্ত গলায় বলল, "আমি কিছু বলব না, অংশু। যথা সময়ে তুমি সব দেখতে পাবে। তবে আমার ভাই সোজা কথা, আমি মুখ বন্ধ করে মাল খেতে পারি না, মাল খেলেই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হয়।"

অংশু বেজায় জোরে হেসে উঠল। লালিও হেসে ফেলল। দুলাল তাকাল নিশির দিকে, হাসল না। সে তখনও যেন রুমাকে কোথায় দেখেছে মনে করার চেষ্টা করছিল।

বাড়ির কাছাকাছি এসে লালি জিজ্ঞেস করল, "অংশু তোর ইভাদি এখনও অ্যানম্যারেড কেন রে?"

অংশু বন্ধুর দিকে তাকাল; ইতস্তত করল, তারপর বলল, "পুরোপুরি অ্যানম্যারেড নয়।"

"মানে?"

"বিয়ে করেছিল। বনিবনা হয় নি। ডিভোর্স হয়ে গেছে।"

নিশি বড় বড় চোখ করে বলল, "তাই বল শালা, কেসটা অরিজিন্যাল নয়। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড। সেই রকম মালুম দিচ্ছিল।"

অংশু বলল, "বিয়েটা ছ'সাত মাসও টিকেছিল বলে মনে হয় না। কলকাতাতেও বিয়ে হয় নি। কিসের একটা ব্যাপার আছে ভাই, আমি জানি না। তবে ডিভোর্স হয়ে গেছে যে তা জানি।"

বাড়ির ছোট ফটকটা খুলে ফেলল লালি। 'আয়।"

"এই বাড়িটা? এ তো বেশ ভাল বাড়ি রে!" অংশু বাড়ির মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে বলল।

"গচ্চার কেরামতি," লালি বলল, "মক্কেল-ফক্কেল বাগিয়েছে বেটা।"

ঘরের তালা খুলল। অংশু তার ব্যাগটাকে একপাশে রেখে দিয়ে সোজা বিছানায় গিয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। শিরদাঁড়ার ব্যথা ভাঙবার জন্যে হাতটাত মাথার ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দিল।

নিশি ঘরের জানলাগুলো খুলতে লাগল।

দুলাল একটা সিগারেট ধরাল। কিছুতেই সে মনে করতে

পারছে না—রুমাকে কোথায় দেখেছে। অথচ সে যে মেয়েটাকে দেখেছে এ-ধারণা তার যাচ্ছিল না।

অংশু ক্লান্তি ভাঙতে ভাঙতে শব্দ করছিল।

লালি দুলালের দিকে তাকাল, "কি রে, একলাই সিগারেট ধরালি ?"

দুলাল প্যাকেটটা লালির দিকে ছুঁড়ে দিল।

নিশি পাশের ঘরে গেল। ফিরে এল আবার। "যা অংশু, তুই চানকান সেরে নে, আড়াইটে বাজতে চলল।"

অংশু বিছানা ছেড়ে উঠল। "বাসে একটানা বসে থাকা যায় না, শরীর ভেঙে যায়। ঘুম পাচ্ছে....।"

দুলাল তার প্যাণ্ট ছাড়ল, লুঙ্গি পরল। গায়ের জামাটাও খুলে ফেলল।

নিশি বলল, "দুলা, তুই বাতচিত বলছিস না কেন রে ? রুমার কথা ভাবছিস ?

দুলাল বিছানার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, "ভাবছি।"

"বলিস কি রে ? এখনও ভাবছিস।"

"আমি ভাবলে তোর কি শালা !"

"না না, তুই ভাবলে আমি আর ভাবব না....," নিশি হেসে উঠল।

দুলাল এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। বলল, "আমাদের ভূষণদার থিয়েটার ক্লাবটার নাম কি রে, নিশি ?"

"কেন ? ওটা যাত্রা ক্লাব।"

"নাম কি বল্‌ না ?"

"সুরঞ্জনা।"

ব্যাস্‌ আর বলতে হবে না। মেয়েটা ভূষণদার ক্লাবে থিয়েটার করে। আমি দেখেছি।"

নিশি দুলালের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক। তারপর পরম উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, "সাবাস দুলি। তোর টেরিফিক মেমারি।"

পাঁচ

শেষ বিকেলে আকাশ প্রায় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। পুবে পশ্চিমে কোথাও মেঘ নেই, উত্তরের দিকে ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো মেঘ ভেসে যাচ্ছিল, দক্ষিণের দিকে একটা বড় মেঘ বকের পালকের মতন চেহারা করে পড়েছিল, তার রঙ প্রায় সাদাটে। রোদ আর উঠল না, শেষ বেলায় আলোর ভাব স্পষ্ট হয়ে সন্ধ্যের মুখোমুখি ধূসর রঙ ধরে থাকল। চাপা গোধূলির মতন দেখাচ্ছিল।

একটা দিনের মধ্যে আবহাওয়া এমন পালটে যাবে বোধ হয় ভাবা যায় নি। সকালেও দুর্যোগের সব লক্ষণই স্পষ্ট ছিল, বিকেল থেকে আর কিছুই নেই। শুধু বাতাসটা ছিল, সমুদ্র ঘেঁষে হুহু বাতাস।

বিকেলের দিক থেকেই সমুদ্র ঘেঁষে মানুষের ভিড়; ছোট ছোট দল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যার যেদিকে মন চলে গিয়েছিল, ঝাপসা অন্ধকার নেমে আসার পর আবার সব ফিরে আসছে, ক্যাফেটেরিয়ার কাছে বাজারের কাছটায় গিজগিজ করছে মানুষ।

গজেনরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল দেরি করে। অংশু চলে গেল সৈকতাবাসের দিকে ইভাদের খোঁজ করতে। কথা থাকল, গজেনরা কাছাকাছি থাকবে, অংশু যাতে তাদের খুঁজে পায়। দোকানে চা-টা খেয়ে গজেনরা সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়াল যখন তখন আর বেলা নেই, আলো মরে ঝাপসা হয়ে এসেছে চারপাশ। ঝাউবনের দিকে যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এসময় ওদিকে গিয়ে কোনো লাভ হবে না ভেবে গজেনরা কাছাকাছি ঘুরতে লাগল। অংশু এলে সামনের দিকে খানিকটা বেড়াতে য. ব।

আবহাওয়া এইভাবে পালটে যাওয়ায় গজেন খুব খুশী। বন্ধুদের গালাগাল থেকে অন্তত সে বাঁচল। আজকের আকাশ

দেখে মনে হচ্ছে, আরও খানিকটা পরে হয়ত জ্যোৎস্না উঠতে পারে।

লালি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল ; বলল, "দুলি, কাল একটা নৌকো ভাড়া কর ; ঘুরে আসি।"

"কোথায় যাবি ?" নিশি জিজ্ঞেস করল।

"দু চার মাইল সামনে চলে যেতাম...."

"মরে যাবি শালা, সমুদ্রের মধ্যে দু তিন মাইল যাওয়া যায় না...।"

গজেন বলল, "এখানকার নৌকো ভাড়া খাটে না—"

লালি গজেনের দিকে তাকাল, "তুই জানিস ভাড়া খাটে না ?"

"জানি।"

দুলাল বলল, "জেলেডিঙিগুলো শুনেছি সমুদ্রের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে অনেক দূরে চলে যায়।"

"যায়, ওদের সব জানা রুট আছে," গজেন বলল, "এককালে সী রুট ধরে কত ব্যবসা-বাণিজ্য হত।"

লালি হাসল হঠাৎ। "দেখ গচ্চা, তুই আর লেখাপড়া শেখাস না, বাবা। থাম্।"

রতন আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। আজ হয়ত চাঁদ উঠবে। জ্যোৎস্নার মতন ফিকে আলো চোখে পড়ছিল, অথচ চাঁদ দেখা যাচ্ছে না, অনেক উঁচুতে হয়ত মেঘ রয়েছে এখনও।

নিশি বলল, "কি রে, এখানে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবি ?"

অংশুর জন্যে তারা অনেকক্ষণ থেকেই অপেক্ষা করছে। এখনও অংশু আসছে না। অধৈর্য হয়ে ওঠারই কথা।

দুলাল বলল, "অংশুর সময়-টময় বলে কিছু নেই। সব সময় লেট্।

লালি বলল, "দাঁড়া, দিদি-টিদিদের নিয়ে আসবে ; একি তোর আমার আসা। দিদিরা সব বাথরুম টাথরুম সারবে, চারবার চার রকম শাড়ি বদলাবে, মেক আপ মারবে....তবে না ?"

নিশি বলল, "ওরা আসুক, চল্ আমরা হাঁটি।"

গজেন বলল, "বাঃ, অংশু এসে আমাদের খুঁজবে। ওকে বলে এলাম...."

লালি গজেনের দিকে তাকিয়ে হাসল। "গচ্চা, অংশুর জন্যে তোর এত প্রাণ গলে যাচ্ছে কেন রে?"

গজেন বিন্দুমাত্র ঘাবড়াল না, বলল, "তোদের তো আগেই গলে গেছে, এবার আমার গলছে।"

নিশি হেসে উঠল। রতন আর দুলাল কি একটা কথা বলছিল নিচু গলায়।

"গচ্চা," নিশি বলল, "তুই একটা চান্স নে।"

লালি বলল, "কিসের চান্স নিতে বলছিস গচ্চাকে?"

"গচ্চা ইভাকে বিয়ে করে ফেলুক। এ রকম মেয়ে শালা কপালে জুটবে না। সরকারী চাকরি করে, অল রেডি ডিভোর্সড্, কোনো ঝামেলা নেই...।"

দুলালের কানে গিয়েছিল, বলল, "কার বিয়ে দিচ্ছিস?"

"গচ্চার। অংশুর ইভাদির সঙ্গে। তোর ওপিনিআন কি?"

"বয়েসটা একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে।"

"কার?"

"অংশুর ইভাদির।"

"বাজে বকিস না! গচ্চা কি খোকা নাকি? গচ্চা, তোর বয়স কত? থারটি হবে। ইভাদির বয়েস মেরেকেটে থারটি টু। কিন্তু চেহারাটা কি রকম প্যাকিং করে রেখেছে, কিচ্ছু বোঝা যায় না। যদি বোঝাই না যায় তা হলে দু পাঁচ বছরের বড় ছোটয় কি হবে! কত লোক বেশী বয়েসের মেয়েকে বিয়ে করেছে। শালা বয়েস বড়, না ইকনমিক সিকিউরিটি? চাকরিঅলা বউ পাওয়া মিডলক্লাস বাঙালীর কাছে এখন স্বর্গ। কি গচ্চা, ঠিক কি না?"

গজেন নির্বিকার গলায় বলল, "পাঁজি দেখ! দুটো দিন দেখিস।"

"দুটো কেন ?" দুলাল জিজ্ঞেস করল।

"একটা বিয়ের দিন, আর-একটা বউভাতের দিন। বিয়েটা আমি করে দেব, বউভাতটা নিশি করবে।'

হাসির অট্টরোল উঠল। হাসতে হাসতে লালি দুলালের গলা জড়িয়ে নুয়ে পড়ল। রতন নিশিকে খোঁচা মেরে বলল, "গচ্চার একেবারে ওস্তাদের মার।"

দূরে অংশুদের দেখা গেল। একেবারে স্পষ্ট করে দেখা না গেলেও বোঝা গেল অংশু আসছে, অংশুর সঙ্গে ইভা আর রুমা।

রতন বলল, "অংশুরা আসছে।"

অংশুদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল লালিরা।

দুলাল বলল, "নিশি, তুই এবার একটা বাজি ফেল।"

"বাজি! কেন ?"

"মেয়েটাকে আমি জিজ্ঞেস করছি ভূষণদার দলে ও ছিল কি না ?"

মাথা নাড়ল নিশি। "বাজি ফেলব কেন! আমি কি বলেছি ও ছিল না।"

"তোর যেটা সন্দেহ যায় নি।"

"পুরোপুরি না গেলেও আমি তোর সঙ্গে বাজি ফেলব না। আমার ভাই মেয়েটেয়ের ব্যাপারে লাক্ নেই।"

গজেন সিগারেটের প্যাকেট বের করল। করে লালিকেই দিল প্রথমে। তারপর অন্যদের। বলল, "এই শালা, একটা কথা আমি আগেই বলে দিচ্ছি।"

লালিরা সিগারেট ধরাচ্ছিল।

"তোমরা আমায় গচ্চা গচ্চা বলে ডাকবে না," গজেন বলল, "বাইরের লোকের সামনে বেইজ্জতি করলে কেস্ খারাপ হয়ে যাবে।"

লালি প্রথমে গজেনকে দেখল, তারপর নিশিদের। "নে, শুনে নে—।"

"কি বলে ডাকব তোকে ?" নিশি নিরাহ মুখ করে বলল, "গজেন বলে ?"

"সে তোমরা ভেবে দেখো।"

দুলাল বলল, "আমার মুখ দিয়ে 'গচ্চা' বেরিয়ে যাবে যে !"

"বেরিয়ে যাক্, তারপর শালা দেখো।"

নিশি দুটান সিগারেট গিলে খুব চিন্তিতভাবে বলল, "হ্যাবিট চেঞ্জ করা মুশকিল। মুখ ফসকে বেরিয়ে যেতে পারে। যাক্‌গে, আমরা তোকে মেয়েদের সামনে গজুটজু বলে ডাকব। গজা বললেও রাগ করিস না।"

গজেন খানিকটা গালাগাল দিল।

অংশুরা অনেকটা কাছাকাছি এসে গিয়েছিল।

রতন বলল, "যাই বলো ভাই, অংশুর ইভাদিরা দীঘায় এল, আর ওয়েদারও ভাল হয়ে গেল। লাকি দিদি।" বলেই সে আবার আকাশের দিকে তাকাল। জ্যোৎস্না ফুটে আসছে যেন। মেঘের গায়ে চাঁদের হালকা সভা ফুটেছে।

অংশুরা একেবারে কাছাকাছি এসে গেল।

লালি বলল, "কি রে, এত দেরি করলি ?"

অংশু জবাব দেবার আগেই ইভা বলল, "ও বেচারীর দোষ নেই, আমাদেরই দেরি হল।" হাসি হাসি মুখ ইভ গলার স্বর লঘু, সামান্য ভারী শোনাচ্ছিল। "অতক্ষণ বাসের ধকল সয়ে শরীরের যা অবস্থা, শেষ বেলায় শুয়ে পড়েছিলুম।"

লালি নজর করে ইভাদের দেখছিল। এখন ইভার শাড়িটা একরঙা, তাঁতেরই হবে বোধ হয়, ঘন বাসন্তী রঙ এই ঝাপসা আলোয় প্রায় সাদাটে দেখাচ্ছিল, পাড় লালচে নকশার। লাল ব্লাউজ পরেছে ইভা। মাথার চুল খোঁপার মতন করে জড়ানো। রুমা ছাপা শাড়ি পরেছে, নী... ওপর, গায়ের জামাটাও নীল। হাতে টর্চ।

গজেন বলল, "কোন দিকে যাবি অংশু ? সন্ধ্যে হয়ে গেছে।"

অংশু ইভার দিকে তাকাল।

ইভা বলল, "যেদিকে খুশি গেলেই হল। বেড়ানো নিয়ে কথা।"

তুলাল লালি রতনের মধ্যে চোখাচুখি হল। নিশি বলল, "তা হলে এ দিকটায় যেতে হয়। কালও আমরা এদিকেই ঘুরেছি।"

গজেন বলল, "ডান-দিকটায় যেতে হলে আবার এতটা হাঁটতে হবে। ওপাশটায় কাল যাওয়া যাবে। ওদিকে ভাল ঝাউবন আছে, বেঞ্চিটেঞ্চিও আছে ক'টা। এখন পাড় ভেঙে যাচ্ছে বলে বনের বারোটা বেজে যাচ্ছে।"

রতন বলল, "এদিকেও ঝাউবন আছে। তবে এদিককার বনে কেউ বড় বেড়াতে যায় না।"

লালি আর তুলাল আর দাঁড়াল না, হাঁটতে লাগল।

ওদের দেখাদেখি অন্যরাও পা বাড়াল।

ইভা বলল, "কেমন লাগছে আপনাদের দীঘা?"

কাকে বলল ইভা বোঝা গেল না, বোধ হয় সকলকেই।

গজেনই জবাব দিল। বলল, "ওয়েদার ভাল ছিল না বলে আমরা বেড়াতেই পারি নি। এই কাছাকাছি ঘুরেছি। ভালই লাগছে।"

"আমি এই প্রথম এলুম," ইভা বলল, "প্রায়ই ভাবি আসব, সব ঠিকঠাক করেও শেষে আসা হয়ে ওঠে না। তা ছাড়া যা ভিড় হয় ছুটিছাটায়, থাকবার জায়গা পাওয়াই মুশকিল। এবার কত চেষ্টা করে তবে জায়গা নিয়েছি। রুমিরই বেশী শখ ছিল দীঘা আসার।"

রতন হাতের সিগারেটটার ফুলকি বাঁচাল। এবার ফেলে দেবে। বলল, "আপনি পুরী গিয়েছেন?"

"গিয়েছি। তুবার।"

"এখানকার সমুদ্র আপনার ভাল লাগবে না। জল ভীষণ ঘোলাটে, ঢেউয়ে গোড়ালি ডোবে না।"

"লোকে তাই বলে।"

গজেন যেন প্রতিবাদ করে বলল, "এ রকম লম্বা বীচ আপনি পাবেন না। বীচের জন্যেই দীঘার খ্যাতি।"

লালি একবার কাশল, যেন গজেনকে শুনিয়ে।

নিশি বলল, "এই বীচে হেলিকপটার নামে—তুই না বলেছিলি, গজু।" নিশি 'গজু' সম্বোধনটা এমনভাবে করল বেশ বোঝা গেল গজেনকে খোঁচা মারল।

অংশু কেমন অবাক হয়ে নিশির দিকে তাকাল ; কে যে 'গজু' তা যেন তার মাথায় ঢুকল না প্রথমে। পরে বুঝতে পারল। পেরে হেসে ফেলল। গজেন বেঁকা চোখে নিশিকে দেখছিল।

রুমা ইভার গায়ে গায়ে হাঁটছিল। বাতাসে তার চুল উড়ে উড়ে মুখে এসে পড়ছে। ঘাড়ের ওপর পাথরের মোটা মালাটা ফরসা রঙের গায়ে ঘন দাগের মতন দেখাচ্ছিল।

দুলাল বার বার রুমার দিকে তাকাচ্ছিল।

ইভা অলস পায়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "কলকাতার এত কাছে—যখন তখন আসা যায়, কিন্তু আসার এমন অব্যবস্থা,...."

"ট্রেনে এলে পারতেন," গজেন বলল। "ট্রেনে ধকল কম হয়।"

"আবার সেই ট্রেন, বাস—, ওঠা নামা, তারপর বাসে জায়গা পাব কিনা—এ-সব ভেবে একেবারে বাসেই চলে এলাম। আপনারা তো ট্রেনে খড়্গপুর পর্যন্ত ?"

গজেন মাথা নাড়ল।

অংশু বলল, "ইভাদি, আপনি আমার বন্ধুদের সঙ্গে কিসের আপনি আজ্ঞে করছেন! ওদের প্রেস্টিজ বেড়ে যাচ্ছে। তুমি-টুমি বলুন।"

রতন বলল, "বাস্তবিক, আপনিটা আমারও কানে লাগছিল।"

ইভা মোলায়েম করে হাসল। "বেশ তো, তুমিই বলব। আমারও তুমি বলতে ভাল লাগে।"

বালির উপর দিয়ে গোটা দলটা হাঁটতে লাগল। সৈকতাবাসের সমান্তরাল তীর ধরে।

ছোট ছোট কথা। কখনও ইভা কিছু জিজ্ঞেস করছিল, গজেনদের কেউ জবাব দিচ্ছিল; কখনও রতন কিংবা নিশি কথা বলছিল ইভারা শুনছিল। লালি আর দুলাল পাশাপাশি। নিজেরা এলোমেলো কথা বলছে।

খানিকটা হেঁটে এসে রুমা কথা বলল। এতোক্ষণ চুপচাপ ছিল। রুমা বলল, "ওই আলোটা কিসের?"

সমুদ্রের কাছাকাছি কোনো আলো নেই। ঝড় জলের জন্যে আজ জেলেডিঙিও তেমন কিছু নজরে পড়ছিল না। দু-একটা আলো যাও বা নজরে পড়ছে তাতে মনে হয়, শেষ বিকেলে দু-একটা জেলেডিঙি সমুদ্রে বেরিয়েছিল, পশ্চিমের দিকে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে।

প্রথমে আলোটা নজরে পড়ে নি, পরে চোখে পড়ল। অনেক দূরে, যেখানে আকাশ আর সমুদ্র অন্ধকারে মেশামেশি হয়ে আছে, তাকিয়ে থাকলে জল বা আকাশ কিছুই বোঝা যায় না—বরং নিতান্তই একটা মেঘ কিংবা ঘন রেখার মতন মনে হয় সেখানে একটা আলো।

"জেলে নৌকো?" গজেন অবাক হয়ে বলল।

"না, নৌকো নয়," রতন সন্দেহ প্রকাশ করল, "নৌকো অত দূরে যাবে না, আলোটাও অন্য রকম।"

"জাহাজ," নিশি বলল।

"জাহাজ?" ইভা অবাক হল, "এদিক দিয়ে জাহাজ যায়?"

লালি এবং দুলালও আলোটা দেখছিল।

লালি বলল, "দুলি, কাল আমরা এই আলোটা দেখেছি? না তো।"

দুলাল মাথা নাড়ল। "না।....খেয়াল করি নি।"

"কিসের আলো?"

দুলাল একদৃষ্টে আলো দেখতে দেখতে বলল, "জাহাজ হতে পারে। তাকিয়ে থাক—দেখবি আলোটা খুব ধীরে ধীরে কেমন সরে যাচ্ছে।"

রুমা বলল, "নড়ছে মনে হচ্ছে। কিন্তু সমুদ্রের জন্যে ওরকম মনে হতে পারে।" রুমার গলার স্বর পাতলা, জিব সামান্য আড়ষ্ট। হয়ত দাঁত চেপে কথা বলছিল।

অংশু বলল, "জাহাজই হবে। অনেক দূর দিয়ে যাচ্ছে—মাইল কয়েক। খালি চোখে তিন চার মাইল দূরের আলোও চোখে পড়ে।"

গজেন বলল, "তাই মনে হচ্ছে। বে অফ্ বেঙ্গল দিয়ে যাচ্ছে বোধ হয়।"

লালি মুখ ফিরিয়ে বলল, "ভাল করে ভেবে বল; ভারত মহাসাগর নয় তো?"

গজেন অপ্রস্তুত। ইভা হেসে ফেলল।

হঠাৎ দুলাল বলল, "আচ্ছা, এখানে কোনো লাইট হাউস নেই তো!"

লাইট হাউস আছে কি না কেউ জানে না। সকলেই চুপ করে থাকল।

রতন ইভা আর রুমার দিকে তাকাল। "এদিকে একটা দেখার জিনিস আছে।"

"কি?"

"বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে বসে কপালকুণ্ডলা লেখা শুরু করেন সেই জায়গাটা।"

ইভা স্বাভাবিক গলায় বলল, "ওমা এখানে কপালকুণ্ডলা ছিল?"

রতন মাথা নাড়ল। "কপালকুণ্ডলা ছিল না, তবে একজন কাপালিক ছিল। শুনেছি বঙ্কিমচন্দ্র প্রায়ই কাপালিককে দেখতেন। সে মাঝে মাঝে এসে বঙ্কিমকে উত্ত্যক্ত করত।"

রুমা আগ্রহ বোধ করে বলল, "এই দীঘায় কাপালিক থাকত?"

"দীঘায় নয়, কাছাকাছি কোথাও। কি যেন জায়গাটার নাম নিশি?"

[illegible] ঠিক মনে পড়ল না। চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে এখানকার এক ভদ্রলোকের মুখে কথাটা শুনেছিল নিশিরা। নিশি বলল, "চাঁদপুর ট াদপুর হতে পারে। ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন হাকিম মানুষ, বদলির চাকরি। কাঁথির দিকে তিনি যখন ছিলেন, সমুদ্রের ধারে তাঁর বাড়ি ছিল, সেখানে এক কাপালিককে দেখেন।. কাপালিক দেখাটা বড় কথা নয়, আসল ব্যাপারটা হল লেখা। কপালকুণ্ডলা টেরিফিক লেখা। আমার খুব ফেভারিট।"

ইভার কোনো উৎসাহ দেখা গেল না, বলল, "সিনেমায় কাপালিক দেখে আমার ভাই কিন্তু ভয় ভয় করেছিল।"

নিশি বেশ হতাশ হল; বইটই ইভার ব্যাপার নয়। মাথায় কিছু নেই। হিন্দী সিনেমায় কিংবা বাংলা ফিল্মের হিরো হিরোইন নিয়ে কথা বললে কিছু বুঝবে।

রুমার দিকে তাকিয়ে নিশি বলল, "আপনার কি মনে হয়? ছবি আঁকার ব্যাপারটা আপনি কি ভাবে দেখেন?"

রুমা কিছু বুঝল না। তাকিয়ে থাকল নিশির দিকে।

নিশি নিজেকে আরও স্পষ্ট করার জন্য বলল, "আর্টের ব্যাপারে আপনার নিজের ধারণা কি? ইমাজিনেসানকে আপনি বেশী দাম দেন না রিয়ালিটিকে?"

রুমা কেমন থতমত খেয়ে বলল, "ছবি আঁকার সময় কল্পনা করতে হয় বইকি!"

লালি অংশুকে ডাকল। "অংশু একবার এদিকে আয়।"

অংশু এগিয়ে লালির কাছে গেল। লালির ডান দিকে দুলাল। অংশু তার বাঁ পাশে গিয়ে দাঁড়াল। লালি দুদিকে দুহাত বাড়িয়ে দুলাল আর অংশুকে আরও কয়েক পা টেনে নিয়ে গেল, তারপর সামান্য নুয়ে পড়ে ফিসফিস করে কি বলল।

হেসে উঠল অংশু। বেশ জোরেই।

ইভা অংশুর হাসি শুনে কেমন যেন আদুরে গলায় বলল, "আমরা

কি দোষ করলুম, ভাই। একসঙ্গে যাচ্ছি, তোমরা শুধু আলাদা আলাদা হাসছ কেন ?"

অংশু সামান্য অপ্রস্তুত গলায় বলল, "না, একটা প্রাইভেট কথা হচ্ছিল।"

"আমরা একসঙ্গে এতো জন যাচ্ছি, এর মধ্যে তোমাদের প্রাই-ভেট কথা কেন ?" ইভা এমন গলা করে বলল যে এ-সব তার পছন্দ হচ্ছে না। অবশ্য বলার মধ্যে মেয়েলীপনা ছিল, অপছন্দের ভান ছিল। "খুব অন্যায় কিন্তু....।"

লালিরা প্রথমে কথা বলল না, কি জবাব দেবে বুঝতে পারছিল না বোধ হয়।

ইভা একটু জোরে হাঁটছিল, লালিদের ধরবে বলে।

অংশু কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই লালি মাথা ঘুরিয়ে বলল, "আমরা সাঁতারের কথা বলছি। গজেনকে সাঁতার শেখাব কাল।"

গজেন কথাটা পুরোপুরি শুনতে পেল। বেশ বুঝতে পারল, তাকে নিয়ে একটা রসিকতা হচ্ছে। গজেনের পাশাপাশি রতন আর রুমা। রুমা দূরের কালো ঝাউবন দেখে রতনকে কিছু বলছে, রতন জবাব দিচ্ছে। গজেনের খানিকটা অবাকই লাগছিল, রতন যে এভাবে মেয়েদের সঙ্গে জমাতে পারে তার ধারণা ছিল না। নিশি কেন যেন চুপ করে গিয়েছে। ইভা কিংবা রুমা তাকে আর তেমন করে টানছে না। নিশির একটা বড় দোষ আছে : মেজাজে থাকলে সে বড় বড় কথা বলতে ভালবাসে—বলতে না পারলে রেগে যায়। নিশি যে রাগ করেছে তা হয়ত নয়, কিন্তু হতাশ হয়েছে হয়ত।

"তোমরা কি ঘোড়দৌড় দৌড়চ্ছ ?" ইভা অংশুদের বলল।

লালিরা স্বাভাবিক পায়ে হাঁটছিল। গতি আরও কমিয়ে দিল।

অংশুর পাশে এসে ইভা বলল, "বেড়াতে বেরিয়ে লোক ছোটে নাকি ? আস্তে হাঁটো।"

লালিরা আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল।

"তোমরা সাঁতারের কথা কি বলছিলে?" ইভা জিজ্ঞেস করল।

লালি আর দুলাল চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল। "সাঁতার !....ও, আমরা গজেনকে সাঁতার শেখাবার কথা বলছিলাম," লালি বলল।

"গজেন সাঁতার জানে না?"

"হাত পা ছুঁড়তে পারে, সাঁতারটা ঠিক জানে না। খাস কলকাতার লোক...." দুলাল বলল।

"ওমা, কলকাতার লোক তো আমিও।"

"পুরোপুরি?"

"তা বিশ বাইশ বছর রয়েছি। স্কুলে যখন পড়তাম তখন থেকেই সাঁতার জানি। আমার প্রাইজ ছিল সাঁতারে।"

লালি খুব গোপনে দুলালের পেটের কাছে খোঁচা মারল। ইভার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "আজকাল মেয়েরা ভাল সাঁতার কাটছে। টপাটপ রেকর্ড করছে। ন্যাশনাল চাম্পিয়্যান হয়েছে না এ বছর?"

দুলাল হাসি চাপল। লালি আণ্ডার হ্যাণ্ড্ মারছে। মারুক।

ইভা কেমন আতিশয্যের গলায় বলল, "সাঁতার দৌড়ঝাঁপ এসব এককালে যারা করত পরে একেবারে ছেড়ে দিয়েছে—তাদের দেখবে শরীর কেমন ভারী হয়ে যায়। যারা নাচে তাদের দেখো, যতদিন নাচটাচ করছে শরীর ছিমছাম, ছেড়ে দিলেই মোটাতে শুরু করে।"

অংশু হেসে বলল, "আপনি কি নাচটাচও জানতেন, ইভাদি? আমি কিন্তু শুনি নি।"

ইভাও হেসে হেসে বলল, "বাচ্চা বেলায় সব মেয়েই বাপু একটু হাত পা নেড়ে কোমর বেঁকিয়ে নাচে। ও এক রকম খেলা। আমরাও কত করেছি। স্কুলের প্রাইজের দিন সেজেগুজে স্টেজে কত রকম নাচ।.... আমার মা কিন্তু নাচ জানত।"

দুলাল বলল, "আপনাকে দেখলে, ফিগার দেখলে মনে হয়, আপনি খেলাধুলো সাঁতার-টাঁতার করতেন।"

ইভা মাথা তুলে বলল, "খুব করতাম। আমাকে অনেকে মদ্দা মেয়ে বলত," বলে ইভা হেসে উঠল। হাসি থামলে আবার বলল, "আস্তে আস্তে সবই ছেড়ে দিলাম। জানো ভাই, আমি কত রকম আসন করতে শিখেছিলাম, এখন আর একটাও পারি না।"

লালি গম্ভীর হয়ে বলল, "আমাদের মধ্যে গজেন আসন জানে।"

দুলাল মুখ ঘুরিয়ে হাসি চাপল।

ইভা বলল, "সব ছেড়ে-টেড়ে দেবার পর থেকে শরীর যা ভারী হয়ে উঠল। কিছুদিন একেবারে গোল হয়ে ছিলাম। তারপর কত কষ্ট করে সেই শরীর একটু হালকা করেছি।"

লালি বলল, "আপনার তো মানানসই চেহারা। মোটা কোথায়?"

ইভা এবার আদিখ্যেতা করে বলল, "কি বলছ! আমি মোটা নয়?"

অংশু বলল, "এ কিসের মোটা! মেয়েরা একটু গোলগাল হয়।"

ইভা আদর করে অংশুর কাঁধের কাছে হাত দিয়ে মারল। তারপর সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, "ফাজলামি করতে হবে না।"

অংশু ঠেলা খেয়ে এক দু পা এগিয়ে গিয়েছিল, ততক্ষণে ইভা লালির গায়ের পাশে চলে এসেছে। লালি দেখল, ইভা তার পাশে। দেখেও সে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে লাগল।

পেছনে গজেন আর নিশি, নিশি কেমন গুনগুন করতে লাগল, যেন তার গলায় কোনো সুর এসেছে, অথচ কোথাও ঠিক মতন উঠছে না।

রুমা রতনকে বলল, "দার্জিলিংয়ে গিয়ে আমরা যা ভুগেছিলাম। বৃষ্টি আর বৃষ্টি। তারপর ধস নামল। ঘুমে আমার এক জামাই-বাবু থাকতেন। তিনি এসে আমায় নিয়ে গেলেন। দশ বারো দিন তাঁর কাছে ছিলাম।"

রতন দার্জিলিং গিয়েছিল একবার মাত্র। টাইগার হিল দেখেছে। সেই গল্প করতে লাগল।

আচমকা নিশির গলা জোর হল, সে গান শুরু করল। রুমা দাঁড়িয়ে পড়ে পেছন ফিরে তাকাল।

ইভা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। "কে গান গাইছে?"

"নিশি," লালি বলল।

কয়েক মুহূর্ত যেন গানের সুর ইভার কানে জড়িয়ে থাকল। "নিশি গান গায়?"

"ভালই গায়," লালি বলল, ওর গলা বেশ ভাল। ফাঁকায় ঠিক বোঝা যায় না।" বলে লালি আচমকা অনুভব করল তার কোমরের সঙ্গে ইভার কোমর ঠেকে যাচ্ছে। সামান্য সরে গেল লালি, বুঝতে পারল না, এই স্পর্শ তার বা ইভার ইচ্ছাকৃত কি না? নাকি অসাবধানবশে ঘটে গেছে। ব্যাপারটা মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল যদিও তবু লালি যেন কিছুই খেয়াল করে নি এইভাবে বলল, "নিশি একটা ট্যালেন্ট। ড্রামা এক্সপার্ট।"

দুলাল আপাতত চুপ করে ছিল। আড়চোখে ইভাকে দেখছিল।

নিশি বেশ গলা ছেড়ে গাইছিল: 'সেইখানেতে সাদায় কালোয়, মিলে গেছে আঁধার আলোয়—সেইখানেতে ঢেউ ছুটেছে এপারে ওই পারে....।'

রুমা মন দিয়ে গান শুনছিল। ভাল লাগছিল তার। বলল, "বেশ সুন্দর গলা তো!"

রতন বলল, "নিশির মেজাজটা আর্টিস্টের।"

"কি করেন উনি?"

"রবীন্দ্র ভারতী থেকে নাটক নিয়ে পাস করেছে। এখন কিছু করে না। করবে।"

"নাটক....?"

"ওর মাথায় নানা রকম আজগুবি ধারণা আছে নাটক সম্পর্কে।"

রুমা কিছু বলল না।

নিশি গান শেষ করল। করে গজেনের গলা জড়িয়ে নীচু গলায় বলল, "গচ্চা, তোর আমার কেউ নেই।"

গজেন ঠিক বুঝল না ব্যাপারটা। বলল, "কেন ?"

"তাকিয়ে দেখ, তোর ওই রকম একটা ইয়েকে লালি শালা বাগিয়ে নিয়েছে। রতনা বেটা তখন থেকে ছুটকির সাইড্ কার হয়ে হাঁটছে, শুধু তুই আর আমি মাইরি একলা। মরে যাব শালা।"

রুমা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। রতনও।

রুমা রতনকে বলল, "ওঁকে আর একটা গান গাইতে বলুন না—?"

রতন চেঁচিয়ে বলল, "নিশি, আর একটা।"

নিশি জবাবে বলল, "কেন ?"

"ইনি বলছেন।"

"ইনি কে ?" বলেই নিশি হেসে ফেলল।

রতনরা দাঁড়িয়ে থাকায় নিশিরা ক্রমশই কাছাকাছি চলে আসছিল। একেবারে মুখোমুখি হয়ে নিশি রুমার দিকে তাকাল। হেসে বলল, "আপনি আমার গানের নিন্দে করছেন ?"

"আমি ? কই না !"

"তা হলে কি সুখ্যাতি করছেন ?"

"বেশ লাগছিল আপনার গান।"

"আপনি গান জানেন ?"

"জানি না ; একটু আধটু...."

"ফাইন্। কি জানেন ? আধুনিক না অন্য কিছু ?"

"আধুনিক জানি না...."

নিশি উচ্ছ্বাসের মতন করে বলল, "বাঃ! বিউটিফুল !....ওই আধুনিক গান, স্পেস্যালি বাংলা ফিল্মের গান শুনলে আমার মাথা চনচন করে ওঠে। শালা বাংলা ভাষার গলায় ফাঁস লটকে টানছে বেটারা। সেদিন একটা গান শুনছিলুম রেডিয়োয় : গানটার লাইন শুনলে গঙ্গার জলে ঝাঁপ মারতে ইচ্ছে করে। শুনবেন লাইন

ছুটো? "তোমার হাতে বেঁধেছিলাম রাখী, তুমি আমায় দিয়ে গেলে ফাঁকি, হায় পাখি হায় পাখি....' !"

গজেন জোরে হেসে উঠল। রতনও হাসল। নিশি আর রুমাও হাসছিল।

হাসি থামলে নিশি বক্তৃতার ঢঙে বলল, "আধুনিক বাংলা গান আর বাংলা ফিল্মের গান বাঙালীর জাতীয় কলঙ্ক।"

রুমা বলল, "দু একটা ভাল গান আছে।"

"দু একটা! হতে পারে। জানি না।....যাক্‌গে, কি গান শুনবেন? রবীন্দ্রনাথের না অতুলপ্রসাদের? ডি এল রায়েরও দু একটা জানি।"

"যা ভাল লাগে শোনান।"

"তা হলে বসুন। হাঁটতে হাঁটতে আর গান গাওয়া যায় না। ....কি বল্‌ গচ্চা? লেট আস সিট্‌ টুগেদার।" বলেই নিশির খেয়াল হল গজেনকে সে 'গচ্চা' বলে ফেলেছে। লম্বা করে জিব কাটল। কেটেই বলল, "তুই নাকি বলিস গজেন, এই সমুদ্র তীরে বালির ওপর গোল হয়ে বসে গান গাইলেই জমবে? তাই না? সামনে সমুদ্র, তুই যাকে বলিস ভাস্ট ইনফিনাইট না কি যেন...."

গজেন কিছু বলল না। নিশির পেছনে প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি মারতে ইচ্ছে করছিল তার। কি রকম হারামী ছেলে!

রতনই আগে বসে পড়ল। তার দেখাদেখি অন্যরাও। গোল হয়ে।

নিশি বলল, "আমি অতুলপ্রসাদের একটা গান গাইছি। আপনাকেও দু একটা শোনাতে হবে।"

"আমি?"

"আপনি নয় কেন? মেয়েরা গান গাইতে কখনো নার্ভাস হয় না। আমার এক বোনকে দেখেছি, তার বিয়ের জন্য যখন পাত্রপক্ষ দেখতে এসে গান গাইতে বলল, সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়াম

বাজিয়ে সে গান গেয়ে দিল....। সে কি গান! বাংলা গান না ইংরেজী gun বুঝলাম না।"

রতন রুমা হেসে উঠল উচ্চ স্বরে।

নিশি কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে নিয়ে গান ধরল: 'কেন এলে মোর ঘরে আগে নাহি বলিয়া....।'

লালি বেশ বুঝতে পারছিল ইভা ইচ্ছে করেই বার বার তার কোমর লালির গায়ে ঠেকিয়ে দিচ্ছে। বার দুই সে এত কাছে সরে এল যে লালির কনুইয়ের দিকটা ইভার বুকের কাছে লাগল। এ-মেয়ে খুব চালু। খেলা করছে। খেলা করছে না খেলা শুরুর আগে হাত পা খুলে নিচ্ছে? যাই করুক, মেয়েটা লালিকে চেনে না। দুলিকেও নয়। কেননা লালি জানে, দুলির মেয়েদের ব্যাপারে কেমন একটা বিরক্তি আর ঘৃণা রয়েছে। এমনিতে সে হাসি তামাশা করলেও কোনো মেয়েকে কখনো নরম চোখে দেখে নি। তার স্বভাবই নয় মেয়েদের গা ঘেঁষে থাকা। নয়ত দুলি একটা ভাল জিনিস—সত্যিই ভাল জিনিস পেয়েছিল। সুখময়ের বোন মহুয়াকে। মহুয়া খুব ভাল মেয়ে। ভদ্র, শান্ত, কোনো বেচাল নেই তার। বি. এ পাস করে কোথায় একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। সাধারণ চাকরি হয়ত, কিন্তু তাতে তার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। সুখময়রা বড়লোক নয়, কলকাতায় বাড়িঘরও নেই, তবু তাদের পরিবারে অভাব জিনিসটা বিশ্রীভাবে চোখেও পড়ে না। কেননা সুখময়রা তিন ভাই চাকরে, তার বাবা পেনসান পান, এক দিদি কলেজে পড়ায়। চমৎকার পরিবার। সেই পরিবারের মেয়ে মহুয়া কেমন করে যেন দুলালকে আলাদা চোখে দেখতে শুরু করেছিল। কেন করেছিল তা বোঝা যায় না। মেয়েদের ব্যাপারই আলাদা, তারা কি করে কেন করে কিছুই বোঝা যায় না। সত্যিই, এ এক আশ্চর্য জাত! লালি একজনের কথা জানে, সম্পর্কে তার একরকম মাসতুতো বোন হয়, দেদার পয়সা কড়ি করেছিল মেসোমশাই, তার

মেয়ে, ইতিহাসে এম এ পাস করেছিল। দেখতে অবশ্য মোটামুটি, কিন্তু সেই মেয়ে বাড়ি থেকে সটান চলে গিয়ে ট্যাক্সিঅলাকে বিয়ে করল। এসব শুনলে নাটক নাটক লাগে, মনে হয় বানানো গল্প, কিন্তু আকছার এসব ঘটে যাচ্ছে।

মহুয়ার ব্যাপারটা, লালির সন্দেহ—খানিকটা অন্য রকম। কোনো কোনো মেয়ে থাকে যারা বড় বেশী নরম হয়, ঝট করে গলে যায়, দুঃখের কিছু গন্ধ পেলে মমতায় ভরে যায়। মহুয়ার ব্যাপারটা সেইরকম। ছুলির ব্যাপারে তার কেমন মায়া ভালবাসা পড়ে গিয়েছিল। বোধ হয়, ছুলির বাড়ির জন্যে। লালির নিজেরও ধারণা, ছুলির বাড়ি ছুলিকে শেষ করল। নয়ত কিছু না কিছু করতে পারত ছুলি। ছুলির মামা আর্টিস্ট, বেশ নামটাম আছে, আগে কলকাতায় থাকত, এখন দিল্লিতে চলে গেছে। মামার কাছে ছেলেবেলায় ছুলি ছবি আঁকা শিখত। তার মা আর মামার মধ্যে সম্পর্ক ভাল ছিল না বোধ হয়। মামা শেষ পর্যন্ত বোনের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে এবাড়ি আসা বন্ধ করে দেয়। তারপর তো দিল্লিতেই চলে গেল চাকরি নিয়ে। ছুলি ফিজিক্যাল কালচারিস্ট হতে পারত। তাও পারল না। ভাল স্পোর্টসম্যান হবার গুণ ছিল শালার। অথচ সেটাও হল না। মানে, ছুলি কিছুই হল না, হতে পারল না; কোনো কিছু হবার চেষ্টাও করে না। খুচরো, বাজে ধরনের কিছু দালালি করে, বিশ পঞ্চাশ টাকা তাতেই যা রোজগার। নিজের হাত খরচ চালিয়ে নেয়।

খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল লালি। খেয়াল হল ইভার হাত গায়ে ঠেকার পর। ইভা লালির কনুইয়ের কাছটায় হাত রেখেছে।

"বালির ওপর দিয়ে হাঁটার সময় মনে হয় পা যেন ডুবে যাচ্ছে, তাই না?" ইভা বলল।

"এখানকার বালি তো শক্ত।" লালি বলল।

"কোথায় আর শক্ত!"

লালি দেখল, দুলাল পাশে সরতে সরতে তফাতে চলে গেছে খানিকটা। অল্প পিছিয়ে গিয়েছে। নিশির গান এখন ভাল মতন শোনাও যাচ্ছে না।

"দুলি—" লালি ডাকল।

সাড়া দিল না দুলাল। লাল আবার ডাকল।

দুলাল বলল, "কি ?"

"কি হল তোর ? পিছিয়ে গেলি কেন ?"

"এমনি....।"

ইভা লালির হাত এমন করে জড়িয়ে ধরল যেন বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে তার অসুবিধে হচ্ছে।

ইভা বলল, "ওর বোধ হয় মন খারাপ।"

"কেন ?"

"এইভাবে সন্ধ্যেবেলায় সমুদ্রের পাশে হেঁটে বেড়ালে মনটা কেমন করে না ?"

"দুলির করছে না।"

"কি করে বুঝলে ?"

"আমি বুঝি।"

লালির ভাল লাগছিল না। সে বেশ বুঝতে পারছিল ইভা তার বুক লালির পিঠের কাছটায় ছুঁইয়ে দিয়ে অসাবধানতার ভান করছে। লালির সঙ্গে এসব চালাকি করে কি লাভ! হঠাৎ লালি বলল, "ওরা বসে বসে গান গাইছে, এবার ফিরি।"

"ফিরবে ? কেন ?"

"যাই, ওরা সব বসে আছে।"

"থাক্ না ; চলো আর খানিকটা যাই আমরা।"

"আপনি হাঁটতেই পারছেন না—।"

"কেন পারব না ? বালির ওপর দিয়ে হাঁটার অভ্যেস নেই বলে একটু অসুবিধে হচ্ছে।"

"তাহলে বেশী হাঁটবেন না ; পায়ে ব্যথা হবে।"

"তোমাদের হয়েছে?" ইভা রঙ্গ করে লালির গায়ে হেলে পড়ল যেন।

লালি বলল, "আমাদের কথা বাদ দিন, আমরা ছেলে।"

"আমি মেয়ে বলে তোমার খুব দরদ হচ্ছে বুঝি।....সে রকম মেয়ে কিন্তু আমি নই।"

লালি ইভার মুখের হাসি, চোখের টান, গলার স্বর থেকে বুঝতে পারছিল ইভা খেলাটা জমিয়ে নেবার চেষ্টা করছে।

লালির কেমন যেন রাগ হল! বলল, "তাহলে চলুন দৌড়োই।"

"দৌড়বো?"

"হ্যাঁ। কাল সকালে দেখবেন, এই বালির ওপর দিয়ে কত ছেলেমেয়ে বউ সব দৌড়চ্ছে। মোটা মোটা মেয়েরাও দৌড়োয়। দৌড়োয়, স্নান করে।"

"তুমি আমায় মোটা বলছ?" চোখে ধমক মেশানো রাগের ভান করে ইভা বলল।

"যাঃ, আপনি কেন মোটা হবেন! আপনার ফিগার খুব ভালো।"

"ঠাট্টা হচ্ছে?"

"না, না।"

"বেশ, চলো দৌড়োই। আমি তোমার সঙ্গে পারব না ভাই, তবু বলেছ যখন তখন দেখি একবার চেষ্টা করে।" বলে ইভা লালির হাত ছেড়ে দিল। দিয়ে দু হাতে পায়ের দিকের শাড়ি তুলে দৌড়তে লাগল।

লালি দাঁড়িয়ে থাকল। ইভা বিশ পঁচিশ গজ দৌড়ে যাবার পর সে হালকা ভাবে পেছন পেছন ছুটতে লাগল। ইভা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল একবার। তারপর প্রাণপণে ছুটতে লাগল।

লালি ব্যবধান কম করে আনল। আর মাত্র দশ বিশ গজ। ইভা আবার ঘাড় ফেরাল। দেখল, দেখেই ছুটতে শুরু করল। লালি হঠাৎ ছোটার বেগ বাড়িয়ে দিল। দিয়ে একেবারে ইভার

গায়ে গায়ে হয়ে যাবার সময় পা বাড়িয়ে ইভার পা চেপে দিল। ইভা বার দুই হুমড়ি খেয়ে বালিতে পড়ে গেল।

হাসি পাচ্ছিল লালির। হাসল না। ব্যস্তভাবে কাছে গিয়ে বলল, "ই-স্! লাগল?"

লালির ধারণা ছিল ইভা চটে যাবে। এ-ভাবে ল্যাং মারার পর চটে যাওয়াই স্বাভাবিক।

ইভা বালির ওপর বসে বসেই লালিকে দেখল। তার পায়ের শাড়ি এলোমেলো, গায়ের আঁচলও আলগা। ইভা হাত বাড়িয়ে দিল। "ধরো।"

লালি ধরল।

উঠে দাঁড়িয়ে ইভা হাতের বালি ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "সারাটা গায়ে শাড়িতে বালি লাগিয়ে দিলে তো! তুমি বড় দুষ্টু। যাও পিছনের দিকটা ঝেড়ে দাও।" বলে ইভা ঝাউবনের দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়াল। তার পিঠ পেছন লালির দিকে।

গানের আসরে ততক্ষণে অংশু আর দুলালও জুটে গেছে। গোল হয়ে বসে সকলে। নিশিকে পর পর তিনটে গান গাইতে হয়েছে। এবার রুমার পালা।

রুমা কেমন সংকোচ বোধ করছিল।

অংশু বলল, "এত লজ্জার কি আছে? এতো নিজেদের মধ্যে....।"

রুমা আড়ষ্টভাবে গান শুরু করল। তার গলার স্বর চাপা, চড়ায় ওঠে না তেমন, তবু মোটামুটি গাইতে পারে। বোঝা যায় সে গান নিয়ে চর্চা করে নি, ভালো লাগার টানে নিজে নিজেই শিখেছে। গানটাও নতুন কিছু নয়, সব সময় শোনা যায়: 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে....।'

নিশি রুমার গলার দোষ, গানের ভুল বুঝতে পারলেও কিছু বলল না, বরং রুমা গান শেষ করার পর অন্যদের সঙ্গে তারিফ করল।

রতন বলল, "আর একটা হোক।"

রুমা মাথা নাড়ল, না-না ; আর নয়।

গজেন উৎসাহ দিয়ে বলল, "আরে হয়ে যাক্....."

রুমা বলল, "আমি কি আর গাইয়ে?" বলে নিশির দিকে তাকাল।

দুলাল হঠাৎ বলল, "আচ্ছা একটা কথা। আপনি একবার থিয়েটারে নেমেছিলেন না?"

রুমা প্রথমটায় কেমন অবাক হয়ে গেল ; তারপর বলল, "হ্যাঁ, কি করে জানলেন?"

দুলাল হাসল ; নিশির দিকে তাকাল একবার, তারপর রুমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা দেখেছি নাটকটা। ভূষণদার থিয়েটার ক্লাবে আছেন আপনি।"

মাথা নাড়ল রুমা। "আছেন মানে আমি ঠিক নাটক-কাটক করি না। ওই স্টেজ, ড্রেস এই সব করি কখনো কখনো। একবার জোর করে ভূষণদা আমায় নামিয়ে দিয়েছিল। ভূষণদা আমার পিসতুতো দাদা।"

নিশি হেসে বলল, "আমাদের দুলির মেমারি খুব শার্প। একবার কিছু দেখলে সহজে ভোলে না। সেই যে একবার থিয়েটারে দেখেছে—ঠিক মনে রেখেছে।"

দুলাল বুঝতে পারল নিশি মজা করছে। কিছু বলল না।

রুমা দুলালের দিকে তাকিয়ে বলল, "খুব বাজে পার্ট করেছিলাম, আমি জানি।"

দুলাল বলল, "কেন, অ্যামেচার নাটক আর কত ভাল হবে।"

নিশি বলল, "খারাপ লাগলে কে আর মনে রাখে, ভাল লেগেছিল দুলির। ভাল লেগেছিল বলেই ব্যাপারটা গেঁথে গিয়েছে।"

দুলাল খোঁচাটা হজম করে নিল।

গজেন বলল, "নিশি, একটা দ্বৈত সংগীত হয়ে যাক।"

"হতে পারে। কিন্তু কি গান?"

"এনি থিং।"

নিশি একটু ভেবে রুমাকে বলল, "খুব কমন একটা গান ভাবা যাক্—যেমন 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী' গোছের কিংবা 'বাংলার মাটি বাংলার জল'...."

রুমা হেসে বলল, "ভুবনমনোমোহিনীটাই ভাল, সকলে গাইতে পারবে।"

নিশি বলল, "ও কে। গজেন শুধু গাইবে না। রেডি, স্টার্ট...." বলে নিশি তার উদ্দাত্ত গলা একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে গান শুরু করে দিল।

রুমা একটু চুপ করে থেকে বলল, "ওকি, অত চড়ায় গাইলে ধরতেই পারব না।"

নিশি গলা নামিয়ে দিল। রুমা গানে গলা দিল। তারপর অংশু আর রতন।

গাইতে গাইতে নিশি হঠাৎ ফিসফিস করে গজেনকে বলল, "গচ্চা, ওদিকে দেখ, তোর প্রপারটির ওপর লালি রাইট্ এস্টাবলিশ করে ফেলছে। ডুবে গেলি তুই।"

গজেন তাকিয়ে দেখল। নতুন করে দেখার কিছু ছিল না। যারা বসে আছে এখানে তারা সকলেই দূরে লালি আর ইভার ছোটাছুটি গা ঘেঁষাঘেঁষি দেখেছে। চাঁদের আলোয় এখন আর কোনো কিছুই তেমন অস্পষ্ট নয়।

লালিরা ফিরে আসছিল।

গান শেষ হবার মুখে দুলাল গজেনের গলা জড়িয়ে টেনে নিল কাছে। খুব আস্তে করে বলল, "সমুদ্র আর ভাল লাগছে না; উঠবি?"

"উঠব।"

"হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ি চল একেবারে....মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে...."

"কেন?"

"ধ্যুত্‌....বাড়ি গিয়ে না বসলে ইয়ে হচ্ছে না।"

নেশার জন্যে যে দুলাল উসখুস করছে গজেন বুঝতে পারল। বলল, "দাঁড়া যাব।"

লালিরা ফিরে এল।

ইভা হেসে বলল, "তোমরা যে গানের জলসা বসিয়েছ। বেশ লাগছিল শুনতে।"

গজেন খোঁচা মেরে বলল, "আপনারা শুনতে পাচ্ছিলেন?"

"ওমা, তা পাব না কেন?"

"যা বাতাস—" গজেন ন্যাকার মতন বলল। বলে উঠে দাঁড়াল। দুলালও।

ছয়

সৈকতাবাসের কাছাকাছি পর্যন্ত ইভাদের পৌঁছে দিয়ে গজেনরা আবার বাজারের দিকে ফিরে চলল। ইভা তাদের ডেকেছিল: 'চলো না ভাই, আমার ঘরে সব....,' কিন্তু তার ডাকে এরা সাড়া দেয় নি। দেবার উপায় ছিল না।

ততক্ষণে নিশি আর দুলালের মধ্যে আড়ালে কথা হয়ে গেছে। লালি এবং গজেনকেও বলা হয়েছে কথাটা। এখন এমন কিছু রাত নয় যে হোটেলে গিয়ে খাওয়া সেরে ফেলা যায়। তাছাড়া খাওয়া-দাওয়া সেরে গতকালের মতন মদ্যপান তেমন জুতের হয় না। বাড়িটা এত দূর যে একবার বাড়ি ফিরে নেশা করে আবার বাজারে খেতে আসবে—তাও আর ভাল লাগে না। তা ছাড়া মদে বসে কে কখন আউট হয়ে যাবে—কে বলতে পারে।

নিশি বলেছিল, অত ঝঞ্ঝাটে দরকার কি মাইরি, হোটেল-

হোটেল থেকে রুটি মাংস না হয় ডিমের তরকারি কিনে নিয়ে গেলেই হল। বাড়িতেই ডিনার হবে।

ব্যাপারটা সকলেরই মনঃপূত হল।

বাজারের দিকে যেতে যেতে গজেন বলল, "লালি, তুই একটা দেখালি! এমন ছু কান কাটা শালা জন্মেও দেখি নি।"

লালি কিছু বলল না। হাসল।

রতন আর অংশু আগে আগে যাচ্ছিল, যেন তারাই একটা ভাল হোটেল খুঁজে বার করবে—যেখানে রুটি মাংস পাওয়া যায়। গজেন দুলাল আর লালি একসঙ্গে হাঁটছিল। নিশি পাশের দোকান থেকে সিগারেট কিনছে।

গজেন আবার বলল, "তোর কারবার দেখে অংশু ভড়কে গেছে।"

লালি বলল, "বাজে বকিস না গচ্চা, অংশু তোর চেয়ে বেশী ব্রেন রাখে।"

"অংশুকে ডাক। জিজ্ঞেস কর!"

"তুই ডাকগে যা! অংশু তার ইভাদিকে যথেষ্ট চেনে।"

নিশি সিগারেট কিনে ফিরে এল। বন্ধুদের বিলি করল।

সিগারেট ধরিয়ে লালি ঠাট্টা করে বলল, "তোর প্রাণে বড় লেগেছে গচ্চা, আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু ঘাবড়াস না। নাথিং সিরিয়াস। তোর সঙ্গে যার বিয়ের সম্বন্ধ করছি তার সম্বন্ধে আমার অ্যাটিচিউডই আলাদা।"

নিশি রগড় করে বলল, "সত্যি লালি, তোর কোনো বড় ছোট জ্ঞান নেই। গচ্চা আমাদের দাদার মতন, তার ইয়ে গুরুজন। তুই বেটা, সেই ইয়ের সঙ্গে এই রাত্তিরে নিভৃত নির্জনে সমুদ্রতীরে কেলি করে বেড়াচ্ছিলি! ছি ছি!"

দুলাল নিশির বড় বড় বাংলা শুনে হেসে ফেলল। বলল, "নিশি, কেলি কি রে?"

লালি নিশিকে উসকে দেবার জন্যে বলল, "নিশি-কেলি খুব ভালগার ওআর্ড।"

নিশি বলল, "তোদের মতন মুখ্যুর সঙ্গে কথা বলা যায় না। নিশি-কেলি....! শালা, নিশি-কেলি দিবা-কোল সব কেলিই কেলি। কেলি মানে খেলা, হাসি তামাশা, রঙ্গ; রাত্রে কেলি করা চলবে না —এমন কোনো কথা আছে?" বলে নিশি গজেনকে যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে এমনভাবে তাকে বলল, "তুই মন খারাপ করিস না গচ্চা, তোকে একটা চিৎপুরী পুরোনো টপ্পা শোনাই—" বলে নিশি টপ্পার ঢঙে গাইল, "এ কেলি সে কেলি নয়, এ যে শুধু রঙ্গ, শয্যা পেলে প্রাণসখা দেব তোমার সঙ্গ।"

গজেন বিরক্ত হয়ে নিশিকে গুঁতো মারল। "যা যা, শালা শয্যা কেলি করতে হবে না।"

লালি জোরে হেসে উঠল। দুলালও।

নিশি হাসতে হাসতে বলল, "এ সব ইভাদি ফিভাদি চলবে না...., একেবারে বাজে, মাইরি কপালকুণ্ডলা শুনে বলল, সিনেমায় দেখেছি। ভাবা যায় না। হায় বঙ্কিমচন্দ্র! ভাগ্যে তুমি স্বর্গে গিয়েছ!"

গজেন বলল, "কেন, রুমা তো ভাল, ভদ্র।"

"ওরও কোনো মাথা নেই। একজন আর্টিস্ট যা দেখবে তার চেয়ে বেশী ফিল করবে। ওর কোনো প্যাসান নেই, ফিলিং নেই, ওই আর্ট কলেজে ঘোড়ার লেজ আঁকতে যায়।"

দুলাল বলল, "নিশি, তুই বড় বেশী কথা বলিস। চেপে যা।"

নিশি কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই লালি বলল, "এই দেখ্....।"

নিশিরা তাকাল।

প্রায় তাদের মুখোমুখি দুই ভদ্রলোক। একজন ধুতি পাঞ্জাবি পরা, অন্যজন ট্রাউর্জাস আর বুশ শার্ট। গল্প করতে করতে হাসি মুখে আসছিল দুজনে। নিশিদের সঙ্গে চোখাচুখি হল। আবার কথা বলতে বলতে তারা চলে গেল।

লালি বলল, "আমাদের সেণ্ট পলসের হ্যামলেট রে?"

নিশি বলল, "ধুতি পাঞ্জাবি পরা লোকটাকে তো তুই চিনিস না! ও বেটা সাহিত্যিক।"

"সাহিত্যিক, মানে গপ্প লেখে?"

"আবার কি করবে! এক বেটা মেয়েছেলেদের গপ্প লেখে, আরেক বেটা ক্লাসে ইংলিশ পড়ায়। দুজনে ফ্রেণ্ড।"

"দীঘায় বেড়াতে এসেছে।"

"দুটোই একেবারে প্যাঁচা মার্কা বুঝলি লালি।....তোর মনে আছে, ওই হ্যামলেট বেটা ক্লাসে কখনো অ্যাবাউট বলত না, বলত অ্যাবট্; সেণ্টারকে বলত সেণ্টর। শালা একটা মাল, কোথাকার কোন ইংরেজের বাচ্চা। এদিকে আবার পলিটিকস্ করত।"

দুলাল বলল, "সে তো তুইও করতিস।"

"বাজে বকিস নি। আমি কখনো পলিটিকস্ করি নি। লালি বোমাটোমা ছুঁড়ত। আমি শুধু রবীন্দ্র ভারতীতে একবার ইউনিয়নে ঢুকেছিলাম। আমায় জোর করে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আমার বাবা ওসব চিটিং বিজনেস নেই। আই ডোণ্ট লাইক্।"

লালি পেছন ফিরে একবার তার পুরোনো কলেজের মাস্টারকে দেখল। লোকটাকে কোনোদিনই তাদের পছন্দ হয় নি, বরং মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি হয়েছে, অনেক জ্বালিয়েছে লোকটাকে, তবু সে চিনতে পারল পুরোনো মাস্টারকে। লোকটা কিন্তু তাদের চিনল না।

গজেন বলল, "নিশি, ওই সাহিত্যিক ভদ্রলোকের কি নাম?"

নাম বলল নিশি।

নাম শুনে গজেনের উৎসাহ যেন বেড়ে গেল। বলল, "আরে, ওই নাকি সে বই পড়েছি।"

"কেন পড়বি না! বছরে গোটা দশেক করে বেরোয়। চার পাঁচটা ফিল্ম হয়েছে। কুমারী এবং বিধবা মেয়েদের কাছে ভীষণ পপুলার।"

দুলাল ঠাট্টা করে বলল, "সধবাদের কাছে নয় বলছিস?"

"কম। সধবারা অনেক ভাল ট্রিকস জানে ভাই....। বিবাহিত মেয়েরা অনেক পাকা।"

"বিবাহিত ছেলেরা ?"

"ধ্যুত, ছেলেরা বোগাস।....আমার দাদাকে দেখছি না। বিয়ে করে বোঁদা মেরে যাচ্ছে। সারাদিন বউকে নিয়ে মত্ত।.... মাথার ঘিলু শুকিয়ে যাচ্ছে দিন দিন। সাধারণ সেন্স পর্যন্ত থাকছে না।....গাচ্চা, জীবনে যদি সুখী হতে চাস, বিয়ে করিস না।"

লালি হেসে বলল, "তুইও তা হলে প্রতিমাকে বিয়ে করবি না.?"

"আমি করব। যদি সে সুযোগ হয়।....আমি সুখী হতে চাই না। আই ওয়ান্ট্ টু বি এ সাফারার...."

দুলাল ঠাট্টা করে বলল, "নিশি, তুই বিফোর টাইম রিচ্ করে যাচ্ছিস কিন্তু ?"

"মানে ?"

"আগেই শালা এত ইংলিশ বলছিস, মালের পর কি বলবি ?"

গজেন হেসে উঠে বলল, "দিয়েছে শালা....!"

চার জনেই হাসতে লাগল।

রতন আর অংশু যেন খেলা করছে। একটা করে হোটেল গোছের দোকানে ঢোকে আর বেরিয়ে আসে। এই করে অনেকটা এগিয়ে তারা দাঁড়িয়ে গেল। বাঁ দিকে আর একটা ছোট হোটেল।

গজেনরা পাশে এসে পড়েছিল।

গজেন বলল, "কিরে ? কি হল ?"

অংশু বলল, "রুটি মাংস পাওয়া যাচ্ছে না।"

"কেন ?"

"নেই।"

রতন বলল, "আগের একটা দোকানে বলল মাংস আছে, রুটি নেই।"

গজেন বলল, "রুটি পাওয়া যাচ্ছে না কি রে? কালকেই তো রুটি দেখলাম।"

"ফুরিয়ে গেছে।"

"তোদের দ্বারা কিচ্ছু হবে না····দাঁড়া আমি দেখছি।"

বাঁ দিকের দোকানটায় ঢুকে পড়ল গজেন। ছোট্ট হোটেল। একেবারে যেন নতুন হয়েছে। লোকজন অল্প। দোকানের সামনে গোটা দুই বেঞ্চি পাতা ছিল। নিশিরা গিয়ে বসল।

দুলালের তেষ্টা পেয়েছিল। জল চেয়ে নিয়ে খেল। নিশিও।

গজেন বলল, "একটু বসতে হবে, রুটি দু দশখানা আছে, করে দেবে।"

"মাংস?"

"আছে।"

বেঞ্চির ওপর সকলে বসে পড়ল। পাশেই একটা চায়ের দোকান। অংশু চা দিতে বলল।

রতন বলল,"কাল একবার এই রাস্তা দিয়ে সোজা বেড়াতে যাব।"

"কোথায়?"

"যতটা যাওয়া যায়····, কি বলছিল নিউ টাউন না কি যেন····"

"কাল ঝাউবন," অংশু বলল।

"মাইরি, এ দিককার ঝাউবনটায় আসাই হল না, কাল আসতে হবে," নিশি বলল।

রতন বলল, "ঝাউবনটা নাকি নষ্ট হয়ে গেছে। সমুদ্রের পাড় ভেঙে যাচ্ছে, ঝাউবন উপড়ে পড়ছে।"

গজেন বলল, "দীঘাটাকে এরা মাটি করে দিল। একটু চেষ্টা করলে জায়গাটা বিউটি স্পট হয়ে থাকত ওয়েস্ট বেঙ্গলের।"

অংশু বলল, "সমুদ্রের হাত থেকে বাঁচা বড় মুশকিল। নদীতেই বারোটা বাজিয়ে দেয়, তো সমুদ্র!"

রতন বলল, "বিদেশে কত সী বীচ বাঁচিয়ে রাখে, তারা পারে আমরা কেন পারব না?"

দুলাল বলল, "থাম্ বাবা, থাম্; বিদেশের সঙ্গে আমাদের তুলনা করিস না।....আমরা শালা এঁড়ের জাত। কিছু হবে না আমাদের।"

চা এল। চা খেতে লাগল সবাই। গজেন মাঝে মাঝে দোকানের ভিতর ঢুকে রুটি করা দেখে আসছিল।

লালি চা শেষ করে সিগারেট ধরাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমরা এগুই, গচ্চা রুটি নিয়ে আসবে।"

অংশু বলল, "বসে যা না বাবা, আর কতক্ষণ?"

নিশি মজা করে বলল, "লালির আর আমার এক কেস্; আমাদের প্রেয়ারের টাইম্ হয়ে গেলে মন ছটফট করে! কি বল, লালি?"

দুলাল নিশিকে কনুই দিয়ে মারল। "থাম বেটা, মাসকাবারি দু পো দুই খাস, তার আবার কথা—!"

নিশি বলল, "খাঁটি ছাড়া খেতে পারি না, ভাই। তোরা তো ভেজাল চালাস।"

"খেয়েছিস কখনো?"

"একবার।"

একবারে কি বুঝবি? মাঝে মাঝে খাস, বুঝতে পারবি।"

নিশি আর দুলাল উঠে পড়ল।

অংশু গজেনের সঙ্গে দোকানে ঢুকল। রতন খুব কাব্যিক চেহারা করে বেঞ্চিতে বসে লোকজন দেখতে লাগল রাস্তার।

ফেরার সময় দুলাল বলল, "নিশি, একটা কথা বলব।"

"বল্।"

"রতনাকে মাল খেতে দিস না।"

"ও আর খায় কোথায়?"

"না, আজ একেবারে দিবি না।"

"আবার বমি করবে বলছিস?"

মাথা নাড়ল দুলাল। লালি তার পাশে। দুলাল একটু চুপ করে থেকে বলল, "কাল ও কি করেছে জানিস?"

নিশি অবাক হয়ে তাকাল। লালিও।

দুলাল বলল, "তোরা তো সব মড়ার মতন ঘুমোচ্ছিস। আমিও ঘুমোচ্ছিলাম। রতনা আমার পাশে। ভীষণ পেচ্ছাব পেয়ে গিয়েছিল বলে উঠে দেখি, রতনা নেই। অন্ধকারে শালা কিছু দেখা যায় না। তবু আমার ভয় ছিল, বেটা আবার না গায়ে বমি করে। রতনাকে দেখতে পেলুম না। ঘরের দরজাও খোলা। বাইরে এসে দেখি শালা রতনা সোজা বাইরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাইরি, ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কাছে গিয়ে বাঞ্চোতকে ডাকলাম, বিশ্বাস কর, যেন চিনতেই পারে না। চোখ খোলা না বোজা তাও বোঝা যাচ্ছে না। বেটা যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। একটা জবাব পর্যন্ত ঠিক মতন দিতে পারল না। শালাকে ধরে এনে আবার ঘরে শুইয়ে দিলুম। শেষ রাত পর্যন্ত আমার আর ঘুম হল না।"

নিশি আর লালি এত অবাক হয়েছিল যে কথা বলতে পারছিল না। শেষে লালি বলল, "তুই তো সারাদিন কিছু বলিস্ নি?"

দুলাল মাথা নাড়ল। "বলি নি। একেই তো শালা বমি করে ঘর ভাসিয়েছে—তাতেই বেটা চোরের মতন হয়ে আছে, তার ওপর এই নিশিফিশির ডাকের মতন ব্যাপার····বেটা আরও লজ্জা পাবে।"

লালি বলল, "কিন্তু ও তো আমাদের সঙ্গে আরও ক'বার বেড়াতে গেছে বাইরে।"

"কি জানি," দুলাল বলল।

নিশি বলল, "ব্যাপারটা বোধ হয় স্লিপ ওয়াকিং। অনেকের থাকে। মারাত্মকভাবে থাকে···হতে পারে রতনার আছে। সেবার মধুপুরে গিয়ে আমিও রতনাকে একবার ঘরের মধ্যে মাঝরাতে এইভাবে দেখেছি।"

"স্লিপ ওয়াকিং কি রে?" লালি জিজ্ঞেস করল।

"ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটা," নিশি বলল, বলে যেন প্রাঞ্জল করার জন্যে আবার বলল, "এ একটা রোগ ; ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়ানো... "

দুলাল জিজ্ঞেস করল, "ঘুমের মধ্যে কেউ হাঁটতে পারে? হাঁটতে হলে তো জাগতেই হবে।"

নিশি বলল, "না, জাগতে হবে না। ওই যে নিশিতে পাওয়া বলে তাও তো ঘুমের মধ্যেই হেঁটে যাওয়া। আসলে ব্যাপারটা কি জানিস, ঘুমের আচ্ছন্নতা পুরোপুরি থাকলেও এরা হাঁটা চলা জামাকাপড় পরা সবই করতে পারে। মনে হয় যেন হিপ্নোটিজমের মধ্যে সব করে যাচ্ছে। আমি একটা বইয়ে সাংঘাতিক সাংঘাতিক কেস পড়েছি স্লিপ ওয়াকিংয়ের।"

দুলাল প্রথমে কিছু বলল না, পরে বলল, "রতনা শালার হাজার রোগ।"

লালি বলল, "সব মেণ্টাল। বেটা একদিন পাগলা-ফাগলা হয়ে যাবে।"

নিশি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "দেখ, আমি রতনার কেস মনে মনে অনেক ভেবেছি। আমার কি মনে হয় জানিস, ওই যে ও কোনোদিন বাবাকে দেখে নি, বাবা মারা যাবার পর জন্মেছে—তার ফলে বেচারী নিজেকে খুব হেলপ্‌লেস মনে করে। এমন কি আমার মনে হয়, ও পাঁচজনের মুখে শুনে, ওর মার কাছ থেকে জেনে বাবার গল্প তৈরী করে তাও সব সত্যি নয়, কাল্পনিক ; কিন্তু একটা রিয়ালিটির শেপ্‌ দিতে চায়।"

দুলাল হঠাৎ রুক্ষভাবে বলল, "বাবা থাকলেই কি সব হয়?"....
আমারও তো বাবা আছে।"

নিশি বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল, বলল, "তোর আছে ওর নেই। থাকা আর না থাকার মধ্যে তফাত আছে, দুলি।"

লালি বুঝতে পেরেছিল দুলালের রুক্ষতার কারণটা কি,

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে বলল, "বাপটাপের কথা ছেড়ে দে।....শোন, অন্য কথা বলি।"

বন্ধুরা লালির মুখের দিকে তাকাল।

হাঁটতে হাঁটতে বলল, "মাইরি, ওই ইভা আমাদের লাইফ হেল্ করে দেবে।"

"আমাদের বলিস না, বল আমার," নিশি হেসে বলল।

লালি হাসিটা উপভোগ করে বলল, "এখন তাই ভাবছিস, পরে দেখবি।....সাংঘাতিক চালু মেয়ে মাইরি, এ-রকম ন্যাকা আমি দেখি নি! এতটা বয়েস হয়েছে, শালা কত ন্যাকামি। আজ ওকে ল্যাং মেরেছি, মুখ থুবড়ে বালিতে পড়েছে।"

"ল্যাং?" নিশি অবাক। দুলালও দেখছিল লালিকে।

"স্ট্রেট্ ল্যাং...."

"কেন মারলি?"

"শালা বড় বেশী ন্যাকামি করছিল, গায়ে ঢলছিল।....বলল, বালিতে দৌড়বে, দৌড়ে ওর কেরামতি দেখাবে। মাল আমার সঙ্গে রসকস বুলবুল খেলতে চাইছিল। মারলাম শালা এক ল্যাং, হুমড়ি খেয়ে পড়ল বালিতে।"

নিশি হেসে উঠল। দুলাল চুপচাপ।

"তারপর শালা শোন্ কি করল," লালি বলল, "আমি ভাবলাম মালের ওতেই শিক্ষা হবে। মাইরি, কী চীজ ওই অংশুর ইভাদি, ল্যাং খেয়েছে বুঝেও দিব্যি হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল, বলল—'তুমি আমায় ল্যাং মারলে—', বলে কাপড় টাপড় হাত পা ঝেড়ে আমার দিকে পাছা ফিরিয়ে দিয়ে বলল—'বালিটালি ঝেড়ে দাও।' "

নিশি যেন থ মেরে গেল। দুলাল তখনও চুপচাপ।

"যাঃ," নিশি বিশ্বাস করতে পারছিল না।

"মাইরি, বিশ্বাস কর। তোর দিব্যি।"

"তুই পাছা ঝেড়ে দিলি?"

"ভেবেছিলাম একটা লাথ মারব টেনে। মারতে পারলাম না।"

"মানে, ঝেড়ে দিলি ?"

"ওই দু একবার থাবড়ে দিলাম...."

নিশি যেন সিটি মেরে উঠে লালির গলা জড়িয়ে ধরল। "সাব্বাস গুরু....তোমার কী কপাল! মেয়েদের পাছা ঝাড়ছ ?"

লালি বলল, "খচ্বামি করিস না, নিশি। দিস্ ইজ ইনসাল্ট। আমার মাথা-ফাথা গরম হয়ে গিয়েছিল।....আমি ওকে মজা দেখাব। জাস্ট ওয়েট্।"

নিশি বলল, "মেয়েরা মজাই দেখতে চায়। তোকে মজাদেনা-ওলা পেয়েছে, ও তো মজা দেখতেই চাইবে।"

দুলাল বলল, "মেয়ে মাত্রই হারামি।"

নিশি আপত্তি জানাল। "যাঃ ছুটকিটা ভাল। ওর একটু ডাঁট আছে, মাথা মোটা; কিন্তু ভালগার নয়। বড়কিটা একেবারে ভালগার।"

বাড়ি ফিরে প্যাণ্টফ্যাণ্ট ছেড়ে ওরা গুছিয়ে বসল। রতন লালির ট্রানজিস্টার চালিয়ে দিল। বিবিধ ভারতী।

তাসের প্যাকেট সাজিয়ে বিছানায় বসতে বসতে গজেন বলল, "ব্রিজ না ফিশ ?"

লালি বলল, "ফিশ ?"

অংশু বলল, "ব্রিজ খেল। তোদের ওই ফিশটিশ আমি বুঝি না।"

"তোকে বুঝতে হবে না—, তুই রতনার সঙ্গে টোয়েন্টি-নাইন্ খেল।"

দুলাল হুইস্কির বোতল, কাচের গ্লাস, জলের ফ্লাস্ক সাজিয়ে নিয়ে আসছিল। রতন পকেট থেকে এক প্যাকেট চানাচুর আর কিছু কাজু বাদাম বের করে দিল।

দুলাল বলল, "তুই আজ খাবি না।"

"কেন ?"

"না।"

"বমি করব ভাবছিস?"

দুলাল কোনো জবাব দিল না।

রতন গজেনের দিকে তাকাল। "গচ্চা, হোয়াট্ ইজ দিস? আমায় খেতে দেবে না বলছে।"

গজেন তাস নিয়ে সাফল করছিল, কথাটা কানে তুলল না।

দুলাল বিছানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল রতন তার হাত ধরল। "কাল আমার শরীরটা ভাল ছিল না। সেই গ্যাংগ্রীনের গন্ধ পাচ্ছিলাম নাকে। আজ আমায় একবারও গন্ধটার কথা বলতে শুনেছিস। আমি ফাস্ট ক্লাস ফিল করছি। বমি করব না।"

"করবি।"

"এ তোর গায়ের জোরের কথা হল। বমি সব মাতালই করে এক আধ দিন।"

"কেন ঝঞ্ঝাট পাকাচ্ছিস রতনা? তুই মাল খেয়ে কি করবি। তোর পেটে সহ্য হয় না। দুধ খেয়ে আয় এককাপ।"

"আমি খাব।....আগে শালা কোনোদিন খাই নি, না? জিজ্ঞেস কর লালিকে। পুজোর আগে আমরা একদিন ধর্মতলায় গিয়ে মেরে এলুম। আমার কি হয়েছিল? লালি—এই লালি...."

লালি তাকাল। দুলালের দিকে চোখ টিপে বলল, "ঝামেলা ছেড়ে দে দুলি, একটু দিয়ে দিস, ফর নাথিং ঘ্যানর ঘ্যানর করবে বেটা।"

দুলাল গজেনদের হাতে গ্লাস এগিয়ে দিল। নিশি একটা মাটির ভাঙা পাত্র অ্যাশট্রে হিসেবে বিছানায় রেখেছে। অংশু গজেনের পাশে।

দুলাল বিছানায় বসে প্রথমেই বলল, "কালকের মতন মাতলামি করবি না। খাবি, তাস খেলবি, গল্প করবি। চেঁচামেচি করবি না।" বলে নিশির দিকে তাকাল, যেন নিশিই যত নষ্টের মূল।

নিশি খুব বাধ্য ছেলের মতন বলল, "একেবারে নয়।"

দুলাল মাপ করে গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে দিতে লাগল, জলের ফ্লাস্ক থেকে যে যার মনোমতন করে জল মিশিয়ে নিচ্ছিল।

লালি বলল, "গচ্চা, কাল একটা বোতল যোগাড় করতে হবে।"

গজেন বলল, "পেয়ে যাবি।"

"খোঁজ করেছিস?"

"খোঁজ করার কিছু নেই; এভরিথিং ইজ্ অ্যাভেলব্‌ল্ হিয়ার····।"

"তুই বেটা দীঘা কোম্পানির বিজ্ঞাপন পড়ে কথা বলিস, নিজে কিছু খোঁজখবর রাখিস না।"

"তোর চেয়ে বেশী রাখি।"

নিশি বলল, "রতনা, তুই আমার কাছে এসে বস। আমরা জয়েন্টলি খেলব। হারলে তোর, জিতলে আমার।" বলে হাসল।

গ্লাস ঠোকাঠুকি করে মদ্যপান শুরু হল; সেই সঙ্গে তাস খেলা।

অংশু লালির পাশে বসে খেলা দেখছিল। তার হাতেও মদের গ্লাস।

শান্তভাবেই খেলাটা শুরু হয়েছিল। রতন আর অংশু খেলছে না। ইচ্ছে করলে খেলতে পারত, ফ্লিশ খেলা চলছে।

লালিই ভাগ্যবান। প্রথম দানটায় সে জিতে গেল।

নিশি তামাশা করে বলল, "লালু, অদ্য তোমারই শুভদিন। চালাও····।"

রতন কাগজে পয়েন্টের হিসেবটা লিখে নিল। লালি বলল, রেট্ বাড়া। এই পয়সা রেটে খেলা যায় না।"

গজেন বলল, "নবাবি করিস না। পয়সা গাছে ফলে না।"

লালি খিস্তি করে বলল, "গাছে কেন ফলবে তোর ইয়েতে ফলে।"

নিশি বড় রকমের একটা ঢোঁক গিলে বলল, "লালু চন্দর, বেশী রোয়ার্ত করো না। এক গোলে লিড্ করছ বলে তুমি এখনও চাম্পিয়ান হও নি। মাঠ পড়ে আছে, এখনও খেলা বাকি।"

দুলাল নতুন করে তাস বাটতে লাগল।

রেডিয়োটা সমানে বেজে চলেছে। হিন্দী গান হচ্ছিল। অংশু উঠে ঘরের মধ্যে সামান্য পায়চারি করল, জানলা দিয়ে তাকাল বাইরে। জ্যোৎস্না বেশ পরিষ্কার।

গজেন এক মুঠো চানাচুর তুলে নিল। নিশি ক'টা কাজু বাদাম মুখে দিল।

রতন বলল, "আজ সারাদিন একটা কাগজ দেখা হল না।"

দুলাল তার হাতের তাস তুলে নিতে নিতে বলল, "তাতে হল কি?"

"কি রকম যেন লাগছে।"

"কেমন লাগছে?" দুলাল তার হাত দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক-ভাবে বলল।

নিশি বলল, "কনস্টিপেশানের মতন, কি বল রতনা? একদিন না হলেই মন খুঁতখুঁত করে।"

রতন বলল, "অভ্যাস। কোথায় কি হয়ে গেল একদিনেই কে জানে!" বলে রতন তার গ্লাসে চুমুক দিল।

লালি বলল, "যেখানে যাই হোক, তোর কিছু হচ্ছে না।"

রতন হালকা করে বলল, "ও-কথা বলিস না ভাই, একটা কিছু না হলে মরে যাব।"

অংশু আবার ফিরে এসে বিছানায় বসল বলল, "লালি, তোদের একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। কাজলের বাবা হাসপাতালে মারা গিয়েছে।"

লালি, দুলাল, গজেন সকলেই তাকাল অংশুর দিকে। কাজল তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয়, এক সময়ে ঘনিষ্ঠতা থাকলেও পরে ছাড়া ছাড়া হয়ে গিয়েছিল। দুতিন বছরেরও বেশী তেমন কোনো মেলামেশা ছিল না লালিদের সঙ্গে।

লালি বলল, "ক্যানসারে কেউ বাঁচে না।"

অংশু বলল, "বুড়ো এই ক'টা মাস খুব লড়ল।"

গজেন বলল, "আগেকার মানুষদের ধাতই আলাদা ছিল। কেমন একটা ভাইটালিটি ? তাই না ?"

"দি এজ্ অফ নন্-ভেজাল বলছিস, গচ্চা ?" লালি বলল, "তা বলতে পারিস। ভেজাল আমাদের ভাইটালিটি নষ্ট করে দিচ্ছে....। ছুলি, তুই শালা খুব চালু, টেক্কাটা টানলি। নে, নিয়ে নে, আমি তালে ছিলুম।"

ছুলাল কিন্তু পারল না। গজেন হাতের তাস ফেলে দিল প্রথমে। সে জিতেছে।

অংশু গজেনের সিগারেট বের করে ধরাল। নিশি তার ভাগ্য ফেরাবার জন্যেই বোধ হয় তাস টেনে নিয়ে সাফ্‌ল করতে লাগল। ছুলাল সকলের গ্লাস টেনে টেনে হুইস্কি ঢালতে লাগল মাপ মতন। রতনও তার গ্লাস এগিয়ে দিল।

ছুলাল মাথা নাড়ল। "না, তোকে আর দেব না।"

"ইয়ার্কি করিস না, দে....।"

লালি চানাচুর আর কাজু চিবোতে চিবোতে গজেনকে বলল, "গজু, তুই বড় মোটা হয়ে যাচ্ছিস—একটু সরু হয়ে যা।"

"তাতে তোর কি সুবিধে হবে ?"

"রোগা লোকরা বেশীদিন বাঁচে ; মটুরা ফটাফট্ হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়।" লালি হাসছিল।

"আমি মরলে তোর কি শালা ?"

বাঃ, তুই আমার বন্ধু।"

"ব-ন্ধু ! বন্ধুর পেছনে বাঁশ দেবার সময় তো হাত রেডি থাকে।" বলে গজেন হাতের এক অশ্লীল ভঙ্গি করল।

লালি যেন কী বিশ্রী একটা খারাপ কথা শুনছে—চোখ মুখ কুঁচকে হাত নেড়ে 'ই-স্-স্' শব্দ করতে করতে বলল, "বলিস না ; আমার হাতটাই খসে যাবে।"

"তাই যাবে শালা।"

"অভিশাপ দিচ্ছিস !....প্লিজ অভিশাপ-টাপ দিস না। তা ছাড়া,

গজু, তুই ভেবে দেখ, বাঁশ তোর :কি হবে, ওয়ান্ ব্যাম্বু ইজ নট এনাফ্ ফর ইওর রেক্টাম।”

প্রচণ্ড হাসিতে বন্ধুরা এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ল, নিশির পায়ের কাছের গ্লাসটা আর একটু হলেই উলটে যেত।

রতন তখনও তার গ্লাস খালি দেখে আবার দুলালকে বলল, “কি খচ্চড়ামি করছিস, দুলি। দে....!”

দুলাল কথা কানে তুলল না।

রতন রেগে উঠছিল। নিজেই হাত বাড়িয়ে বোতল নিতে গেল। দুলাল বোতল সরিয়ে ফেলল।

রতন বলল, “খুব খারাপ হচ্ছে, দুলি।”

দুলাল বলল, “তুই আর পাবি না।”

“কেন ?”

“এ-সব তোর সহ্য হয় না।”

“গার্জেনগিরি করিস না।”

“তোর লজ্জা করে না, স্কুলে পড়াস, মাস্টার লোক, বসে বসে মদ খাচ্ছিস...। ছি ছি!” দুলাল বেশ গম্ভীর হয়ে বলল।

নিশি রঙ্গ করে বলল, সত্যি রতনা, তুই না মানুষ গড়ার কারিগর....”

“মানুষ মারার কল....” লালি টিপ্পনি কাটল।

দুলাল বলল, “মানুষের একটা সেন্স থাকে। একটা মাস্টার যে কি করে বসে বসে মাল খায়—আমি মাইরি বুঝি না।”

অংশু হাসতে হাসতে বলল, “তোরা রতনাকে ভালমানুষ পেয়ে খুব পেছনে লেগেছিস।”

রতন কিছু বলল না। কিন্তু বোঝা গেল সে রীতিমত রেগে গিয়েছে।

তাস খেলা এবং মদ্যপান চলতে লাগল। চুপ করে বসে থাকল রতন। দুলালের দিকে তাকাল না। দুলাল আড়চোখে দু এক-বার দেখে নিল রতনকে।

রেডিয়োতে হিন্দী ফিল্মের গান হচ্ছিল। চালু গান। লালি গানের সঙ্গে দু কলি সঙ্গীত সেরে ফেলল।

"চাঁদ, অত ফেরাব্বাবাজি করো না," নিশি গজেনকে বলল, "চিড়িতনের বিবিটা ছাড়ছি না...."

গজেন অন্য তাস তুলে নিল।

লালি বলল, "নিশি, উইশ ইউ লাক্....।"

"মানে, তুমি শালা আবার মারলে।"

"মারলুম।"

লালি হাত ফেলে দিল।

নিশি হতাশ হয়ে হাতের তাস ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "লালু ডিয়ার, তুমি শালা পয়মাল। তোমায় নিয়ে ঘোড়ার মাঠে যেতে হবে।"

"নিয়ে চল্....।"

"রতনা, লেখ।"

রতন আর লিখল না। অগত্যা গজেনই লিখল। লালিরই জিত যাচ্ছে বেশী। নিশি অনেক হেরেছে। পয়সা দিয়ে হিসেব-নিকেশটা পরে হবে—এখন কাগজ-কলমে লেখা থাকছে। নিশি হিসেবটা একবার দেখল। দেখে কপালে দুটো গাঁট্টা মারল। তার লম্বা লম্বা চুলের মধ্যে দিয়ে আঙুল চালিয়ে নিয়ে বলল, "ব্যাপারটা কি বল তো? আমার লাক্‌টাই কি হারার। সারা লাইফ শুধু হেরে যাব! মাইরি, মাঝে মাঝে বড় দুঃখ হয়, মনে হয় এ-জীবনটাই বৃথা।"

অংশু বলল, "সুসাইড্ করে ফেল।"

"নিয়তির তাই বিধান।"

"আজকাল সুসাইড্ করার ইজি প্রসেস্ বের হয়ে গেছে। স্লিপিং ট্যাবলেটস্....! আমাদের অফিসের একটি ছেলে কিছুদিন আগে এইভাবে মারা গেল।"

"ক'টা খেতে হয়?" নিশি বেশ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল।

"অ-নেক গুলো," অংশু বলল, "জিজ্ঞেস করে নেব।"

"কাকে ? যে মরে গেছে তাকে ?"

আবার হাসি উঠল হোহো করে।

রতন উঠে পড়ল। উঠে জানলার দিকে চলে গেল।

লালি হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে তাস বাটতে লাগল, তাস বাঁটতে বাটতে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হিন্দী গানের সঙ্গে গলা মেলাতে লাগল।

দুলাল যখন তার তাস দেখছে, অন্যমনস্ক, রতন প্রায় লাফ মেরে দুলালের কাছে এসে বোতলটা ছোঁ মেরে তুলে নিল; নিয়ে সরে গেল।

দুলাল হাতের তাস বিছানায় রাখল। রতনের দিকে তাকাল। "দিয়ে দে।"

"না।"

"ভাল কথা বলছি রতনা, দিয়ে দে।"

"তোমরা সবাই খেতে পার, আমার বেলায় মাতব্বরি....।"

"তুই এখনও মাল খাবার যুগ্যি হস নি। আগে হ' তখন দেখা যাবে।"

"কাল আমার শরীর খারাপ ছিল, হঠাৎ বমি করে ফেলেছি, তাই শালা সকাল থেকে তোমরা আমায় অ্যাভয়েড করছ।"

"হ্যাঁ, করছি। দিয়ে দে...." দুলাল উঠে দাঁড়াল।

রতন ততক্ষণে তার নিজের দিকটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়ে বোতল খুলে নিজের গ্লাসে ঢালতে যাচ্ছিল।

দুলাল বিছানার পাশ দিয়ে ঘুরে আসার আগেই রতন সরে গেল। তার গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে নিয়েছে।

মাথার দিকে জানলা থাকায় রতন বিছানার মাথার পাশে সরে যাবার জায়গা পেল না। দুলাল এসে তাকে ধরল।

রতন্ বলল, "দুলি, গায়ের জোর ফলাবি না, আমি বোতল ভেঙে দেব।"

"দে।"

"ছাড়, হাতে লাগছে।"

"লাগুক।" দুলাল বেশ জোরে হাতে চাপ দিল রতনের।" বোতল দে....।"

রতন হঠাৎ কেমন হিংস্র হয়ে উঠল। "তুই বড় বাড়াবাড়ি করছিস। বি কেয়ারফুল।"

"করছি। কি করবি তুই?"

ব্যাপারটা যে ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে গজেনরা বুঝতে পারল। রতন ভীষণ রেগে উঠেছে। দুলাল রীতিমত রুক্ষ, কঠোর হয়ে যাচ্ছে। লালি, গজেন, নিশি, অংশু কারও ভাল লাগছিল না।

গজেন বলল, "তোরা কি ছেলেমানুষি করছিস? দুলি ছেড়ে দে।"

দুলাল কিছু বলার আগেই রতন বোতলটা দিয়ে দিল। দুলাল রতনের ডান হাতের গ্লাসের দিকে তাকাল।

রতন একবার বন্ধুর দিকে তাকাল, :তারপর আচমকা গ্লাসের হুইস্কিটুকু বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। নিশির গলায় ঘাড়ে লালির কাঁধে, গজেনের মুখে এসে ছিটিয়ে পড়ল হুইস্কি। লাল চোখ, কাঁপতে কাঁপতে রতন বলল, "আচ্ছা শালা। আমিও দেখছি।"

দুলাল যেন রতনকে মারতে গিয়েও থেমে গেল।

নিশি বলল, "এটা কি করলি রতনা, গায়ে মাল ঢেলে দিলি? যাঃ!"

লালি বলল, "কি করিস তোরা....! বয়েস বাড়ছে না কমছে।"

হাতের ঝাপটায় যে যার গায়ে পড়া মদ যেন ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছিল।

রতন কোনো কথা বলল না। চটি পায়ে গলিয়ে সোজা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

দুলাল নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসল।

কি যেন হয়ে গেল এই ঘটনায়। মজার এবং হালকা ভাবের আবহাওয়া কেটে গিয়ে হঠাৎ কেমন গুমোট ভাব এসে গেল। আবার তাস খেলা চলল, নতুন করে পাত্র পূর্ণ হল। কিছুক্ষণ কেউ কোনো

কথা বলল না। তাস ফেলল, টানল। গ্লাসে চুমুক দিল। অস্পষ্ট শব্দ করল। দরজার দিকে তাকাল—যেন রতন ফিরে আসছে কিনা লক্ষ করল।

শেষে গজেন অংশুকে বলল, "দেখ তো, রতনা কি করছে ওঘরে!"

নিশির নেশা ধরে আসছিল। নিশি বলল, "দুলি, তুই সত্যিই বাড়াবাড়ি করলি। হাতেরটুকু ও খেতে পারত।"

দুলাল বলল, "কেন খাবে?"

"তুই ওর গার্জেন নয়।"

"গার্জেনের কথা আসছে না। ও শালা আবার আজ রাত্রে ওই রকম করত।"

কিন্তু মদ খাওয়ার সঙ্গে স্লিপ ওয়াকিংয়ের কোনো সম্বন্ধ নেই।"

"না খাকুক। মদ ওর সহ্য হয় না।"

গজেন বলল, "কাল কি করেছিল রতনা?"

"ঘুমের ঘোরে বাইরে চলে গিয়েছিল," ছোট করে দুলাল বলল।

গজেন বলল, "বলিস কি।"

অংশু ফিরে এসে বলল, "রতন ঘরে নেই, বারান্দায় নেই। বাড়ির দরজাটা খোলা। ভেজানো ছিল।"

"শালা রাগ করে বেরিয়ে গেছে," লালি বলল, "কাছাকাছি কোথায় ঘুরছে, ফিরে আসবে। নে তাস দে।"

মোটামুটি রাত হয়ে গিয়েছিল। তাস বন্ধ হয়েছে। নিশির নেশা হয়ে গিয়েছে পুরো মাত্রায়। গজেনেরও। লালির চোখ ফুলে উঠেছিল; মুখ লাল। অংশুও ঝিমিয়ে পড়েছে। দুলাল কপালের ঘাম মুছছিল। রতন এখনও ফেরে নি।

নিশি বলল, "রতনা শালা ফিরছে না! হোয়াট্স দ্য ম্যাটার?"

গজেন বলল, "কোথায় চলে গেল রতনা?"

"শালা বোধ হয় সৈকতাবাসে গিয়েছে। রুমার কাছে।" লালি বলল।

নিশি হেঁচকির মতন শব্দ করল, তারপর টলমলে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "রতনা আত্মহত্যা করতে গিয়েছে।" বলে সমুদ্রে ঝাঁপ খাবার একটা ভঙ্গি করল দু হাতে।

লালি বলল, "রুমার কাছে গিয়েছে।"

"আত্মহত্যা।"

"রুমা।"

নিশি হেসে ফেলল। কথা জড়ানো, চোখের পাতা ছোট হয়ে এসেছে, মাথার ঝাঁকড়া চুল এলোমেলো ; নিশি বলল, "তুই জানিস, শ্রীচৈতন্য পূর্ণিমার সমুদ্র দেখে ঝাঁপ দিয়েছিল।"

"রতনা কি চৈতন্য ?"

"রতনার মধ্যে চৈতন্য-চৈতন্য ভাব আছে।" নিশি মজার গলায় বলল, "দুলি তুই জগাই-মাধাই।"

দুলাল বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে গেল পেচ্ছাব করে আসতে।

অংশু বলল, "একবার দেখে আসি চল

"কোথায় ?"

"ইভাদির ওখানটায় দেখে আসি।"

"তুই যা। ঘুরে আয়।"

"দূর, আমি অ-নেক খেয়েছি।"

লালি হাসল, "ধ্যুত শালা, তুই কি খাবি ? তোর খাবার এলেম কই....!" তোর ইভাদিকে খেতে হলে বেটা বাঘটাঘ হতে হবে।"

নিশি গজেনের দিকে হাত বাড়াল। "গচ্চা, তুই যা দেখে আয়। তুই ম্যাক্সিমাম সোবার। আমাকে নিয়ে চল। আমার হাত ধরে নিয়ে চল্....।"

গজেন বিরক্ত হয়ে বলল, "দুলি ফরনাথিং লড়িয়ে দিল। কি দরকার ছিল রতনার পেছনে লেগে ?"

লালি হেসে বলল, "তোর পেছনে লাগলে তুই খচে যাস্। একটা পেছন তো চাই বেটা।"

"নিজের পেছন নেই শালা !"

লালি তামাশা করে হাত ঘুরিয়ে তার পেছন খুঁজতে লাগল।

দুলাল ফিরে এল। গচ্চা, খিদে পেয়েছে ; রুটি মাংস লাগা।”

“রতন আসুক।”

“জাহান্নমে যাক রতনা, আমার খিদে পেয়েছে।”

“কি বাজে বকছিস তুই, রতনা ফিরুক....।”

“রতনা ফিরুক না ফিরুক আমার কি ! আমার খিদে পেয়েছে।”

গজেন চটে গেল। “দুলি, ছোটলোকোমি করিস না। বন্ধু লোক, রাগ করে চলে গেল, ফিরে তার খোঁজ করতে হবে না !”

দুলাল কোনো রকম উৎসাহ না দেখিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল।

গজেন বলল, “চল্ একবার দেখে আসি।”

নিশি নেশার ঝোঁকে বলল, “তোরা যা, আমার পায়ের ব্যালেন্স নেই।”

লালি বলল, “তুমি শালা কি তারের ওপর নাচবে যে তোমার ব্যালেন্স দরকার।”

অংশুও যেতে রাজী হল না। বলল, “মাল খেয়ে ইভাদির কাছে যাব কিরে, তোরা ঘুরে আয়।”

লালি মুখ খারাপ করে কি যেন বলল ; নিশি বেশ জোরে হেসে উঠল।

সকলেরই কম বেশী নেশা হয়ে গিয়েছিল। নিশি আজ অনেক ক্ষণ চুপচাপ থেকেছে এবার তার মুখ খুলে আসছিল। অংশু বিছানার ওপর আরাম করে শোবার চেষ্টা করছে।

গজেন আর লালি চটি পায়ে দিয়ে টর্চ হাতে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বাইরে এসে লালি বলল, “রতনা রোজ রোজ ঝামেলা করে, ওটাকে আর টলারেট্ করা যায় না।”

গজেন বলল, “দুলি অকারণে ওকে রাগিয়ে দিল।”

“অকারণে নয় বেটা, সকারণে,” লালি বলল, বলে কাল রাত্রের

ঘটনার কথা ব্যাখ্যা করল। গজেন শুনল। রতনের যে এ-রকম একটা রোগ আছে সে জানত না। মানে তেমনভাবে জানত না। সে জানে, ঘুমের ঘোরে রতনের বিছানা ছেড়ে উঠে যাবার বদ অভ্যেস আছে। অনেকেরই থাকে। রতন নিজেই গল্প করেছে। কিন্তু এটা যে কোনো রোগ হতে পারে গজেন ভাবে নি কখনো।

গজেন বলল, "রতনার মাথায় কিছু আছে, একদিন ও একটা কেলেংকারি করে বসবে।"

লালি কোনো জবাব দিল না।

দুজনে হাঁটতে লাগল। জ্যোৎস্না ফুটে আছে। চারিদিক নিঝুম। বালিয়াড়ির ওপর চাঁদের আলো যেন নদীর জলের মতন দেখাচ্ছিল। ঝাউবনের দিকে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। সামান্য শীতের মত লাগছিল। ঝোপের দিকে জোনাকি উড়ছে। পথের দু'পাশের ঝোপ থেকে জংলা গন্ধ উঠছিল।

হাঁটতে হাঁটতে লালি বলল, "গচ্চা, কাল ফিরবি, না পরশু?"

"কেন?"

"আর ক'দিন থাকবি?"

"গত কাল এলি সবে....।"

"আমার আর ভাল লাগছে না," লালি স্পষ্ট করে বলল, "দীঘা আমায় বোর্ করছে।"

"তোরই তো ভাল লাগবার কথা," গজেন খোঁচা মেরে বলল।

"কেন, ওই ইভাদির জন্যে?"

"সেই তুই-ই জানিস।"

লালি গজেনের কাঁধের কাছে আলগা ধাক্কা মারল। "তোর কোনো টেস্ট নেই গচ্চা, তুই একেবারে হোপলেস। ওই ধাড়ি মেয়েছেলেটার জন্যে আমার উইক্‌নেস হবে, বলিস কি?....শোন গচ্চা, তুই শালা মনে মনে আফসোস করছিস, ভাবছিস—আমি তোর মাল হাতিয়ে নিচ্ছি...."

বাধা দিয়ে গজেন বলল, "আমার কেনা মাল শালা! খচড়ামি করিস না।"

"শোন, যা বলছি শুনে যা—" লালি গজেনের কথায় কান দিল না, বলল, "ওই ইভাফিভা অন্য ক্লাসের মেয়ে। ও সব পোড় খাওয়া জিনিস, ভাই; ওসব জায়গায় তোর পোষাবে না। তুই একটা মাইল্ড টাইপের ভদ্র মেয়েছেলে দেখ্...."

গজেন চটে গিয়ে বলল, "আমার পোষাবে না মানে? আমি ওই মেয়েটার পেছনে ছুটেছি?"

• "আমি তো তাই বলছি, ছুটিস না। পারবি না। তোকে লেজে-গোবরে করে দেবে।"

"তোকে কি করবে?"

"আমায় কি করবে রে! আমি অনেক কিসিম দেখেছি। ইন্ ফ্যাক্ট আমার মেয়েদের সম্পর্কে কোনো জেনুইন উইক্‌নেস্ নেই।"

"তুই বেটা বেহ্মচারী....।"

"তোরা কিছু বুঝিস না। হয় বুঝিস বেহ্মচারী না হয় ইয়ে....। আমি কোনোটাই নই। আমার ভাল লাগে না।"

"নিশি থাকলে তোকে দেখাত?"

"তুই নিশির কালকের কথা বিশ্বাস করিস?"

"কেন করব না?"

লালি যেন পথের মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর গজেনের হাত ধরল শক্ত করে। বলল, "গচ্চা, আমি তোর দিব্যি করে বলছি, প্রতিমাকে আমি কিছু করি নি। নিশি শালা প্রতিমার প্রেমে পড়ে আছে, প্রতিমা যা বলছে—তাই ও বিশ্বাস করছে। কিন্তু আমি তোকে বলছি, প্রতিমা সেদিন আমায় বাজিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল। আগেও করেছে। আমি ওকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম, আমার আওয়াজ আছে—আমি নিশি নই।"

"তুই নিশিকে বিশ্বাস করাতে পারবি না।"

"নিশি আমার বন্ধু। প্রতিমা তার লাভার। বন্ধুর কথা কে বিশ্বাস করবে রে ?"

কথা বলতে বলতে ওরা সৈকতাবাসের কাছে চলে এসেছিল।

লালি বলল, "গচ্চা, তোকে সত্যি বলছি, আমি শালা কেমন একটা টাইপ হয়ে যাচ্ছি। আমার হাতের কাছে যা আসে তাই নিয়ে দুচার দিন খেলা করার চেষ্টা করি। আসলে আমার কিছু ভাল লাগে না। কিছুই ভাল লাগে না। এই দীঘাই আমার ভাল লাগছে না।"

গজেন কিছু বলল না। তার নেশা খানিকটা কম হলেও এতটা হেঁটে আসায় হাঁপিয়ে যাবার মতন লাগছিল।

গজেন বলল, "লালি, রতনা এখানে থাকবে না।"

"খোঁজ করে যাই।"

"ওই মেয়েটার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারব না। শালা ধরে ফেলবে, মাল খেয়েছি।"

"আমি কথা বলব !"

ইভাবা খেতে যাচ্ছিল—করিডোরের মতন জায়গায় দেখা হয়ে গেল।

ইভা অবাক হয়ে তাকাল লালির দিকে। রুমা ঘরেব দরজায় তালা দিচ্ছিল।

"কি ব্যাপার ?" এগিয়ে এল ইভা।

লালি বলল, "রতন এসেছিল ?"

"রতন !....কই, না।"

"ও !"

"কোথায় গেছে রতন ?"

"কি জানি, খুঁজতে বেরিয়েছি।"

ইভা অনেকটা কাছে এসে গিয়েছিল। লালির চোখমুখ দেখে সে সমস্তই বুঝতে পারছিল। গলার স্বরেও বুঝিয়ে দিচ্ছিল লালি নেশা করে এসেছে।

ইভা নাকের কাছে আঙুল রেখে যেন লালিকে বোঝাবার চেষ্টা করল ব্যাপারটা সে বুঝেছে। তারপর চোখের মণিতে হাসল, "রতন এখানে আসে নি।"

লালি রুমার দিকে তাকাল। দরজা বন্ধ করে রুমা এগিয়ে আসছে। চোখ ফিরিয়ে ইভার দিকে তাকাতেই লক্ষ করল, ইভা প্রায় গায়ের কাছে চলে এসেছে। লালি পিছিয়ে গেল।

ইভা বলল, "রতন এখানে আসবে বলেছিল?" বলে চাপা হাসির ভঙ্গি করল।

লালি বলল, "না। অনেকক্ষণ ও বেরিয়ে এসেছে। ফিরছে না। তাই....।" বলে লালি আর দাঁড়াল না, করিডোর দিয়ে চলে এল।

গজেন অপেক্ষা করছিল।

লালি এসে বলল, "রতনা এখানে আসে নি।"

"তা হলে।"

"কে জানে শালা কোথায় গেছে।"

গজেন কপালের পাতলা ঘাম মুছল। বলল, "কোথায় যেতে পারে?"

"জাহান্নামে।" রাগ করে বলল লালি। "....শালা সমুদ্রে ডুবে মরেছে।"

"বাজারের দিকটা একবার দেখে আসব?"

ভাল লাগছিল না লালির। তবু বলল, "চল্।"

সৈকতাবাস থেকে সামান্য এগিয়ে আসতেই। রতনের দেখা পাওয়া গেল। ধীরে ধীরে আসছে, মাথা একপাশে ঝুলে পড়েছে, টাল খাচ্ছে, পা ফেলছে এলোমেলো।

লালিদের বুঝতে অসুবিধে হল না রতন প্রচণ্ড নেশা করে কোনো রকমে ফিরে আসছে। এই অবস্থায় ও কতদূর যেতে পারত তা বলা যায় না। হয়ত বাড়ি পৌঁছবার আগেই বালিয়াড়িতে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকত।

গজেন এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়াল। "রতনা! এই রতনা?"

রতন দাঁড়িয়ে পড়ে কোনো রকমে মাথা তুলল। পুরোটা তুলতে পারল না, ঘাড় পিঠ নুয়ে আছে।

লালি এসে কাঁধের পাশে দাঁড়াল রতনের।

"কোথায় গিয়েছিলি শালা?" গজেন হাত ধরল রতনের।

রতনের চোখের পাতা ফুলে ওঠার মতন হয়েছে। মুখ ভারী। জড়ানো চোখ খুলে রতন গজেনকে দেখবার চেষ্টা করল। আলো প্রায় নেই।

লালি বার কয়েক নাক টানল। রতন সস্তা মদ খেয়েছে। গন্ধ আসছে তার সর্বাঙ্গ থেকে।

রতন যেন হঠাৎ গজেনকে চিনতে পেরে তার নিজের হাত গজেনের মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে আচমকা টান মারল। হাত ছেড়ে গেল।

গজেন কিছু বলার আগেই রতন পুরোপুরি মাতালের মতন বলল, "খবরদার শালা। ডোণ্ট টাচ্ মি।"

"কোথায় গিয়েছিলি তুই?"

"যেখানেই যাই....তোমার কি!"

লালি ধমকের গলায় বলল, "তুই বাড়ি থেকে চলে এসে মাল খেয়েছিস।"

"বেশ করেছি।"

"দিশী মাল শালা।"

"তোদের মতন বড়লোকের বাচ্চা আমি নই। দিশী খেয়েছি না বিলিতী খেয়েছি—তাতে তোর কি?"

রতনের জিব মোটা হয়ে কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছিল। টেনে টেনে কথা বলছে। খুব ঘেমে গিয়েছে রতন। কপাল, মুখ, গলা ভেজা। জামার হাতা গুটোনো। মাথার চুল উসকোখুসকো।

গজেন আর লালি চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

"বাড়ি চল," গজেন বলল।

"না।"

"তুই ভেবেছিস কি। আমরা তোর জন্যে হাঁ করে বসে আছি....! খুঁজতে বেরিয়েছিলাম।"

"কেন বেরিয়েছিলি? কে বলেছে?....চলে যা।"

লালি বিরক্ত বোধ করছিল। বলল, "বেশী পিঁয়াজী করবি না। বাড়ি চল।"

গজেন আবার হাত ধরল রতনের।

রতন হাত ধরতে দেবে না। গজেনও ছাড়বে না। দুজনে খানিকক্ষণ হাত টানাটানি চলল। শেষে লালি রতনের কাঁধের কাছটা ধরে বলল, "তুই খুব বাহাদুর হয়েছিস! গায়ে শালা তোর জোর বেড়ে গেছে। আর ঝামেলা করিস না। চল্।"

প্রায় ঠেলতে ঠেলতে রতনকে নিয়ে চলল লালি। গজেন পাশে পাশে থাকল। রতন ছেলেমানুষের মতন কখনও ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল, কখনও হাত তুলে চেঁচাচ্ছিল, আবার কখনও সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল।

সামান্য পথ এইভাবে এসে রতন হঠাৎ গজেনের গলা জড়িয়ে ধরল। ধরে বলল, "তোরা ভেবেছিস—তোদের পয়সা না হলে আমি মদ খেতে পারব না। তোরা ভেবেছিলি, আমায় শালা চাকর-বাকরের মতন একটু প্রসাদ দিবি!....কৃপা করবি আমায়? না শালা?....দেখ্, আমি মাল খেয়েছি।"

গজেন বলল, "আমি কিছু ভাবি নি। দুলিকে বলিস।"

"দুলি আমার গার্জেন? ও আমার বাপ্? ওর এত রোওয়াবি কেন? আমি উইক্ বলে, মারপিট করতে পারি না বলে তোরা আমায় বরাবর ইনসাল্ট করিস। আমাকে তোরা কুকুরের মত লাথি মারিস। আমি দুলিকে দেখে নেব।"

লালি বলল, "মাতাল হয়েছিস মাতলামি কর। ন্যাকামি করিস না।"

"তুই দুলিকে সাপোর্ট করছিস। বরাবর তুই দুলিকে সাপোর্ট করিস।" রতন বলল।

"করি। তুই মদ হজম করতে পারিস না?"

"পারি রে শালা, পারি—" রতন হঠাৎ তেড়ে উঠে পিঠ বুক সোজা করে নিজের বুকের ওপর হাত দিয়ে চাপড়ালো। "আজ কত খেয়েছি জানিস?"

লালি বলল, "বেশ করেছিস খেয়েছিস। খেয়ে আমাদের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করেছিস। এই রাত্রে তোকে খুঁজে বেড়াতে হচ্ছে। নে, চল্‌....।"

রতন গজেনের গায়ে শরীরের অর্ধেক ভর ছেড়ে চলতে লাগল।

"আমি তোদের চিনে নিয়েছি," রতন বলল, "সব শালাকে চিনে নিয়েছি। কাল আমি কলকাতায় চলে যাব।"

"কালকের কথা কাল," লালি বলল, "আজ আর ঝামেলা করিস না।"

"আজকের কথা আজই বলছি, লালি; শোন—" রতন মুখ ফিরিয়ে লালিকে বলল, "আমি তোদের মন বুঝি। তোরা আমায় কুত্তা ভাবিস। ভাবিস, কোথাকার শালা এক মামা-পোষা ভাগ্নে, বাপফাপ নেই, মা নেই, পার্ট টাইম মাস্টারী করে, আমার কোনো হক নেই তোদের সঙ্গে মেশবার। তোরা আমায় কাটাতে চাস। তোদের মদের বোতলে আমি ভাগ বসালে ভাবিস শালা ভিখিরীর পেটে যাচ্ছে। তে আমায় আজ যে ইনসাল্ট করেছিস জন্মে কখনও এমন অপমান আমায় কেউ করে নি। তুলি আমায় চোখ রাঙিয়েছে, আমায় মারতে এসেছিল।....ঠিক আছে, আজ আমি দেখব, তুলি আমায় কত মারতে পারে।"

লালি বুঝতে পারল রতনের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। বেটা বেঘোরে বকে যাচ্ছে। কিন্তু রতন মিথ্যে কথা বলছে। রতনকে কেউ কোনোদিন অপমান করে নি। সে গরীব কি না সে-প্রশ্ন অকারণ, কেননা সে-চোখে কেউ রতনকে দেখে নি। বরং রতনের ওপর তাদের মমতা কিছুটা বেশী। রতন শান্ত ধরনের, সামান্য নির্জীব, কিছুটা দুর্বল বলেই। তা ছাড়া রতনের খুব নিকট কেউ

নেই বলেও খানিকটা মায়া ওর ওপর বেশী। দুলাল যে কেন রতনকে মদ খেতে দেয় নি—রতন বুঝবে না। অবশ্য অতবার চাওয়ার পর দুলি একটু দিলেই পারত, দিলে এ ঝামেলা হত না।

বালিয়াড়ির গায়ে এসে রতন হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

গজেন বলল, "আবার কি হল তোর?"

রতন কাঁদতে কাঁদতে বলল, "দুলি আমায় এতবড় অপমান করল তোরা কেউ কোনো কথা বললি না। তোরা দুলিকে ভয় পাস।"

লালি বলল, "রতনা, তুই বড় বাড়াবাড়ি করছিস। আর বেশী করলে তোকে শালা লাথ মারব।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে রতন ঘুরে দাঁড়াল। বলল, "আয়, মার।"

রতনের ভঙ্গি দেখে লালির হাসি পেয়ে গেল। বলল, "রাস্তায় কি, বাড়িতে চল্ আগে—।"

"বাড়িতে কেন, তুই রাস্তায় মার।"

"সত্যিই তোকে মারব, রতনা। আজ যা ভোগালি...." বলতে বলতে লালি রতনের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল।

গজেন রতনকে টানতে লাগল। আবার চলতে লাগল রতন।

বাড়িতে পা দিয়েই নিশির গলা শোনা গেল।

ঘরের অবস্থা দেখে মনে হল কিছু একটা ঘটে গেছে। দুটো বালিশ দোমড়ানো অবস্থায় একপাশে পড়ে আছে, গজেনের ধুতি পুঁটলির মতন করে পাকানো, মেঝেতে ন্যাতার মতন পড়ে। জিনিসপত্র কেমন বেখাপ্পাভাবে এদিকে ওদিকে ছড়ানো।

নিশি ঘরের মধ্যে পায়চারি করার মতন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর জোরে জোরে নাটকের লাইন আওড়াচ্ছে। দুলাল অন্য ঘরে। অংশু বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিশির নাটক দেখছে।

নিশি কি যেন আওড়াচ্ছিল, রতনদের দেখে হঠাৎ থেমে গিয়ে

ন্যাটক নাটক ভাব করে রতনকে কৌতূহলের সঙ্গে দেখল, তারপর বলল, "পূর্ণ মোরা বহু পাপে, কিন্তু রে রতন, শুধু একা তোর তরে একটি নরক কেন সৃজে নাই বিধি!"

লালি বলল, "কি হচ্ছে কি তোদের?"

"ভেরী সিরিয়াস ব্যাপার। রবীন্দ্রচর্চা। রিসাইটিং টেগোর....." নিশি চোখ কুঁচকে বলল।

অংশু রতনকে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় গিয়েছিলি তুই?"

লালি বলল, "হায়রানির একশেষ। শালা, কোথায় গিয়ে মাল খেয়ে লাট্টু হয়ে গেছে।"

নিশি কোমর ভেঙে কুঁজো হয়ে লাফ মারতে মারতে রতনের কাছে এসে দাঁড়াল, তারপর তাকে লক্ষ্য করল, রতনের জামা কাপড়ের গন্ধ শুঁকতে লাগল। "কিসে করে খেলি রতনা? ডাবের মধ্যে? ডাবের জল দিয়ে? দীঘা ইজ্ ফেমাস ফর ডাব্‌।"

গজেন রতনকে ছেড়ে দিয়েছে। "তুলি কই?"

"খেয়ে-দেয়ে ও ঘরে শুয়ে পড়েছে।"

"ঘুমিয়ে পড়েছে?"

"দেখগে যা.....।"

"ঘরটার এই হাল কে করেছে।"

"আমি। অংশুকে ম্যাকবেথের পার্ট শেখাচ্ছিলাম।"

লালির খিদে পেয়ে গিয়েছিল। বলল, "নিশি, ডিনার লাগা, ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে।" বলে লালি চোখে মুখে জল দিতে বাইরে চলে গেল।

খেতে বসে অংশু বলল, "রতন, তোর এত সাহস আগে দেখি নি।"

রতনের ঝিম-ধরে ঘুম পাচ্ছিল। চোখ মুখে ঘাড়ে জল দিয়েও সে তেমন কিছু আরাম পায় নি। তার কষ্ট হচ্ছিল। গজেনরা

তাকে জোর করে খেতে বসিয়েছে, অথচ রতন কিছুই খাচ্ছিল না।

নিশি বলল, "খেয়ে নে রতনা, খালি পেটে মাল কেউ খায় শালা? তোর যা বুদ্ধি! খেয়ে নে—স্টমাকে লোড্ দে—নেশা খানিকটা ফিকে হয়ে যাবে।"

রতনের ঘুম পাচ্ছিল। মাথা নাড়ল রতন। সে খাবে না। জল খেল অনেকটা।

মাংস খেতে খেতে লালি বলল, "তোর এত রাগ অভিমানের কোনো মানে হয় না রতনা। তুই দুলির ওপর রাগ করছিস। দুলিকে খিস্তি করছিস। কিন্তু দুলি...."

রতন ঝিম কাটিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে বলল, "শাট্ আপ। দুলির কথা বলবি না। হু ইজ দুলি? দুলিকে আমি চিনি না।"

লালি বলল, "তোর সঙ্গে কোনো কথা বলা যায় না।"

রতন বলল, "আমার সঙ্গে তোদের কথা বলতে হবে না। আমি তোদের চিনে নিয়েছি। তোরা দুলির পার্টি। দুলিকে তোরা ভয় পাস। দুলি তোদের সামনে আমায় অপমান করলে একটাও কথা বলিস না।"

ওরা কেউ খেয়াল করে নি দুলাল পাশের ঘর থেকে কখন এ ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে সিগারেট।

হঠাৎ দুলালের গলায় লালিরা ফিরে তাকাল।

দুলাল বলল, "তোদের ব্যাপারটা কি! ওকে নিয়ে অত ন্যাকামি করছিস কেন! শালাকে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে চুবিয়ে আনতে পারলি না! চালতে খেতে যার পয়সা জোটে না সে বেটা মালপো খাবে!"

দুলালের গলা পেয়ে রতন ফিরে তাকাল। তারপর উঠে দাঁড়াতে গেল। গজেন হাত টেনে বসিয়ে দিল।

অংশু বলল, "দুলি, আর ঝামেলা করিস না। ছেড়ে দে।"

দুলাল বলল, "ঝামেলা আমি করেছি।....ও মাল খেয়ে হজম করতে পারবে না, বমি করবে; রাত্তিরে উঠে ভূতের মতন ঘর থেকে

পালাবে! গুণের তো ঘাটতি নেই বেটার। আবার মাল খাবার জন্যে হ্যাংলামি!"

বেহুঁশ অবস্থা সত্ত্বেও রতন দুলালের আগের কথাটা শুনতে পেয়েছিল। গজেনের দিকে আঙুল দেখিয়ে রতন বলল, "শোন; দুলি কি বলল? দুলি আমায় কি বলল শুনলি?"

"কি বলল?"

"কি বলল! দুলির বেলায় সব শালা কালা হয়ে যায়। বাঃ!"

"কি বলল বল্ না?"

"বলল, আমার চালতে খেতে পয়সা জোটে না....।"

গজেনরা কথাটার কোনো গুরুত্ব আগেও দেয় নি,এখনওদিল না। বোঝাই যায় দুলাল কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে বলে নি, তার বলার মধ্যে রতনকে অপমান করার বিন্দুমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। ওটা কথার কথা। যে অল্পস্বল্প মদ খেতেও পারে না, তার বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বেহেড্ মাতাল হয়ে আসার শখকে দুলাল ঠাট্টা করছে এইমাত্র।

নিশি হেসে বলল, "রতনা, তোর মাথায় খাহাদুরি আছে। ধরেছিস ঠিক....।"

"আমার চালতে খেতে পয়সা জুটুক না জুটুক দুলি বলার কে? ও আমায় গরীব বলে ঠোক্কর মারছে। তোরা শুনছিস....। তোরা সবাই শুনেও কথা বলছিস না। তোরা কাওয়ার্ডস্। তোরা দুলিকে ভয় পাস।" বলতে বলতে রতন মাটি থেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগল।

অংশু বলল, "রতনা একেবারে আউট হয়ে গেছে।"

রতন উঠে পড়ে দুলালের মুখোমুখি এগিয়ে গেল। "আমি গরীব। তাতে তোর কি? তোর কাছে আমি ক'পয়সা হাত পেতে নিয়েছি?"

দুলাল কিছু বলল না। রতনের মাতলামি তাকে বিরক্ত করছিল।

"আমি তোর কাছে কবে হাত পেতেছি শালা? কবে হাত পেতেছি—?" বলতে বলতে হাত পাতার ভঙ্গি করে রতন তার হাত বাড়িয়ে দিল।

দুলাল বলল, "অনেক বার।"

"অনেক বার!....অনেক বার!....তুই মিথ্যে কথা বলছিস! ইউ লায়ার!"

দুলাল জানে কথাটা মিথ্যে। তিক্তবিরক্ত হয়েই কথাটা সে বলেছে। বলার কোনো কারণ ছিল না। তবু বলে ফেলেছে। যেন রতনকে দমিয়ে দেবার জন্যেই বলা।

রতন টাল খেতে খেতে দুলালের একেবারে কাছাকাছি এসে চেঁচিয়ে উঠল, "ইউ লায়ার, রাস্কেল, শালা খচ্চড়...."

দুলাল ভাবছিল, বেটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কলতলায় বসিয়ে মাথায় জল ঢেলে দিতে হবে। নয়ত রতনা আজ জ্বালাবে।

রতন হঠাৎ বলল, "তুই যে কত বড়লোকের বাচ্চা আমি জানি। বেশী রোওয়াবি করিস না।"

দুলাল কথাটা গ্রাহ্য করল না। বরং রতনকে কেমন করে জাপটে ধরে বাইরে কলতলায় নিয়ে যাবে যেন তাই ভাবছিল।

সেই মুহূর্তে রতন এক কাণ্ড করল। তার যতটুকু গায়ের জোর সব যেন একসঙ্গে করে ডান হাতে জোরে এক ঘুঁষি চালাল। দুলাল বুঝতে পারে নি। সরে যাবার সময় পায় নি। রতনের ঘুঁষি সোজা তার চোখের পাশে গিয়ে লাগল।

দুলাল যেন প্রথমটায় বুঝতেই পারে নি। তারপর যন্ত্রণা অনুভব করল। চোখ বুজে ফেলেছিল। ডান চোখের তলায় নাক ঘেঁষে লেগেছে। কোনো রকমে চোখ খুলে রতনের দিকে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারল, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে।

দুলাল ডান হাতে নাক চেপে ধরল।

লালিরা ততক্ষণে উঠে পড়েছে। সকলেই কেমন বিমূঢ়। বুঝতে পারছিল না, কি করবে? কাকে ধরবে?

দুলাল ডান হাতের তালু দেখল। রক্ত পড়ছে তখনও। তারপর প্রায় পশুর মতন রতনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সাত

পরের দিন সকাল থেকেই গজেনদের সব কিছুই বেখাপ্পা দেখাতে লাগল। রতন তার জামাকাপড় গুছিয়ে ফেরত যাবার জন্যে তৈরী। দুলালের চোখের তলায় কালশিটে, নাকের কাছটায় সামান্য ফোলা। দুলালকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। রতনেরও লেগেছিল, দুলালের লাথি তার বাঁ পায়ের কুঁচকির কাছটায় এমনই লেগেছিল যে সে পা সোজা করতে কষ্ট পাচ্ছিল। লালি আর নিশি দুজনেই অসন্তুষ্ট, বিরক্ত। ব্যাপারটা তাদের ভাল লাগে নি। আজ পর্যন্ত কোনোদিন তাদের বন্ধুদের মধ্যে যতই তর্কবিতর্ক রাগারাগি হোক হাত চালাচালি হয় নি। এই প্রথম। গজেন আর অংশু চেষ্টা করছিল, যা ঘটে গেছে সেটা নেহাতই মদের ঝোঁকে—এই কথাটা বুঝিয়ে রতন আর দুলালকে আবার সহজ স্বাভাবিক করে তুলতে। অংশু রতনকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কলকাতায় ফিরে যাওয়াটা আটকাতে পারল। বলল, 'কাল আমরা সবাই ফিরে যাব, আজ তোর একলা একলা গিয়ে কি লাভ! ব্যাপারটা বুঝে দেখ। নিজেদের মধ্যে এরকম হওয়া কি ভাল?'....গজেন দুলালকে অনেক বোঝাল, বলল, 'দুলি, তুই অবুঝ হোস না। রতনকে তুই জানিস। একেবারে নিরীহ। মদের ঝোঁকে অন্যায় করে ফেলেছে। ক্ষমা করে দে।'

রতন কলকাতা ফিরে যাওয়া বন্ধ করল। দুলালও লালিদের সঙ্গে দু চারটে হাসি ঠাট্টার কথা বলল, কিন্তু বেশ বোঝা গেল রতন বা দুলাল কেউ কারও দিকে আর সহজভাবে তাকাবে না, কথা বলবে না পরস্পরের সঙ্গে।

কেমন খাপছাড়া, এলোমেলোভাবে তারা সকালে চা খেতে

বেরিয়ে পড়ল। লালি আর দুলাল একসঙ্গে পাশাপাশি হাঁটছিল। নিশি আর গজেন। অংশু ছিল রতনের সঙ্গে।

দীঘা আজ চমৎকার হয়ে উঠেছিল। আকাশে কোথাও মেঘ নেই। মস্ত নীল ছড়িয়ে আছে, মাঝে মাঝে ঝকঝকে সাদা মেঘের পুঞ্জ। আলোয় রোদে সমুদ্রতীর জীবন্ত, অজস্র মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ছোটাছুটি করছিল, জেলেডিঙি তীরে উঠছিল পর পর, কলকাতার কোন সরকারী অফিস থেকে বড় গাড়ি নিয়ে একদল লোক এসেছে, তারা গাড়ি নামিয়ে নিয়েছে বিচে, হুল্লোড় করছিল।

চা খেয়ে সমুদ্রতীরে এসে অংশু বলল, "ওই যে ইভাদি।"

ইভা আর রুমাকে দূরে দেখা গেল। হেঁটে হেঁটে ফিরে আসছে।

এক বৃদ্ধ দুই নাতিকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। দু চারজন ভদ্রলোক ছুটে গিয়ে দেখলেন বৃদ্ধ একেবারে মাটিতে শুয়ে। বুকে হাত দিচ্ছেন। কেউ বলল, হার্ট অ্যাটাক; কেউ বলল, গ্যাস। অনেক লোক ভিড় করে ফেলল। শেষে ভিড়ের মধ্যে থেকে এক ছোকরা গোছের ডাক্তার বেরিয়ে এসে নাড়িটাড়ি দেখল বুড়ো ভদ্রলোকের। বলল, কোনো ডাক্তারখানা বা বাড়িটাড়ি পৌঁছে দেওয়া ভাল।

কলকাতার সেই সরকারী অফিসের গাড়ির লোকদের ধরাধরি করে বুড়ো ভদ্রলোককে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হল। লালিরা তখন ভিড় ছেড়ে এগিয়ে গেছে।

ইভাদের সঙ্গে দেখা হতেই লালি মুখ তুলে হাসল।

ইভাই কথা বলল প্রথমে। "তোমরা সব এতক্ষণে এলে?"

লালি মাথা দোলাল। ইভা দুলালের মুখ দেখছিল সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে। "কি হল?" বলে দুলালের চোখ নাকের দিকে আঙুল দেখাল।

"ও কিছু না," দুলাল বলল, "লেগে গিয়েছে।"

ইভা কেমন চতুর দৃষ্টিতে দুলালের মুখ লক্ষ করতে করতে পাতলা হেসে বলল, "পড়ে গিয়েছিলে বুঝি?"

লালি তাড়াতাড়ি বলল, "হ্যাঁ, কাল বাথরুমে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল।"

ইভার মুখ দেখে মনে হল সে বেশ কৌতুক অনুভব করছে।

"আপনারা সকালে বেরিয়েছিলেন?" লালি জিজ্ঞেস করল।

"একেবারে ভোরের দিকে। রুমার খুব শখ ছিল সূর্য ওঠা দেখবে।"

রুমা ইভার পাশে, সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখছিল। তার বাসি মুখ, এলোমেলো চুল, গায়ে সুতীর ছাপা চাদর—সব মিলিয়ে একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। ঘরোয়া, সুন্দর। কাল রুমাকে যেমন মনে হয়েছিল আজ আর তা মনে হচ্ছে না। বরং ইভার পাশাপাশি অনেক ভাল দেখাচ্ছিল।

ইভা তাকিয়ে তাকিয়ে অংশুদের দেখতে লাগল।

অংশুরা কাছে এলে ইভা বলল, "তুমি বাবা বেশ ছেলে! তোমার ভরসায় দীঘা এলুম, আর তুমিই ডুব মেরে দিলে!"

অংশু বলল, "বাঃ ডুব কোথায়! এই তো!"

"এই তো! তোমার সঙ্গে না কথা ছিল সূর্য ওঠা দেখব।"

এ-রকম কোনো কথা ছিল বলে অংশুর মনে পড়ল না। হেসে বলল, "যা ঘুম ঘুমিয়েছি ইভাদি, সূর্যটুর্য আর খেয়াল ছিল না।"

ইভা রতনের দিকে তাকাল। হাসি হাসি চোখ। "তুমি নাকি কাল হারিয়ে গিয়েছিলে?"

রতন কেমন বিব্রত বোধ করল। কিছু বলল না।

রুমা রতনকে লক্ষ করছিল। দু জনে চোখাচুখি হল।

অংশু হেসে বলল, "রতনের মাঝে মাঝে মাথার স্ক্রু ঢিলে হয়ে যায়। কাল হঠাৎ রাত্তির বেলায় সমুদ্র দেখতে বেরিয়ে পড়েছিল।"

"ও! তাই নাকি!" ইভা ঠোঁট টিপে হাসল, চোখ সামান্য বড় করে বলল, "কেমন লাগল গো দেখতে?"

রতন আরও ঘাবড়ে গেল।

রুমা বলল, "এখানকার সমুদ্র এমন কিছু আহামরি নয়," বলে

রতনকে যেন জিজ্ঞেস করছে, রতনের দিকে তাকিয়েই আবার বলল, "একেবারেই নীল নেই, না ?"

রতন মাথা নাড়ল।

নিশি আর গজেন এল সবার শেষে। তারা বুড়ো ভদ্রলোককে ঘিরে যে ভিড় হয়েছিল তার মধ্যে ছিল। ভদ্রলোককে উঠিয়ে নিয়ে যাবার পর এদিকে এসেছে।

গজেন কাছে এসে বলল, "মানুষের কি গ্রহ ! কোথায় বেড়াতে এসেছিল। এসে হার্ট অ্যাটাক।"

রুমা অবাক হয়ে তাকাল। "হার্ট অ্যাটাক ! কার ?"

গজেন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কথা বলল।

জিবে শব্দ করে ইভা বলল, "আহা, বেচারী !....সঙ্গে বড় কেউ ছিল না ?"

না। ছুটো বাচ্চা নাতি। ...তবে ভদ্রলোক কথা বলতে পারছিলেন। কাছেই কোন হোটেলে এসে উঠেছেন কাল। ছেলের বউ আছে। ছেলে আজ আসবে।"

"হার্ট অ্যাটাক নাও হতে পারে—" নিশি বলল, "অনেকটা সামলে নিয়েছেন ভদ্রলোক।"

রুমা বলল, "আমার জেঠামশাইয়ের হয়েছিল। মারাও গেলেন। বড় কষ্ট।"

সামান্য চুপচাপ। যেন এই মানুষজন, সমুদ্রতীর, উচ্ছ্বাস, আনন্দ—সমস্ত কিছুর মধ্যে হঠাৎ কেমন বেদনার সুর স্পর্শ করল। সামান্য পরেই কেটে গেল আবার।

"তোমরা সব কোথায় যাচ্ছ এখন ?" ইভা জিজ্ঞেস করল।

"এই, একটু বেড়াচ্ছি।"

"ফিরবে কখন ?"

"ঘণ্টাখানেক পরে।"

ইভা লালির দিকে তাকাল। "তোমরা সমুদ্রে স্নান করবে না ?"

"করব," লালি মাথা হেলিয়ে বলল, "আজ ওয়েদার ভাল। আর একটু বেলায় অবস্থাটা দেখবেন।"

ইভা ন্যাকা ন্যাকা গলা করে বলল, "আমি বাপু, স্নান করবই। আমার অনেক দিনের শখ।…রুমি আবার জল দেখলেই ভয় পায়।"

নিশি রুমাকে বলল, "করে ফেলুন, করে ফেলুন। দীঘায় এসে সমুদ্রে স্নান না করলে লোকে ছ্যা-ছ্যা করবে।"

মাথা নাড়ল রুমা। "না বাবা, এই জলে আমি স্নান করতে পারব না।"

"এই জল মানে? সমুদ্রের জল?"

"হোক সমুদ্র।"

"রুমি ভয়েই মরে," ইভা হাসল

"ভয়ের কিছু নেই। পায়ের হাঁটু ডুববে না দেড়শো দু শ গজ পর্যন্ত। কত বাচ্চা কাচ্চা স্নান করবে দেখবেন।"

রুমা মাথা নাড়ল। সে স্নান করবে না।

ইভা অংশুর দিকে তাকাল। "তোমরা আবার বাড়ি ফিরবে তো?…তারপর স্নান করতে আসবে। আসার সময় আমাদের ডেকে নিয়ে এস। কেমন?"

অংশু মাথা হেলিয়ে সায় দিল।

লালিরা আবার হাঁটতে শুরু করল। এবার জোড় ভাঙল। নিশি লালিদের সঙ্গে। গজেন রতনদের সঙ্গে। একেবারে গায়ে গায়ে না হলেও লালিরা তিনজন আগে আগে, গজেনরা পেছন পেছন হাঁটতে লাগল। সামান্য ব্যবধান থেকে গেল দুই দলের মধ্যে।

লালি বলল, "নিশি, ইভা না কাল বলছিল সাঁতার-টাঁতার ভাল জানে।"

"চ্যাম্পিয়ান," নিশি হেসে বলল।

"তুইও তো চ্যাম্পিয়ান।"

"দুলি আরও বড় চ্যাম্পিয়ান।"

দুলাল লালির কাছে সিগারেট চাইল।

তিন বন্ধু সিগারেট ধরিয়ে নিল। আবার হাঁটতে লাগল।

"আজ তা হলে সাঁতার কেটে নে, শালা" লালি নিশিকে বলল, "তোকেই চান্স দিচ্ছি!" নিশি মাথা নাড়ল। বলল, "আমার চান্স দরকার নেই, ভাই। তুমি সাঁতার কাটো গে যাও।"

লালি মজার মুখ করে হাসতে লাগল। তারপর বলল, "নিশি, তোর ক্যারেক্টারে একটা মস্ত দোষ আছে।"

ধোঁয়া উড়িয়ে নিশি বলল, "একটা কিরে একশোটা। আমার বাড়ির লোকের হিসেবে আমার চারিত্রিক দোষ শত শতোত্তর।"

লালি নিশির পেছনে এক থাপ্পড় মারল। বলল, "দেখ বেটা, তোর চরিত্রের সবচেয়ে বড় দোষ হল তুই একেবারে সেকেলে। কনজারভেটিভ্।"

দুলাল এবার একটু হাসল। হেসে নিশির ঝাঁকড়া চুলে আলগা করে হাত বুলিয়ে দিল, তার রঙচঙে গায়ের জামা এবং জিন কাপড়ের প্যান্টটা ইশারায় দেখাল।

লালি বলল, "ওতে কিছু হয় না, দুলি। রাধাবাজারে ঘড়ির দোকানে যা, দেখবি সব ঘড়িই সুইস মেড, দাম পঁচাত্তর টাকা। আসলি সুইস্ নয়, ফলস্। নিশি জেনুইন হিপি নয়, ফলস্ হিপি।"

নিশি সিগারেটের ধোঁয়া গিলে বলল, "তোর আসলি পয়েন্টটা কি তাই বল।"

"অলরেডি বলেছি। তুই শালা কুযোর ব্যাঙ্।"

"ইভার সঙ্গে সাঁতার কাটতে রাজী হচ্ছি না বলে?"

"শুধু ইভা কেন! প্রতিমা!"

"প্রতিমা আবার কোথা থেকে এল?"

"এল বই কি! তুই এখনও প্রতিমা প্রতিমা করে কেঁদে মরিস।"

নিশি এবার জোর গলায় হাসল। "প্রেম। গুরু. ও হল প্রেম; প্রণয়। ও জিনিস আলাদা। তোমার মগজে ঢুকবে না।"

"তোর মগজেও ঢোকে না।"

"মগজের ব্যাপারই নয়, ওটা হৃদয়ের ব্যাপার," নিশি তার বুকে হাত রেখে হৃদয় দেখাল। "হৃদয়ের ব্যাপারটা আমি অ্যাক্‌সেপ্‌ট্‌ করি। কেননা মানুষ মগজ পাবার পর তাকে ধার দিয়ে শানিয়ে তোলার অনেক আগেই হৃদয় কাজ করতে শুরু করেছিল। ইট্‌ ইজ্‌ প্রিমিটিভ ; একেবারে বেসিক ব্যাপার।....ইন্‌ ফ্যাক্ট, আমার চ্যালেঞ্জও সেখানেই। মগজ আর বুদ্ধি হল প্রফিট আর লসের কারবারে খাটানোর মূলধন। হৃদয় কোনো কিছু পরোয়া করে না।"

নিশি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল লালি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "কথায় কথায় তোর এই লেকচার আর ভাল লাগে না, নিশি। তুই শালা তবলা ইউনিভার্সিটির .এম এ; ডোণ্ট ফরগেট্‌।"

দুলাল কথা বলল। "লালি, তুই কেন বেচারীকে খোঁচাচ্ছিস ?'

নিশি বলল, "আমায় খুঁচিয়ে কিছু হবে না। আমার গণ্ডারের চামড়া।"

লালি বলল, "সত্যিই তোর গণ্ডারের চামড়া।....যাক্‌গে, আচ্ছা নিশি, তুই এখন সাদা চোখে ক্লিয়ার ব্রেনে আছিস। একটা কথা তুই:আমায় বল। বলবি ?"

"কি কথা ?".

"তুলি সাক্ষী থাকছে, মাইণ্ড ছাট্‌।"

"কথাটা বল।"

"তুই কি সত্যিই বিশ্বাস করিস আমি তোর প্রতিমাকে ভাগাবার চেষ্টা করেছি ?"

নিশি লালির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে সে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। সামনে ঝাউবন। রোদের তাত মাথা গরম করে দিচ্ছে, চোখে লাগছে। ঝাউবনের ছায়া গাঢ় হয়ে সামান্য দূরে অপেক্ষা করছে।

ঝাউবনের দিকে যেতে যেতে নিশি বলল, "হ্যাঁ করি। তবে যে ভাগাবার কথা বললি—তা আমি বিশ্বাস করি না।"

লালি খুব আগ্রহের সঙ্গে নিশির দিকে তাকিয়ে ছিল। নিশি যা বলল, শুনল। সামান্য যেন লাল হয়ে গেল মুখটা। দু মুহূর্ত পরে বলল, "তার মানে?"

"মানে, তুই কোনো ব্যাপারে সিরিআস নয়। প্রতিমাকে তুই কস্মিনকালেও ভাল বাসতিস না। তোর নেচার ভালবাসার নয়। তোর বাড়ির যা স্ট্যাটাস তাতে তুই প্রতিমার মতন একটা মেয়েকে ভালবেসে বিয়েও করতিস না কোনো কালে। তোর কাছে সব ব্যাপারটাই মজার। খেলা করার। তুই প্রতিমাকে নিয়ে খেলতে চাইছিলি।"

লালির মুখ ঘন লাল হয়ে উঠল। সরাসরি মুখে রোদ পড়ার জন্যে গরমে আর তাতে খানিকটা, খানিকটা বোধ হয় অপমানে।

দুলাল লালির মুখ দেখে ভয় পেল। লালি চোটে গেছে। রেগে গেলে লালির কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। একবার দোতলা বাসের সিঁড়ির ওপর থেকে একটা লোককে লাথি মেরে একেবারে নিচে ফেলে দিয়েছিল।

দুলাল ভয় পেলেও লালি কিছু করল না। কথাও বলল না। একেবারে চুপচাপ হাঁটতে লাগল তিন জনে।

গজেনরা সামান্য পিছিয়ে ছিল। লালিদের দিকেই তারা হেঁটে যাচ্ছিল মন্থরভাবে।

"কী চড়া রোদ মাইরি", গজেন বলল, বলে পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল গলা মুছল। সামান্য ঘাম ছিল তার মুখে। সরাসরি রোদে সব সময় ভাল করে তাকানো যায় না, বালির ওপর রোদ পড়ে হয়ত আলোও খানিকটা ঠিকরে আসছে। ওরা অনেকটা চলে এসেছে। এদিকে সমুদ্রতীরের কোনো ভিড় নেই, সমুদ্রের তট যেন বাঁক খেয়ে গেছে আরও একটু দূরে। মাথার ওপর চিলের মতন সেই পাখিগুলো কয়েকটা উড়ে বেড়াচ্ছে।

অংশু বলল, "আমি একবার মা আর চিনুকে নিয়ে আসব। অনেকবার বলেছে চিনু।"

চিনু অংশুর বোন। এখনও বিয়ে হয় নি। প্রথমে দিদি, তারপর অংশু, চিনু সবার ছোট।

গজেন বলল, "চিনুর সেই সম্বন্ধটা কি হল রে?"

"কেঁচে গেছে।"

"কেন?"

"ছেলের বাবার বড় ডিম্যাণ্ড। হাজার বিশ বাইশের কমে হত না। অত খরচ কোথ্ থেকে করব ভাই?"

গজেন অংশুর পিঠে খোঁচা মারল। হেসে বলল, "বলিস কি! তুই খরচা করতে পারবি না তো আমরা পারব?"

অংশুও ঠাট্টা করে বলল, "কেন, আমার কি জমিদারি আছে?"

"আরে ব্বাস—, মোর ছ্যান জমিদারী! তোর শালা কলকাতায় অত বড় বাড়ি। গ্রে স্ট্রীটের ওই পজিসনে তোর বাড়ির ভ্যালুয়েশন কত!"

অংশু বলল, "বাড়ির পজিসন দেখছিস, ভেতরটা তো দেখিস নি। বাহাত্তর বছরের বাড়ি, দেওয়ালের ইটগুলো এবার খসে পড়বে। তার ওপর নিচের দোকানগুলোর সঙ্গে মামলা আর মামলা। আমার মাইরি—এসব ভাল লাগে না। মা কিছু বোঝে না। হরদম খোঁচায়।"

রতন বলল, "তুই না বলেছিলি ছেলেটা খুব ভাল?"

"চিনুর বিয়ের সম্বন্ধের কথা বলছিস!....হ্যাঁ ছেলেটা ভাল ছিল। ব্যাংকে চাকরি। ভাল মাইনে ছিল। চেহারাও ভাল। একটু মাথায় শর্ট। চিনুর সঙ্গে মানিয়ে যেত।....কিন্তু ছেলের বাপ লোকটা মহা ফন্দিবাজ। ক্যাশ ছ'হাজার চাইল। সোনা বোধ হয় ভরি তিরিশ....তারপর ফার্নেচার ফ্রিজ...."

"আরে শালা," গজেন চোখ উলটে বলল, "তোদের বাড়িটাও তো চাইতে পারত।"

অংশু মাথা হেলিয়ে বলল, "তাও পারত।"

রতন বলল, "এখনও বিয়ের বাজারে ছেলেদের দাপট। ক্যাশ ছাড়া কথা বলে না।"

গজেন রসিকতা করে বলল, "তুইও নিবি।"

"আমি?"

"হ্যাঁ, তুই—রতন সান্যাল। বারেন্দ্রী না কি যেন তুই।"

"আমি একটা পয়সাও নেব না। নট্ ইভ্ন্ ঘড়ি আংটি-ফাংটি...."

"থাক্, আর বলিস না....আমি সব বেটাকে এই কথা বলতে শুনেছি। বিয়ের বেলায় কেউ আর নেব না বলে না। তখন মেয়ের বাপের রেকটামে বাহাত্তর ইঞ্চি পাইপ বসিয়ে দেয়।"

অংশু বেজায় জোরে হেসে উঠল। রতন হাসল জোরে জোরে। গজেন যে এতবড় একটা রসিকতা করতে পেরেছে এই আনন্দে আবার বলল, "হাসিস না। আমার বোনের বিয়েতে বাবাকে টেন পার্সেন্ট সুদে টাকা ধার করতে হয়েছিল। পাক্কা দু বছর দেনা শুধতে শুধতে বাবার ডায়েবেটিস ধরে গেল। তারপরই নানান রোগ। শেষে তিক্তবিরক্ত হয়ে এই শালার জগৎ ছেড়েই চলে গেল।"

রতন বলল, "তুই বরং পালটা নে; কিংবা বদ্‌লা।"

"নেব," গজেন যেন সামান্য রাগ করেই বলল, "সবাই নেয়, আমি নেব না কেন!"

সামান্য চুপচাপ। রতন হঠাৎ বলল, "বুঝলি অংশু, আমরা খুব বোলচাল মারি, কিন্তু কোনো কিছু পালটায় নি। আজ একশো বছরে কি পালটেছে সমাজের বল? দু দশটা কেস্ বাদ দিলে মেজরিটি এখনও সেই পুরোনো সমাজ মেনে জীবন কাটাচ্ছে। ধর কাস্ট সিস্টেম্, বামুন কায়েত বদ্যি এখনও আছে, বামুন ছেলের জন্যে বামুন মেয়ে চাই, বদ্যির জন্যে বদ্যি। তারপর দেখ ঠাকুর দেবতার ওপর অগাধ ভরসা। এখনও যে কোনো বাঙালী ভদ্রলোক—ছেলে

ছোকরারা পর্যন্ত কালী মন্দির দেখলেই প্রণাম করে। বিয়ে-থার আচার-আচরণ অবিকল একই রকম। মানুষ মরলে সেই শ্রাদ্ধ-শ্রাদ্ধ। বাচ্চা হলে আঁতুড় আর ষষ্ঠি পুজো।....ইন্ ফ্যাক্ট্—সমাজ তার নিজের মতন চলেই যাচ্ছে—আমরা ক'জন মাঝে মাঝে বাইরে থেকে তড়পাই। কিচ্ছু বদলায় নি। বদলাবে না।"

গজেন সায় দিয়ে বলল, "আমাদের জন্মে তো নয়ই।"

অংশু বলল, "আমি একটা বইয়ে পড়েছিলাম, সমাজের ব্যাপারটা হল আণ্ডার কারেন্ট ওয়াটার সোর্সের মতন। যতদিন না সোর্স শুকিয়ে যাচ্ছে লোকে মাটি খুঁড়ে সেখান থেকে জল ভরে নেবে।"

রতন প্রতিবাদ করল। বলল, "এসব তুলনার কোনো মানে হয় না। কিসের সোর্স? বেঁচে থাকার? একে বেঁচে থাকা বলে না?"

অংশু আপন মনে বলল, "কাকে বলে কে জানে!"

ঝাউবনের মধ্যে ছায়ায় লালিরা বসে পড়ল। গরমে গেঞ্জি-টেঞ্জি ভিজে গেছে ঘামে। দুলাল নাকের কাছটায় হাত দিল। এখনও মাঝে মাঝে ব্যথা করছে। চোখের তলার টনটনানি ক'দিন থাকে—কে বলতে পারে। নিশি হাত কয়েক তফাতে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করল; করে শিস দিল।

গজেনরাও ঝাউবনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

লালি চেঁচিয়ে বলল, "গচ্চা, এদিকে আয়। শোন্।"

গজেন কথা বলছিল অংশুর সঙ্গে সাড়া দিল না। লালি আবার ডাকল।

গজেন বলল, "কি?"

"এদিকে আয় না, শালা!"

গজেন লালির দিকে এগিয়ে এল।

ঝাউবনের ঘন ছায়ায় সকলেই বসে পড়েছিল। লালিদের হাত

কয়েক তফাতে রতন আর অংশু। জায়গাটা শান্ত, স্তব্ধ। বাতাস এত মৃদু যে ঝাউবনের মাথা প্রায় স্থির। সমুদ্রের বালিতে রোদ ঠিকরে পড়ে ঝকঝক করছিল।

লালি গজেনের কাছে সিগারেট চাইল।

প্যাকেটটা লালির হাতে দিয়ে গজেন নিশিকে বলল, "দোকান থেকে তুই টাকাটা নিয়ে পকেটে রাখলি যে, টাকাটা দে।"

নিশি বিরক্তির মুখ করে বলল, "তুই এত মাইজার হয়ে যাচ্ছিস গচ্চা, ভাবতেই লজ্জা করে। দুটো আড়াইটে টাকার জন্যে.... ছি ছি....!"

গজেন বলল, "টাকাটা দে আগে।"

"টাকা পাবি না। ফিরতি পথে চা খাব।"

লালি গজেনের পেটে খোঁচা মেরে বলল, "গচ্চা, আজ তুই সাঁতার কাটবি।"

গজেন লালির হাসি দেখতে দেখতে বলল, "তুই থাকতে আমি?"

"না, আজ তুই কাটবি। তোর একটা প্রেস্টিজ আছে," বলে লালি গজেনের হাত ধরে টান মারল। গজেন প্রায় লালির গায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

গজেনকে জাপটে ধরে লালি বিচিত্র শব্দ করতে লাগল। তারপর বলল, "আমরা প্রোগ্রাম সেট্‌ল্ করে ফেলেছি। আজকের প্রোগ্রাম।"

লালির হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল গজেন। নিশি এসে আধশোয়া হয়ে বসে পড়েছে।

লালি বলল, "নিশি, এখন কটা বেজেছে?"

নিশি ঘড়ি পরে না; দুলালের হাত ধরে টানল নিশি, ঘড়ি দেখল। "ন'টা চল্লিশ।"

"দশটা নাগাদ আমরা উঠে পড়ব। সাড়ে দশটা নাগাদ বাড়ি হয়ে সাঁতার কাটতে আসব। ভায়া সৈকতাবাস। আজ পৌনে

এগারোটায় দীঘা সী বীচে গজেন-ইভা সাঁতার প্রদর্শনী। কি ঠিক বললাম না?" লালি হাসছিল।

নিশি মজা পাচ্ছিল লালির কথায়। বলল, "প্রদর্শনী কেন! ব্যালে! ওয়াটার ব্যালে।"

লালি হাত বাড়িয়ে নিশির থুতনি ছুঁয়ে হাতটা টেনে নিয়ে চুমু খেল নিজের আঙুলে। বলল, "সাব্বাস! তুই দেখছি ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারিস। ব্যালে....! ফাইন্। গজেন-ইভা ব্যালে। গচ্চা, তুই ব্যালে নাচতে পারবি তো?"

গজেন গম্ভীর মুখে বলল, "না।"

"কেন?"

"বিজয়ার দিন সিদ্ধি খাইয়ে তোরা আমায় এত নাচিয়েছিস যে আমার বল্-বৃদ্ধি ঘটেছে। আর নাচ নয়।"

প্রথমটায় লালি ধরতে পারে নি কথাটা, তারপর বুঝল। বুঝে হোহো করে হেসে উঠল। তার দমকা হাসি ঝাউবনের বাতাসে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছিল। "গচ্চা, তোর জলাতঙ্ক হয়ে যেতে পারে। বী কেয়ারফুল।"

নিশি আর দুলালও হেসে উঠল।

রতন আর অংশু সিগারেট খাচ্ছিল। লালিদের হাসি শুনে তারা তাকিয়ে থাকল।

অংশু বলল, "কি হল, অত হাসছে কেন ওরা?"

রতন বলল, "সুখে আছে তাই হাসছে।"

অংশু রতনের চোখের দিকে তাকাল। পরে বলল, "তুই এখনও ওদের ওপর চটে আছিস।"

রতন একটু চুপচাপ থেকে বলল, "এই আমার শেষ। আমি আর ওদের সঙ্গে কোথাও যাব না।"

"এ তোর রাগের কথা।"

"না, রাগ নয় ; অপমানের কথা। আমি নিজেকে খুব অপমানিত বোধ করেছি।....বাস্তবিক আমার যা অবস্থা তাতে ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায় না।"

"এটা তুই বাজে কথা বলছিস রতন," অংশু প্রতিবাদ করে বলল "আমরা তোর নতুন বন্ধু নয়, পুরোনো বন্ধু। এতকাল মেলামেশা করে আজ তুই একথা বলছিস....!"

রতন সিগারেটের ধোঁয়া গিলে বলল, "আজ বলছি ঠিকই, কিন্তু কথাটা আমার প্রায়ই মনে হয়। ওদের টেম্‌পারামেণ্ট অন্য রকম, আমার সঙ্গে মেলে না।"

"তুই বড় সেন্টিমেণ্টাল।"

"হতে পারি।....অনেক জিনিস আছে যা আমার লাগে, ওদের অনেক কথা আমার একেবারে পছন্দ হয় না।....ওদের সঙ্গে মিশতে মিশতে আমি আমার চরিত্র হারিয়ে ফেলছি।"

অংশু চুপ করে থাকল। রতনের চোখ-মুখ ছায়ায় আরও কালচে দেখাচ্ছে, হয়ত রোদে পুড়ে তার শ্যামলা রঙ কালচে হয়ে গিয়েছে।

চুপচাপ বসে থাকল রতন। সিগারেট টানতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে বলল, "দেখ অংশু, আমার বাবা নেই, মা নেই। মামার বাড়িতে আজীবন মানুষ। আমি আগাছার মতন বেড়ে উঠেছি। বন্ধুরা আমার একমাত্র নিজের ছিল ; কিন্তু যতদিন যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, লালিদের কাছেও আমি জাস্ট্ আউট্‌সাইডার। ওরা অন্য লেভেলের, আমি অনেক নীচু ক্লাসের।"

অংশু অসহিষ্ণু হয়ে বলল, "তুই ভুল বুঝছিস। লালি সে-ধরনের ছেলে নয়। ওর মন ভাল, বন্ধুদের জন্যে ও যথাসাধ্য করে। আর দুলাল? দুলালের কেস তুই জানিস। ওর বাড়ির ব্যাপারটা তোর অজানা নয়....। তোর চেয়ে দুলাল কি কম অসুখী?"

রতন সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "দুলি সংসারে কাউকে ভালবাসে না। খাতির করে না। ও সকলকে অপমান করতে চায়। দুলি অসম্ভব ক্রুয়েল। দুলির ভালমানুষি ওপর ওপর।

আমি তুলিকে অপমান করছি না। তার ভেতরের ব্যাপারটা আমি অনেকদিন ধরে লক্ষ করেছি। আমি তোকে বলছি, দেখে নিস, তুলি একদিন কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না। ওর টাইপই আলাদা।”

অংশু কোনো কথা বলল না।

নিশি উঠে পড়ে ঝাউবনের মধ্যে আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এখানকার মাটিটার রঙ আলাদা, সামান্য কালচে দেখাচ্ছে, হয়ত রোদ না পাওয়ায় মাটির রঙ এই রকম হয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর। একটা ঝাউগাছ মাটি উপড়ে সামান্য দূরে পড়েছিল। সমুদ্রতট ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে, ঝাউবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ওদিককার ঝাউবনের অবস্থা আরও খারাপ, কত গাছ যে মাটিসমেত উপড়ে গিয়েছে কে জানে।

খুবই আশ্চর্য, কোথাও কোনো শব্দ নেই, পাখির ডাক নেই, শুধু সমুদ্রের গর্জন ভেসে আসছে। নিশি মাথার ওপর তাকাল। আকাশ দেখাই যায় না। ঝাউগাছের ফাঁক দিয়ে পেন্সিলের মতন রোদের সরু সরু ফালি এসে পড়েছে। নিশি আরও দু-চার পা এগিয়ে একেবারে আড়ালে এসে দাঁড়াল। এখান থেকে লালিদের দেখা যায় না। রতনদেরও নয়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর নিশি বসল। বসে একটা সিগারেট ধরাল। এরকম নির্জন জায়গার স্তব্ধতা তার ভাল লাগছিল। কাছাকাছি লালিরা আছে, অথচ তাদের দেখা যাচ্ছে না—এই অবস্থাটাও তার পছন্দ হচ্ছিল।

সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল নিশি। অন্যমনস্ক হল কারণ কলকাতায় আজই প্রতিমার ফিরে আসার কথা। পুজোর সময় প্রতিমা তার মাসির বাড়ি বহরমপুরে গিয়েছিল। পূর্ণিমার পরের পরের দিন, মানে দ্বিতীয়া বা তৃতীয়ায় ফেরার কথা, সাতাশ তারিখে। আজ বোধ হয় আটাশ। একটা দিন বাড়তি ধরলে প্রতিমা আজ কলকাতায় ফিরছে, কিংবা গতকাল ফিরে এসেছে।

প্রতিমা নিশির খোঁজ করবে। করে দেখবে, নিশি নেই। লালিদের সঙ্গে দীঘায় বেড়াতে এসেছে। প্রতিমা জানে, নিশির দীঘায় আসার কথা ; কিন্তু লালিদের সঙ্গের নিশির সংস্রব সে পছন্দ করে না। লালিকে একেবারেই নয়।

'তোমার বন্ধু-বান্ধবদের দেখলে ঘেন্না হয় ! যত বাজে বেলাল্লা ছেলে সব।'

'বাঃ, লালি তোমারও বন্ধু।'

'বাজে বকো না, আমার আবার বন্ধু হল কবে ! তুমিই তাকে এনে আলাপ করিয়ে দিয়েছ।'

'লালি ভাল ছেলে !'

'কিসে ? লেখাপড়ায় ?'

'না। বি-এ-তে লো সেকেণ্ড ক্লাস। এম. এ-তে ড্রপ করল।'

'তা হলে আর ভাল হল কোথায় ?'

'ওর মনটা ভাল।....তবে ও শালা অ্যাডাল্ট্ হল না।'

'আমার সামনে শালা শালা করবে না, তোমায় অনেকবার বলেছি।'

'তোমার মুখে 'শ' স হয়ে যায় মাইরি !'

নিশি নিজের মনেই হাসল। শব্দ হল না। প্রতিমার জিবে অনেক শব্দ সামান্য মোটা হয়ে কেমন যেন শোনা । ওর বাল্যকাল কেটেছে আসামের দিকে। চট্টগ্রাম থেকে চলে এসেছিল গোটা পরিবার পার্টিসানের পর। প্রতিমা ডিব্রুগড়ের সাধারণ হাসপাতালে জন্মেছে, চট্টগ্রামের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তবু বাড়িতে মা-বাবার কথার মধ্যে থেকে কিছু কিছু তার নিজের জিবে চলে এসেছে। প্রতিমাকে দেখতেও সামান্য অন্য রকম লাগে, গালের হাড় মোটা এবং ভাঙা ; গায়ের রঙ কটকট ফরসা ; নাক সামান্য ভোঁতা। মাথায় অজস্র চুল। গোল গোল হাত।

'তোমায় মাইরি ফিফটি পার্সেন্ট চাটগাঁইয়া টাইপের দেখায়।'

'নিজেকে কেমন দেখায় ?'

'কলকাতার মানুষ।'

'কলকাতার বকাটে বজ্জাত ছেলেদের মতন।'

'যাঃ! আমার মধ্যে একটা শিল্পী-শিল্পী ভাব আছে। আমার চোখ দেখলেই বোঝা যায়, আমার প্রতিভা আছে।'

'তবে তোমার প্রতিভাই থাক্, প্রতিমাকে আর চেয়ো না। মদ, ভাঙ, গাঁজা খেয়ে প্রতিভার বিকাশ করো গে যাও।'

'তুমি মাইরি ব্যাপারটা বুঝতেই পার না। প্রতিভাদের সঙ্গে নেশার একটা ব্যাপার জড়িয়ে থাকে। স্পেশ্যালি ক্রিয়েটিভ ট্যালেন্টদের। মাইকেল মালের রাজা ছিল, শিশির ভাদুড়ি···'

হাতের ব্যাগ দিয়ে প্রতিমা নিশির কাঁধের কাছে মারল।

চমকে উঠল নিশি। তার বাঁ হাত ডান কাঁধের কাছে এসে থেমে গেল, স্পর্শ করল। কোথায় প্রতিমা? ঝাউবনের মধ্যে সে একা চুপ করে বসে আছে। বসে থাকতে থাকতে কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, সত্যি সত্যি প্রতিমা তার পাশে। ব্যাগ দিয়ে তার কাঁধে মারল।

উদাস হয়ে গেল নিশি। প্রতিমার জন্যে মন কেমন করছিল।

লালি ডাকছিল। নিশিকে ডাকছিল।

কোমরের সামান্য তলা দিয়ে ঢেউটাকে বয়ে যেতে দিল ইভা। মনে হল, ঢেউ যখন গায়ের কাছে তখন অল্প একটু লাফিয়ে উঠেছিল সে, লাফিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। ইভার কয়েক হাত তফাতে নিশি, তার পাশে লালি। গজেন আরও সামান্য দূরে। দুলালকে দেখা যাচ্ছিল না। রতন স্নান করতে নামে নি। রুমা আর রতন সমুদ্রের বালির ওপর বসে আছে। রুমার মাথায় ঘোমটার মতন করে তোয়ালে জড়ানো, রোদ আটকাচ্ছে। চোখে গো-গো চশমা। রতনের মাথাও ফাঁকা নয়, অংশুর মাদ্রাজী গামছা জড়িয়ে নিয়েছে।

তার পাশে লালিদের জামা প্যাণ্ট স্তূপ করা। দুলাল আর অংশু জল ঠেলে খানিকটা দূরে চলে গেছে সাঁতার কাটতে কাটতে।

সমুদ্রে এখন স্নানার্থীর বেশ ভিড়। ছোট বড়, বউ মেয়ে, বাচ্চা-কাচ্চা সবাই স্নান করতে নেমেছে। বাচ্চাগুলোকে হাত ধরে স্নান করিয়ে দিচ্ছিল বাবা-কাকারা। একটি বেঁটে মতন বউ স্বামীর হাত ধরে স্নান করতে করতে আহ্লাদে আটখানা হয়ে স্বামীর কোমর জড়িয়ে জলে পড়ে গেল। এক জোড়া ছিপছিপে মেয়ে আগাগোড়া শাড়ি জামা চুপসে আরও গভীর জলের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক সাঁতার কাটতে কাটতে বেশ খানিকটা এগিয়ে হাত তুলে স্ত্রীকে তাঁর শারীরিক পটুত্ব দেখাচ্ছিলেন। চারপাশে কলরব। হইহই। আহ্লাদের অট্টহাসি।

ইভা গায়ের আঁচল শক্ত করে কোমরে জড়াতে জড়াতে ক্রমশই জলের গভীর দিকে চলে যাচ্ছিল।

ভেজা শাড়ি ফুলে উঠছিল কোমরের কাছে।

নিশি ঘাড় ঘুরিয়ে দুলালদের দেখছিল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "গচ্চা, দুলিরা বেজায়গায় না চলে যায়। বারণ কর।"

দুলালরা এতটা দূরে চলে গিয়েছিল যে বারণ করার কোনো উপায় ছিল না। গজেন ভাল সাঁতার জানে। এক সময় জেলা স্কুলের সে সেরা সাঁতারু ছিল। বড় বড় ট্যাঙ্ক অনেশে আসা যাওয়া করেছে। কলকাতায় এসে বরানগরের গঙ্গাতেও সাঁতার কাটত। কিন্তু আজকাল তার চর্চা নেই। শরীর মোটা হয়ে যাচ্ছে বলে হাঁপিয়ে পড়ে।

গজেন মুখ ফিরিয়ে একবার দেখল দুলালদের তারপর সাঁতারের জন্যে জলের মধ্যে ডুবে গেল।

লালি জলের সঙ্গে নাচছিল। তার সাঁতার কাটার তেমন কোনো ইচ্ছে ছিল না। সে ইভার কায়দা-কানুন লক্ষ করছিল।

নিশি আরও জলের দিকে চলে গেল। ছোট প্যাণ্ট, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। নিশিকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।

তীরে বসে বসে রুমা হাসছিল। কেন হাসছিল বোঝা মুশকিল। রতন রুমার চোখ দেখতে পাচ্ছিল না। হাসিটা দেখছিল।

"হাসছেন ?"

"ওই লোকটাকে দেখুন—" বলে রুমা আঙুল দিয়ে একজনকে দেখাল।

গজকচ্ছপ চেহারার এক ভদ্রলোক, নীল রঙের হাফ্ প্যান্ট আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি গায়ে দিয়ে স্নান করতে এসে হাঁটু পর্যন্ত জলে নেমে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পাশে রোগা চেহারার একটি লোক, মাথায় বেঁটে। পরনে শুধু আণ্ডার উইআর। মোটা ভদ্রলোক বার বার ছিপছিপে চেহারার লোকটিকে জলের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। বোধ হয় দেখতে চাইছেন, জল কতটা।

রুমা বলল, "কত শখ !"

রতন হাসল। বলল, "ও বোধ হয় মাড়োয়ারী !"

"কে বলল ?"

"শরীর দেখে মনে হচ্ছে।"

"আহা, কত মোটাসোটা বাঙালীও তো রয়েছে। ওই মহিলাকেই দেখুন না—!"

লাল পেড়ে শাড়ি পরে রীতিমত বয়স্কা ও স্থূল চেহারার এক মহিলা স্নান করতে নেমেছেন। সম্ভবত মহিলার ছেলে তাঁকে হাত ধরে স্নান করিয়ে দিচ্ছে।

রতন রুমাকে বলল, "আপনিও নেমে গেলে পারতেন।"

মাথা নাড়ল রুমা। "এই জলে স্নান ! ও আমি পারব না।"

"কলকাতার জল অনেক বেশী খারাপ—!"

রুমা সেকথার কোনো জবাব না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করল। "আপনি গেলেন না কেন ?"

"শরীরটা ভাল নেই।"

রুমা আর কিছু জিজ্ঞেস করল না।

ইভা বুক জলে। লালিকে চোখের ইশারায় ডাকছিল। লালি যাচ্ছিল না। নিশি দূরে সাঁতার কাটছে।

"এই—" ইভা এবার জল ছুঁড়ল লালির দিকে।

লালি হাসল।

"এদিকে এসো—" ইভা ডাকল।

"যাচ্ছি।"

"তাড়াতাড়ি এসো।"

লালি এগিয়ে গেল।

ইভা বুক ডুবিয়ে এমনভাবে ভাসতে লাগল যাতে বেশ বোঝা যায় সে সাঁতার ভালই জানে।

"তুমি সাঁতার জানো না?" ইভা জিজ্ঞেস করল।

"ভাল জানি না।"

"শিখবে?" ইভা চোখ ছোট করে কেমন করে যেন হাসল।

লালি হাসিটা দেখল। মাথার ওপর চড়া রোদ। কোথা থেকে যেন একটা এরোপ্লেন চলে এসেছে মাথার ওপর, তার শব্দ হচ্ছিল, চারপাশে কলরোল, সমুদ্র একটানা শব্দ করছে, ঢেউ আসছে, যাচ্ছে, আসছে, দূরে আকাশ আর সমুদ্রে মেশামেশি।

হঠাৎ ইভা কেমন করে যেন লালির গায়ে গায়ে এসে গেল।

লালি যেন আচমকা ঢেউ সামলাতে গিয়ে পারল না। টাল খেয়ে গেল। ইভা লালিকে ধরে ফেলেই আবার নিজের দিকে টেনে নিল। লালি কাত হয়ে ইভার গায়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইভা পিছু সরে গেল।

সাঁতার কাটার মতন করে হাত ছুঁড়ল লালি।

দুজনে সামান্য এগিয়ে গেল।

দুলাল নাক এবং চোখের যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছিল না।

ফেরত আসতে আসতে বলল, "অংশু, নোনা জলে চোখ বড় জ্বালা করছে।"

গজেন কাছাকাছি এসে গিয়েছে। চিৎকার করে বলল, "তুলি আর যাস না। ও দিকটা খারাপ জায়গা। ফিরে আয়।"

তুলাল চারপাশ তাকাল। তাদের আশেপাশে কেউ নেই। অনেকেই দূর থেকে তাদের দেখছে।

অংশু এতোক্ষণে খেয়াল করতে পারল, তারা খারাপ জায়গায় চলে এসেছে। এদিকে নাকি শার্ক-টার্ক থাকে। ভগবান জানেন। তবে তু একটা ঘটনা ঘটে গেছে বলে অংশুও শুনেছে। গত বছরই একটা ছেলের পা কেটে নিয়ে গেছে শার্কে।

অংশু তাড়াতাড়ি বলল, "তুলি, শীগগির ফের।"

"কেন ?"

"শার্ক-টার্ক থাকতে পারে এদিকে।"

তুলাল হাসল। "আমাদের আর কি কাটবে শালা, বড় জোর…" কথাটা আর তুলাল শেষ করতে পারল না, সমুদ্রের একটা ঢেউ এমন বঙ্কিমভাবে আসছিল যে তুলালের হঠাৎ ভয় ধরে গেল। সে তাড়াতাড়ি ফিরতে লাগল।

গজেন আর নিশি জল ছেড়ে উঠে আসছিল।

নিশি হাত নেড়ে রতনকে ডাকছিল, "রতনা, তোয়ালেটা দিয়ে যা…."

গজেন ঘাড় ফিরিয়ে লালিদের দেখছিল।

ইভা এগিয়ে আসছিল। পাশে লালি।

জল কোমরের তলায় নেমে গেছে, ইভা যত এগিয়ে আসছে জল আরও নেমে যাচ্ছে। তার মাথার চুল দিয়ে জল পড়ছে, চোখ মুখ দিয়ে জল পড়ছে টপটপ করে, ভেজা কাপড় গায়ের সঙ্গে লেপটে গিয়েছে। আঁচলটা বার বার টেনে বুকের কাছটা ঢাকবার চেষ্টা

করছিল ইভা। ফলে পেট কোমর খোলা থেকে যাচ্ছিল। সুতীর পাতলা জামার তলায় ইভা অন্য কিছু পরে নি; ভেজা জামায় তার ভারী বুক প্রায় অনাবৃত দেখাচ্ছিল। লালি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "এরোপ্লেনটা আবার ফিরে আসছে।"

আকাশে কোনো শব্দ হচ্ছিল না।

ইভা উঁচু মুখে তাকাল। দেখা যাচ্ছে না হাওয়াই জাহাজ। সমুদ্র চিল মাথার ওপর উড়ে বেড়াচ্ছে। চোখে রোদ লাগছিল। ইভা চোখের ওপর কপালে হাত রেখে আকাশ দেখতে লাগল।

লালি ইভার বুক পেছন কোমর দেখতে দেখতে হেসে বলল, "সাঁতার-টাঁতারে আপনি পাকা।"

ইভা তখনও চোখের ওপর কপালে হাত রেখে—চোখ আড়াল দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে। আরও কয়েক মুহূর্ত সেই ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "আকাশে কিছু নেই। তুমি আমার চেয়ে বেশী চালাক নও।" বলে ইভা হাত নামাল। চোখ নামাল। তারপর লালির মুখে সমুদ্রের জল ছুঁড়ে দিয়ে হেসে বলল, "এসব চালাকি কে শেখাল?"

লালি কিছু বলল না। হাসতে লাগল।

দুলাল আর অংশুও ফিরে আসছে।

দুলাল বলল, "বেশ টায়ার্ড লাগছে রে! শরীর-টরীর আজকাল আর ফিট্ থাকে না।"

অংশু বলল, "বয়েস হচ্ছে।"

দুলাল নিজের বয়েসের হিসেব করতে করতে বলল, "আমরা আর কতকাল বাঁচব বল তো?"

"অ-নেক কাল।"

"হ্যাত্ শালা! এখনই বুক পাংচার হয়ে যাচ্ছে,—তো অনেক কাল বাঁচব! আর পাঁচ দশ বছর, তারপর নিমতলা।" বলে দুলাল কেমন করে হাসল।

আট

বিকেল এবং সন্ধ্যের দিকটা অনেক ঘোরাঘুরি হল। ওপাশের ঝাউবন দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় যখন সূর্যাস্ত হচ্ছে তখন গোটা দলটাই ফিরতে লাগল। বাজারের কাছে ফিরে আসতে আসতে সন্ধ্যে।

একটা ভাল চায়ের দোকান বেছে নিয়ে ইভা গোটা দলটাকেই চা মিষ্টি খাওয়াল। হাসি হুল্লোড় কম হল না সারাদিন। এখন কেমন ক্লান্তি লাগছিল সকলেরই।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে সামান্য কিছু কেনাকাটা করল রুমা।

ফেরার পথে ইভা বলল, "অংশু, তুমি আমার সঙ্গে আসবে ?"

"কোথায় ?"

"আমাদের ওখানে চলো একটু ; দরকার আছে।"

অংশু বুঝতে পারল না কিসের দরকার। বন্ধুদের মুখের দিকে তাকাল। লালিরা বাড়ি ফিরে মাল খেতে বসবে। সারাদিন যা হইহই গিয়েছে, এরপর খাওয়া-দাওয়া না করলে গায়ে হাতের ব্যথা মরবে না। গজেন আর লালি মিলে বিকেলেই হুইস্কি যোগাড় করে ফেলেছে। বোতলটা নিশির কাঁধে ঝোলানো থলের মধ্যে সাবধানে রাখা আছে। নিশি বলেছে, 'অদ্য শেষ রজনী। আজ শালা আউট হয়ে যাব।'....আজই শেষ। কাল লালিরা ফিরে যাবে। অংশুও। ইভাদিরা থাকবে না যাবে বোঝা যাচ্ছে না।

গজেন সামান্য আড়ালে সরে গিয়ে লালিকে ডাকল। কি যেন বলাবলি করল।

অংশু ইভাকে বলল, "বাড়ি গেলে হত না ইভাদি, বড্ড টায়ার্ড লাগছে।"

"আমার ওখানে চলো। হাত মুখ ধুয়ে বসবে। ওখানকার চা ভাল করে...." ইভা যেন মুচকি হাসছিল।

কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছিল না অংশু। বলল, "রতনও চলুক।"

"বেশ তো! রতনও চলুক।"

"তাস খেলবেন নাকি?"

"চলো না, তাস না লুডো কি খেলব পরে ঠিক করা যাবে।"

রতন আপত্তি করল না। লালিদের সঙ্গে বাড়ি ফিরে যাবার চেয়ে রুমাদের ঘরে বসে গল্প করা অনেক ভাল। বাড়ি ফিরলেই আবার সেই দুলালের মাতব্বরি, রতনকে অবজ্ঞা, সব শালা প্রাণ ভরে খাবে, রতনের বেলায় দু চামচেও উঠবে না। ঝগড়াঝাটি, অশান্তি চায় না রতন। কলকাতায় ফিরে যাবার আগে আর নতুন করে ঝামেলার দরকার নেই।

লালি বলল, "অংশু, তুই তা হলে রতনকে নিয়ে চলে যা। আমরা হোটেল থেকে রাত্রের খাবারটা নিয়ে যাই।"

ইভা লালির মুখের দিকে তাকাল। চোখে চোখে হাসল। "তোমরা আবার রতনকে যেন খুঁজতে বেরিয়ো না। আমার সঙ্গে থাকছে।"

লালি কথা বলল না।

ইভা রুমা রতন আর অংশু এগিয়ে এল

ওরা খানিকটা এগিয়ে যেতেই নিশি বলল, "অংশুর মুখটা দেখলি! শালা একেবারে চুপসে গেল।"

লালি বলল, "অংশু তোর মতন মালুবাবু নয়, ওর কিছু যাবে আসবে না।"

"আমার আর কি ভাই, যত ে ট যায় ততই ভাল, ভাগে বেশী পড়বে।"

"তোকে বেশী দিচ্ছে কে!"

"ওকথা বললে চলবে না ; আজ লাস্ট শো। আমি আউট না হওয়া পর্যন্ত চালাব।"

দুলাল বলল, "তোর আউট হতে কতক্ষণ, দেড় দুই...."

"মিনিমাম ফোর।"

লালি হেসে বলল, "আচ্ছা বেটা, দেখা যাবে।"

গজেন বন্ধুদের নিয়ে কালকের সেই হোটেলের দিকে চলে গেল।

সৈকতাবাসের কাছাকাছি গিয়ে ইভা বলল, "রতন, কাল তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে ?"

রতন অংশুর চোখের দিকে তাকাল। অপ্রস্তুত গলায় বলল, "একলা একলা একটু বেড়াচ্ছিলাম।"

"তুমি অনেকটা রুমির মতন। রুমি একলা একলা থাকতে ভালবাসে।"

রুমা বলল, "বাঃ, আমি একলা থাকি কোথায় ?"

"থাকিস না ?"

"কই !"

"বাড়িতে তুই নিজের ঘর ছাড়া কিছু বুঝিস না।"

"কাজ থাকে যে, কত আঁকা-টাঁকা করতে হয় তা জানো !"

"আমার জেনে দরকার নেই। তোর বিয়ে হোক বরকে আঁকা-টাঁকা জানাস—তা হলেই হবে।"

রুমাও হেসে ফেলে চুপ করে গেল।

লালিরা বসে পড়েছিল। লালি দুলাল গজেন আর নিশি। মোটামুটি রাতও হয়ে গিয়েছে, লালিরা বাজার থেকে ফিরে এসেছে অন্তত ঘণ্টা খানেক। অংশু আর রতন এখনও ফিরল না। কেন ফিরছে না তা নিয়ে মাঝে মাঝে হাসিঠাট্টা করছিল সকলে।

আজ কিছুটা তাড়াতাড়ি খাওয়া হচ্ছে। দুলাল বাজার থেকে আসবার সময় কয়েকটা চপ্ গোছের জিনিস এনেছিল, নিশি কাঁচা পেঁয়াজ কেটেছে ছুরিতে, ঝাল মেশানো কাজু বাদামও যোগাড় হয়েছিল। চার বন্ধু এই ঘণ্টা খানেকের মধ্যে প্রায় অর্ধেকটা হুইস্কি শেষ করে ফেলেছে।

নিশি বোতলটা টেনে নিয়ে নেশার মাথায় সিগারেটের ছাই দিয়ে দাগ দিতে লাগল। বলল, "লাস্ট তিনটে ডোজ্ অংশু আর রতনার জন্যে রেখে দিস। বেটারা এমন একটা সেসান মিস করল। হায় হায়।"

গজেন তার মোটা মোটা গলায় গান শুরু করে থেমে গিয়ে বলল, "নিশি, আমি এক সময়ে বাউল গানটান গাইতে পারতাম। ছেলেবেলায়। গলাটা মাইরি নষ্ট হয়ে গেল।"

নিশি বলল, "সবই চলে যায় রে, ছেলেবেলা, কিশোরবেলা, যৌবনবেলা....! কিছু থাকে না।" বলে নিশি তার গ্লাস উঠিয়ে চোখ বুজে বসে থাকল।

লালি এলিয়ে বসে পর পর খেয়ে যাচ্ছিল। দুলাল আসন পিঁড়ি হয়ে বসে। দ্রুত খাওয়ার জন্যে চারজনেরই নেশা হয়ে গিয়েছিল। গলা মোটা হয়ে কথা জড়িয়ে আসছিল গজেনের। নিশি খুব টেনে টেনে কথা বলছে। তাকে খানিকটা তান্ত্রিক-তান্ত্রিক দেখাচ্ছিল। পরনে ছোট্ট প্যান্ট, গায়ে হাত কাটা গেঞ্জি, মাথার ঝাঁকড়া চুল মুখে এসে পড়েছে।

দুলাল আর লালিও ঠিক স্বাভাবিক নেই। দুলাল থেকে থেকেই মুখে কেমন একটা শব্দ করছে, সাইরেন বাজানোর মতন। লালির চোখ লাল। মুখে ঘাম।

"নিশি, তুই ওটা কি করছিস ?" দুলাল জিজ্ঞেস করল।

নিশি চোখ বুজেই বলল, "ধ্যান যোগ।"

"ধ্যা-ন ! কার ধ্যান ?"

"ভগবানের।"

"আরে বাস, ভগবান ! দেখিস শালা, রামকেষ্ট হয়ে যাস না।"

গজেন আবার গান গাইবার চেষ্টা করল। করে দেখল গলা উঠছে না। গ্লাসটা দুলালের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "দুলি, একটু স্ট্রং দে, ভয়েস উঠছে না।"

লালি হেসে বলল, "হিজ মাস্টার্স ভয়েস শালা।"

গজেন হাসতে লাগল। "দুলি, তুই নাচতে পারিস?"

দুলাল গজেনের গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে অল্প জল দিচ্ছে—নিশি তার গ্লাস এগিয়ে দিল। "আমায় ভেজাল কম দিস।"

দুলাল ইচ্ছে করেই নিশির গ্লাসের মাপ বাড়িয়ে দিল, জল কম। নিশি এটা শেষ করার পর পুরো আউট হয়ে যাবে। হোক, শালা আউট হোক। আজ সবাই আউট হয়ে যাবে তারা।

"লালি, তুই নিবি?"

"আলবাত! লাগা....!"

গজেন গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, "দুলি, আমি একটা বার খুললে তোকে ম্যানেজার রাখব।"

"হোয়াই ম্যানেজার?" নিশি বলল, "মেক্ হিম এ ওয়েটার।"

"কত মাইনে দিবি?" দুলাল জিজ্ঞেস করল।

"যত নিবি।....তুই একটা এক্সপার্ট।"

"তা হলে খুলে ফেল....আমি আছি।"

নিশি তার গ্লাস টেনে নিল। "আজকাল বার ছাড়া কিছু খোলা যায় না। যায়? লণ্ড্রী খুললে লোকসান, মনিহারী দোকান দিলে ফ্লাই ক্যাচিং, আলুর দোকানেও কিলোতে পাঁচ পয়সা প্রফিট। বারকার খুললে শালা ফাইভ হাণ্ড্রেড্ পার্সেন্ট প্রফিট। জলের কারবার তো।....গচ্চা, পুলিস-টুলিস হাতে আছে তোর? মোটা খসিয়ে দে। অন্তত একটা ভাটিখানার লাইসেন্স যোগাড় কর। আমি তোকে হেল্প্ করব।"

লালি পা ছড়িয়ে দিয়ে বলল, "কলকাতায় কত বার আছে রে? শ খানেক?"

"হ্যাত শালা! শ খানেক! প্রি ইনডিপেনডেন্স পিরিয়ডে

হয়ত ছিল, এখন তো কলকাতার সবই বার। হাজার-টাজার কবে পেরিয়ে গেছে।”

“পোস্ট ইণ্ডিপেনডেন্স পিরিয়ডটাই মস্ট প্রগেসিভ! কি বলিস ?”

“অলওয়েজ। স্বাধীনতা তোকে মাল খেতে দিচ্ছে মার পেট থেকে পড়ে! ইয়ার্কি শালা!”

দুলাল হেসে উঠল। সাইরেনের সেই বিচিত্র শব্দ করল মুখে।

গজেন সিগারেট ধরাল। বলল, “আমার বাবা স্বাধীনতার আগে জেল খেটেছিল মাইরি। তার ছেলে হয়ে মাল টানছি। আমার বড় দুঃখ হচ্ছে রে!”

“তোর বাবা তোকে দেখছে গচ্চা! আর খাস না।” লালি খুকখুক করে হাসল।

“দেখছে ? কোথায় ?”

“স্বর্গ থেকে দেখছে।”

“স্বর্গ থেকে দেখা যায় না।” গজেন বেশ মুরুব্বির মতন বলল, “স্বর্গ হল তোর আত্মার জায়গা ; আত্মার চোখ নেই।”

নিশি গজেনের কোলের ওপর জোরে চাপড় মারল। “টেরিফিক গচ্চা, তুই টেরিফিক দিয়েছিস। আত্মার চো. নেই—আত্মা হ্যাজ নো আইজ্.....। একেবারে উপনিষদ। গচ্চা, তুই শালা ঋষি, মুখে মুখে উপনিষদ লিখে ফেললি।”

“কোন উপনিষদ ?” লালি জিজ্ঞেস করল।

নিশি যেন এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, “গচ্চোপনিষদ”

লালি দুলাল নিশি হোহো করে হাসতে লাগল। গজেন নেশার ঝোঁকে নিশির মাথায় হাত রেখে বলল, “তুই আমার শিষ্য।”

নিশি করজোড়ের ভঙ্গি করে বলল, “গুরু, তুমি এবার একটা আশ্রম করে ফেলো। আমি তোমার সঙ্গে আছি।”

লালি বলল, “তোরা গচ্চাকে একটা কিছু সেটল্ করতে দে।

একবার বলছিস বার খুলতে, আর একবার বলছিস আশ্রম। বেচারী কোন্‌টা করবে?"

দুলাল বলল, "বার।"

নিশি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "আশ্রম।" বলে গ্লাসে বড় করে চুমুক দিল। আবার বলল, "আশ্রম করলে আমায় আর বেকার থাকতে হবে না। কি বলিস, গচ্চা?"

দুলাল বলল, "তাহলে শালা আমি যে বেকারই থেকে যাব।"

নিশি অভয় দিয়ে বলল, "ভাবিস না, আমি তোর ব্যবস্থা করে দেব।"

লালি হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট নিল। দুলাল ঠোঙার মধ্যে কাজুবাদাম খুঁজতে গিয়ে দেখল ঠোঙাটা ফাঁকা। হাতের মধ্যে দলা পাকাতে পাকাতে বলল, "কিছু হচ্ছে না বুঝলি, ভাবছি আমাদের পাড়ার লাহাবাড়ির সামনে একটা শেতলা মন্দির বসিয়ে দেব। ডেলি পনেরো বিশ ইনকাম...."

লালি বলল, "ভাল বিজনেস। বসিয়ে দে।"

গজেন হাত তুলে বাধা দিয়ে একেবারে ভাঙা গলায় বলল, "শেতলা নয় রে, শনি মন্দির বসা। থ্রি টু ফোর টাইমস্ বেশী ইনকাম হবে। শনিকে সবাই খাতির করে।"

নিশি হাত দুটো দুপাশে ছড়িয়ে পাখির ডানার মতন করল। করে নাড়তে লাগল। "আমার উড়তে ইচ্ছে করছে মাইরি। পাখির মতন। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম্....।

"তোর নেশা হয়ে গেছে।"

"হয়েছে। নেশা হলে আমার স্বাধীনতা স্বাধীনতা লাগে।"

"তুই বেটা মাতলামি শুরু করেছিস।"

"এই তো তোদের দোষ। প্রাণের কথা বললেই মাতলামি। মাতাল না হলে প্রাণের কথা বলা যায় না।....প্রাণ জিনিসটা ভীষণ ডেলিকেট, প্যাকিং দিয়ে রাখতে হয়....।"

এমন সময় বাইরে একটানা কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

গজেন বলল, "রতনরা এসেছে।"

নিশি তাড়াতাড়ি বোতলটা তুলে নিয়ে দেখতে লাগল। "দুলি, আমায় আর-একটা দিয়ে দে তাড়াতাড়ি।"

দুলাল নিশির হাত থেকে বোতল কেড়ে নিল। "মরবি বেটা।"

"গচ্চা, দরজাটা খুলে দিয়ে আয়," লালি বলল।

গজেন উঠতে চাইল না। "নিশি তুই যা।"

"আমি? ও. কে. গুরু!" বলে নিশি খাট থেকে নামতে গিয়ে টলে গেল। টাল সামলে বলল, "কোন্ দিকে যাব?"

লালি বেজায় জোরে হেসে উঠল। "শালা মাতাল! দরজার দিকে যা।"

"দরজাটা কোন দিকে? নর্থ না সাউথ্....."

দুলাল একটা গালাগাল দিল।

নিশি টলতে টলতে বাইরে চলে গেল।

লালি দুলালকে বলল, "দুলি, আজ আর ঝামেলা করিস না। রতন যত খেতে চায়—খেতে দে। একটা তো দিন। শালা আউট হয়ে পড়ে থাক।"

গজেনের যেন ক্রমশই ঘুম এসে যাচ্ছিল। চোখের পাতা বুজে আসছে। বেশ ঘামছিল।

নিশি যেন বাইরে ভূত দেখে পালিয়ে এল। টলতে টলতে ঘরের চৌকাটে এসে ভাঙা গলায় বলল, "ইভাদি।"

লালিরা প্রথমটায় বুঝতে পারে নি। বোঝার পর দেখল, নিশির পেছনে রতন আর ইভা। দুলাল তাড়াতাড়ি বোতলটা সরাতে গেল পারল না। নিশি সরে গিয়ে জানলার পাশ দিয়ে বিছানার কাছে ফিরে এল।

ঘর একেবারে স্তব্ধ। গজেন একপাশে ঘাড় হেলিয়ে ইভাকে দেখছিল। লালি সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করল। দুলাল অন্য দিকে তাকিয়ে।

লালির সন্দেহ হল, রতন ইভাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। শালা হারামিপনা করল। আচ্ছা, ইভা চলে যাক, তারপর তোমায় দেখছি।

ইভা কথা বলল। স্বাভাবিক গলায়, সামান্য হেসে। "ও, এই—!"

লালি এমনভাবে রতনকে দেখছিল, যেন যে-কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ইভা সেটা লক্ষ করে বলল, "রতনকে তুমি অমন করে দেখছ কেন? ওর কোনো দোষ নেই। আমিই ওকে জোর করে ধরে নিয়ে এলাম। বললাম, চলো....তোমাদের বাড়িটা দেখে আসি। কাল তো চলেই যাবে।"

দুলাল খুব সাবধানে বোতলটাকে সরিয়ে খাটের তলায় লুকোবার চেষ্টা করছিল। পারছিল না। ইভা তাকিয়ে আছে।

নিশি বলল, "আমরা একটু ফুর্তি করছিলাম....।" বলে বোকার মতন হাসল।

ইভা যেন কোনো রকম গা করল না। মুখে চাপা হাসি। "তোমরা যেন কেমন সব! আমায় বসতেও বলছ না?"

লালিরা ক্রমশই ঘাবড়ে যাচ্ছিল। প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল ইভার ওপর। রতনের ওপরও।

ইভা ঘরের চারপাশ তাকিয়ে নিজেই কাঠের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

গজেন বলল, "আমরা কাল চলে যাব কিনা! আজ একটু...."

"তোমাদের বাড়িটা বড়। না?" একেবারে স্বাভাবিক গলা ইভার।

লালিরা বুঝতে পারছিল না, কেমন করে ইভাকে সরানো যায়। মাল খাওয়া দেখেও চলে যাবার কোনো ইচ্ছে নেই ওর! তাজ্জব কাণ্ড!

"কতগুলো ঘর?" ইভা জিজ্ঞেস করল!

"পাঁচ ছ'টা হবে।"

"তোমাদের এই ঘরটাও বেশ। কী বড় জানলা।"

লালি প্রায় অসহিষ্ণু হয়ে বলল. "আপনি এ সময় কেন এলেন ?'

"কেন, কি হয়েছে ?"

"আপনার আসা উচিত হয় নি। রতনা, তুই শালা...."

"রতনের কোনো দোষ নেই," ইভা আবার বলল, "আমি জোর করে এসেছি।"

"কেন এসেছেন ?"

"তোমাদের দেখতে।"

লালি কি বলবে বুঝতে না পেরে রাগে কেমন লাল হয়ে উঠল।

গজেন জড়িয়ে জড়িয়ে বলল. "দিদি, আমরা এখন একটু ইয়ে-টিয়ে করছি। আপনি প্লিজ..."

ইভা হেসে উঠল শব্দ করে। "তোমরা যে কি সব!... একটু আনন্দ ফুর্তি এই তো, তোমরা কি কচি খোকা যে আমায় দেখে ভয়ে মরছ!"

রতন বেশ বুঝতে পারছিল, লালিরা সকলেই তার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করছে মনে মনে। তার বাস্তবিক কোনো দোষ নেই। ইভাকে সে আনতে চায় নি; এমন কি নিজেও এখন আসতে চায় নি। ইভা জোর করে তাকে ধরে এনেছে। রতন সরাসরি হলেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ইভাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে, লালিরা এখন নেশা-টেশা করছে। ইভা বুঝেও বুঝল না। অংশুকে রুমার কাছে রেখে রতনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় রতন প্রায় অসহায়ের মতন বলেছে, 'ইভাদি ওরা চটে যাবে।' কোনো রকম গা করল না ইভা।

লালি নিশির দিকে তাকাল। যেন বলতে চাইল, কিছু একটা কর।

ইভা বেশ সহজ গলায় হাসি হাসি মুখে বলল, "তোমরা সবাই বন্ধু-বান্ধব, ছেলেমানুষ নও, জোয়ান ছেলে; একটু মদ খাচ্ছ তো কি হয়েছে! অমন কতই খায়! আজকাল সবাই। আমাদের অফিসের ছেলেগুলো—টিফিনে বেরিয়ে প্রায়ই বিয়ার খেয়ে আসে।"

নিশি সামান্ত সাহস পেয়ে বলল, "আপনাদের অফিসটা ভাল....।"

"কি খাচ্ছ ?"

"হুইস্কি।"

"আমরা এখনও মদটদ খাওয়াকে পাপ মনে করি—" ইভা বলল, "আমি নিজে তা একেবারে মানি না। ওদেশে সবাই তো মদ খায়, ছেলে মেয়ে, বাবা মা, স্বামী স্ত্রী.... ; ঠিক কিনা বলো !"

"এখানেও খায়" দুলাল বলল, "মেয়েরাও মদ খায়।"

"হ্যাঁ, খায়।" ইভা মাথা হেলিয়ে সায় দিল। "চৌরঙ্গি পাড়ায় গিয়ে দেখো—কত নতুন নতুন বার রেস্টুরেণ্ট হয়েছে। সেখানে মেয়েরাও খায় ছেলেদের সঙ্গে। অফিসের মেয়েরা পর্যন্ত।"

লালি হঠাৎ ইভার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি খান ?"

"কেন ?"

"খেতে পারেন ?"

"তোমরা দেখতে চাইছ আমি মদ খেতে পারি কি না। মেয়ে হয়ে তোমাদের সঙ্গে বসে মদ খাওয়া যায় কি না! এই তো ?" ইভা যেন ব্যঙ্গ করে হাসল।

লালির মাথায় রোখ চেপে যাচ্ছিল। হাসি দেখে আরও যেন মাথা গরম হয়ে গেল। একটা মেয়েছেলের এত সাহস, এই উপেক্ষা তার বরদাস্ত হচ্ছিল না। তাদের কৃতিত্ব যেন নষ্ট করে দিচ্ছে ইভা। লাল চোখে ক'পলক তাকিয়ে থেকে লালি বলল, "হ্যাঁ। আপনি খেতে পারবেন ?"

ইভা জোরে হাসল না। সহজভাবে বলল, "দাও, দেখি—।"

গজেন আর চোখ খুলে তাকাতে পারছিল না। তবু যতদূর সম্ভব বড় বড় চোখ করে তাকাবার চেষ্টা করল। নিশি তার বাবরি করা রুক্ষ চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে শিবনেত্র হয়ে তাকিয়ে থাকল।

লালি ঘাবড়ে গিয়েছিল। ইভা সরাসরি রাজী হয়ে যাবে সে ভাবতে পারে নি।

দুলাল আশ্চর্য রকম সাহস দেখাল। বিছানা থেকে উঠে একটা

গ্লাস নিয়ে এল। ইভার দিকে তাকাল না। কেমন যেন ঘৃণা এবং আক্রোশবশে পুরো মাপের হুইস্কি ঢেলে জল মিশিয়ে বিছানার ওপর রাখল।

ইভা সহজভাবে হাত বাড়াল লালির দিকে। "দাও, দেখি—!"

লালির হাত ঘামছিল। উত্তেজিত অথচ সামান্য ভীত। গ্লাসটা বিছানা থেকে তুলে ইভার দিকে বাড়িয়ে দিল।

ইভা গ্লাস নিল। মুচকি হাসল। তারপর চুমুক দিল।

নিশি, গজেন, লালি দেখছিল। রতন একপাশে বোকার মতন দাঁড়িয়ে। দুলাল তার নিজের গ্লাস উঠিয়ে নিয়ে চুমুক দিল।

একেবারে চুপচাপ। ঠিক বোঝার উপায় নেই, কিন্তু মনে হয়, দুপক্ষে যেন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। লালিরা হারতে শুরু করেছে।

নিশি হঠাৎ বলল, "সাবাস।... লাইফে এই প্রথম মেয়েদের মাল খাওয়া দেখলুম।"

গজেন বিড়বিড় করে বলল, "কি করছিস তোরা!"

ইভা বিন্দুমাত্র ঘাবড়াল না। আস্তে আস্তে খেতে লাগল। স্বাভাবিকভাবে। সহজভাবে।

লালি বাইরে বাথরুমে চলে গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ইভা বাইরে এল। পাশে লাল। লালির হাতে টর্চ। পা টলছিল লালির।

চুপচাপ হাঁটতে হাঁটতে ইভা হঠাৎ হাসল। যেন আপন মনেই।

লালি বলল, "হাসছেন?"

ইভা বলল, "তোমরা খুব জব্দ হয়ে গেছ, না।"

"আপনি নতুন নয়। অভ্যেস আছে আপনার। আপনি খান।"

"হ্যাঁ, খাই।"

লালি ভাল করে পথ দেখতে পাচ্ছিল না। জ্যোৎস্নার আলো সত্ত্বেও সে টর্চ জ্বালছিল।

"কেন খান?" লালি জিজ্ঞেস করল।

"খাই—।" ইভার গলার স্বর পুরো জড়ানো নয়। আলস্যভরা।

"কেন?"

"তোমরা কেন খাও?"

লালি প্রথমে জবাব দিতে পারল না। কেন খায়? ফুর্তির জন্যে? মজার জন্যে? নেশার জন্যে? শেষে লালি বলল, "ভাল লাগে না—"

"কি ভাল লাগে না?"

"কিছুই ভাল লাগে না।"

"আমারও তাই, কিছু ভাল লাগে না।"

লালির ঠোঁটে সিগারেটের টুকরো নিবে গিয়েছিল। ফেলে দিল।

"আপনি মেয়ে....আপনার আলাদা একটা ব্যাপার আছে...."

"কিসের আলাদা!....ছেলেমেয়ে সব সমান....কারও আলাদা কিছু থাকে না। বরং আমাদের যা আলাদা সেটা তোমাদের ভাল না লাগার সময় কাজে লাগে....।"

লালি নেশার মাথায় কিছু বুঝল না। কোনো রকমে পথ হাঁটতে হাঁটতে বলল, "অংশু আপনাকে দেখলে কি ভাববে?"

"কিছু ভাববে না। আমি তাকে বুঝতে দেব না। তোমাদের কাছে অবশ্য শুনবে। তখন ভাববে। ভাবুক। সে আমার খবর অনেক জানে।"

লালি বুঝতে পারল, ইভার বিয়ে-টিয়ে ডিভোর্স—এ সবের কথাই বলছে ইভা। লালি জিজ্ঞেস করল, "রুমা যদি বুঝতে পারে।

"রুমি বুঝবে। রুমি জানে।....ওর ছোট কাকা আর আমি প্রায়ই একসঙ্গে বাড়ি ফিরি।" ইভা যেন কোথাও খোঁচা দিয়ে হাসল

"ওর ছোটকাকা কে ? মানে...."

"যেই হোক, একজন পুরুষমানুষ। বউয়ের ইউটেরাসে ক্যানসার। ভীষণ ভোগাচ্ছে। কবে মরবে কেউ জানে না।"

"ও!"

"কি ?"

"মারা যাওয়া পর্যন্ত ওয়েট্ করছেন ?"

"না।"

"তবে ?"

"কিছুই না। ওর কাকা আমার বন্ধু। হ্যাঁ, বন্ধু বলতে পার। একই বাড়িতে থাকি। অনেক দিন আছি। কোনো অসুবিধে তো নেই।"

নালির মাথা এত ভারী হয়ে উঠেছিল যে সে আর হাঁটতে পারছিল না। কোনো রকমে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "আপনার আগের স্বামী কোথায় ?"

"মরে গেছে।"

"মরে গেছে ?"

"শুনেছি মরে গেছে।....থাক্, ও কথা শুনে কি লাভ! আমাকে বিয়ে করার সময় বলেছিল, হাজার হাজার টাকার ব্যবসা করে। বিয়ের পর দেখলাম মাড়োয়ারী ব্যবসাদারদের ভাড়া খাটে। জাল জোচ্চুরি করে। পুলিস বার দুই ধরেছিল। তারপর শুনেছি কোন মাড়োয়ারী টাকা নিয়ে জয়পুর যাচ্ছিল, ও ছিল তার সঙ্গে বডিগার্ড হিসেবে। গয়ার কাছে মাড়োয়ারী খুন হয়। বোধ হয় ওকেও খুন করেছে। কিংবা ও নিজেই মাড়োয়ারী মালিককে মেরে টাকা নিয়ে উধাও হয়েছে জানি না কোনটা সত্যি!"

সৈকতাবাসের কাছাকাছি এসে পড়েছিল ইভা।

অলসভাবে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "ফেরার সময় তুমি অংশুকে নিয়ে যাও।"

লালি বেশ বুঝতে পারছিল একা তার পক্ষে ফিরে যাওয়া মুশকিল।

আরও কয়েক পা এগিয়ে এসে ইভা বলল, "কি হয়েছে বলো তো?"

"কোথায়?"

"আমাদের কথা বলছি। এখনকার কথা বলছি।....কিছু আর ভাল লাগে না। কেন ভাল লাগে না বলতে পার?"

লালি কিছু বলতে পারল না। এই অবস্থাটাও তার ভাল লাগছিল না।

অংশুর সঙ্গে বাড়ি ফিরে লালি দেখল, ঘরের মধ্যে অদ্ভুত অবস্থা। গজেন মাটিতে পড়ে। দুলাল হুইস্কির বোতলে হাত কেটে সারা ঘর আর বিছানায় রক্ত ছড়াচ্ছে। বোতলটা মাটিতে। ভাঙা। রতন দুলালের হাত চেপে ধরে ছেঁড়া কাপড় দিয়ে কাটা জায়গাটা বাঁধবার চেষ্টা করছে। দুলালের সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে। নিশি পাগলের মতন জড়িয়ে জড়িয়ে চেঁচিয়ে চলেছে।

অংশু ভয় পেয়ে বলল, "কি হয়েছে রে? কি হল?"

রতন বলল, "দুলি বোতল নিয়ে টাল খেয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে হাত কেটেছে। সাংঘাতিক কেটে গেছে। রক্ত বন্ধ হচ্ছে না।"

রতনের মুখ দেখে মনে হল, এত রক্ত দেখে সেও বোধ হয় ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে।

লালি বলল, "এখানে ডাক্তারখানা আছে। দুলিকে নিয়ে যা শীগগির।...."

দুলাল মাথা নীচু করে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে যন্ত্রণা সামলাচ্ছিল।

নিশি বলল, "দুলিকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হবে।"

লালি বুঝতে পারছিল না, দুলালকে নিয়ে কি করা যায়।

বাজার পর্যন্ত যেতে পারলে হয়ত ওষুধপত্র পাওয়া যেতেও পারে, রাত হয়ে গেছে, ডাক্তার-টাক্তার পাওয়া যাবে কিনা, কে জানে! এখানে কি হাসপাতাল নেই? যদি স্টিচ্ করতে হয়।

কিন্তু তারা কেমন করে দুলালকে নিয়ে যাবে এতটা রাস্তা? গজেন একেবারে আউট। নিশি সুতো কাটা ঘুড়ির মতন টাল মারছে। তার নিজেরও হাতে-পায়ে জোর নেই। এক রতন আর অংশু দুলিকে ধরাধরি করে নিয়ে যেতে পারে।

লালি দুলালের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল, দুলাল আর সহ্য করতে পারছে না। শালা কেঁদে ফেলেছে।

লালি বলল, "রতনা, তুই আর অংশু দুলিকে নিয়ে বাজারে যা...."

"তোরা?"

"আমরা?...." লালি যেন কোনো জবাব খুঁজে পাচ্ছিল না। কি করবে তারা?

নিশি হেঁচকি তুলে বলল, "চল্, আমরাও যাচ্ছি।"

গজেনকে ওঠানো গেল না।

অংশু আর রতন দুলালকে কোনো রকমে জাপটে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুলো। লালি আর নিশি পেছনে। হাতে টর্চ।

দুলাল যেন হাঁটতে পারছিল না। কোনো রকমে তাকে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল রতনরা।

বুনো লতাপাতা, ঘাস, ঝোপঝাড় পেরিয়ে বালিয়াড়ির কাছে এল ওরা। জ্যোৎস্না স্পষ্ট। বালিয়াড়ি ঝিমঝিম করছে। ঝাউবন যেন মেঘের মতন দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সমুদ্রের শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ নেই। সমস্ত স্তব্ধ।

লালি টলতে টলতে হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে বলল, "নিশি, আর হাঁটতে পারছি না। পা দুটো ভীষণ ভারী লাগছে। ঘুম পাচ্ছে যেন।"

ছুলালকে নিয়ে রতনরাও এপাশ ওপাশ টাল খেতে খেতে হাঁটছিল। ছুলাল আর কাঁদছে না।

নিশি লালির গলা জড়িয়ে কোনো কিছু না দেখেই কোনো রকমে পা ফেলছিল। হঠাৎ বলল, "লালি, দিস ইজ্ স্লিপ ওয়াকিং। এ রিয়েল স্লিপ ওয়াকিং।"

লালি কোনো জবাব দিল না। ছুলির জন্যে ডাক্তার পাওয়া যাবে কি যাবে না এই ছুশ্চিন্তা তাকে ভীষণ উদ্বিগ্ন করছিল।

লালি যেন বন্ধুকে সাহস দেবার মতন করে বলল, "ছুলি, আর খানিকটা····। বাজার এখনও খোলা আছে।"

অংশু বলল, "খানিকটা টিনচার বেন্‌জিন পেলেও রাত্তিরের মতন আমি সিল করে দেব। কিন্তু যা ব্লিডিং হচ্ছে।"

নিশি তার ঝাঁকড়া চুল মুখের উপর থেকে সরিয়ে হঠাৎ কেমন করে যেন হেসে উঠল। লালি তাকে দেখল ঘাড় ঘুরিয়ে।

নিশি কিছু বলল না। সে ভাবছিল, তারা বাস্তবিক কেউ এখন যথার্থভাবে সচেতন নয়। ছুলাল নয়, লালিও নয়, সে নিজেও নয়। রতন আর অংশু আপাতত সজ্ঞান। কিন্তু সেটা দৈবাৎ, নিতান্তই ঘটনাচক্রে। তাদেরও সজ্ঞান থাকার কথা নয়।

অথচ তারা এই অবস্থাতেও হাঁটছে। স্বাভাবিকভাবে নিশ্চয় নয়। ঘোরের মধ্যে, যেন কোন্ সম্মোহনের মধ্যে। কোনো অর্থ নেই এই হাঁটার, কোনো প্রয়োজনই নেই। বোধ হয়, এই হাঁটাও ঘুমের মধ্যে। স্লিপ ওয়াকিং।

— —